রাজশ্রী

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ

Rajagopalachari

Democracy and

Communism

রাজর্ষি

PRINTED BY K. L. MAITY, AT THE
PONCHANON PRESS.
25/3, Taruck Chatterjee's Lane,
CALCUTTA.



(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

"মুখার্জ্জী-অপেরা-পার্টি" কর্ত্তৃক অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩৫ সাল।



শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত—

ঘটনা-বৈচিত্র্যময় পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক—

পূজনীয়া

["ভাণ্ডারী-অপেরা"র দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয়।]

ব্রহ্মদত্ত একজন অভিশপ্ত রাজা; পূজনীয়া ইঁহার আশ্রয়ে বসবাস করিতেন। ব্রহ্মদত্ত রাজার কনিষ্ঠ পুত্র সর্ব্বসেন পূজনীয়ার একমাত্র পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছিল, পূজনীয়াও সর্ব্বসেনের চক্ষু উৎপাটন করতঃ তাহাকে বধ করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

ইহাতে দেখিবেন—

স্ত্রৈণ রাজা ব্রহ্মদত্তের পরিণাম, হিতৈষী মন্ত্রী কণ্ডরীকের রাজ্যের কল্যাণে স্বার্থত্যাগ, সর্পিণী রাণী মানসীর চক্রান্তের ভীষণ ছবি, পিতৃভক্ত পুত্র বিষকসেনের করুণ নির্ব্বাসন-দণ্ড, চণ্ডাল সত্যব্রতের মহাপ্রাণতা, সর্ব্বসেনের ভ্রাতৃভক্তি, পূজনীয়ার ভীষণ প্রতিহিংসা, কাম্পিল্য-রাজ ও প্রতীপরাজের ভীষণ দ্বন্দ্ব, কুটচক্রী রত্নবানের অধঃপতন, দ্বিজনাথের প্রায়শ্চিত্ত, রেণুকার আত্মত্যাগ, শান্তনু ও গঙ্গার পরিণয়, রাজরাজেশ্বরীর মর্ম্মস্পর্শী গীতিমালা। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—

বিশ্ববিমোহন নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক—

দক্ষিণা

[বীণাপাণি নাট্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত।]

ব্যাধপুত্র একলব্যের জীবহিংসায় বিরাগ—জননীর তিরস্কারে গৃহত্যাগ—দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষাপ্রার্থনা—প্রত্যাখ্যাত হইয়া কঠোর সাধনা—সাধনায় সিদ্ধিলাভ—দক্ষিণা স্বরূপ দ্রোণের অঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা,—আবার অন্যদিকে দ্রুপদ কর্ত্তৃক দ্রোণের বন্ধুত্ব অস্বীকার—সভামধ্যে দ্রোণের লাঞ্ছনা—দ্রোণের নীরব প্রতিহিংসা—একলব্যের সহিত কুরু-পাণ্ডবের রণ—দ্রুপদের দর্পচূর্ণ। দক্ষিণা শুধু একলব্যের নহে—দক্ষিণা কুরু-পাণ্ডবের—দক্ষিণা মুক্তার নিঃস্বার্থ প্রেমের। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

ভূমিকা।



রাজশ্রী থানেশ্বরের মহারাজ প্রভাকর বর্দ্ধনের কন্যা ও কনোজেশ্বর গ্রহবর্ম্মার ধর্ম্মপত্নী। উঁহারা সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। তৎকালে কাপালিকের অত্যাচার বড়ই প্রবল ছিল। রুদ্রানন্দ কাপালিক বৌদ্ধ বেশ ধারণ করিয়া জনৈক সদ্য মৃতদার বৈষ্ণবের শিশুকন্যাকে বৃন্দাবনের পথে মঠ হইতে অপহরণ করেন। উক্ত বৈষ্ণব বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রতিহিংসার বশে ভৈরবানন্দ নামধারণ করিয়া মালবরাজ বিজয়সিং, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক প্রভৃতি শক্তিশালী নৃপতিবৃন্দকে নানাবিধ কৌশলে ও বিবিধ উত্তেজনায় বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসসাধনে পরিচালিত করিয়াছিলেন; তাহার ফলে রাজ্যশ্রীর স্বামীর ও ভ্রাতার মৃত্যু সংসাধিত হইয়াছিল। শশাঙ্কের স্ত্রী অপর্ণাদেবীও সাম্রাজ্য-লালসায় স্বীয় স্বামীকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন; তাহার ফলে রাজ্যশ্রীকে কারাগারে বিবিধ অত্যাচার ও লোমহর্ষণ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। নির্ব্বাসিত হর্ষবর্দ্ধণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া কাপালিককুল নির্ম্মূল ও হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসসাধনে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মহিয়সী রাজ্যশ্রীর বিশ্বপ্রেমের মধুর স্পর্শে সর্ব্বত্র শান্তির হিল্লোল প্রবাহিত হইতে লাগিল। নীরস তরুকুল কুসুমিত হইয়া উঠিল—দানবে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই নাটকীয় ঘটনা। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি; কাল্পনিক চরিত্রগুলি কতদূর জনপ্রিয় হইয়াছে, বলিতে পারি না,—ইহা দর্শক ও পাঠকবর্গেরই বিচার্য্য। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া ও আধুনিক রুচিসঙ্গত করিবার উদ্দেশ্যে এবং যাত্রাসম্প্রদায়ের বহুবিধ সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে আমাকে স্বপদভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে। নাট্যকলাকুশল সভ্যগণ আশা করি আমার এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া আমায় উৎসাহিত করিয়া ধন্য করিবেন। ইতি—

গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

দিবাকর	...	...	বৌদ্ধগুরু।
গ্রহবর্ম্মা	...	...	কনোজেশ্বর।
বীরসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
রাজ্যবর্দ্ধন	...	...	থানেশ্বরের অধিপতি
হর্ষবর্দ্ধন	...	...	ঐ কনিষ্ঠ।
পুলকেশী	...	...	দাক্ষিণাত্যাধিপতি।
ধীরানন্দ	...	...	ঐ সেনাপতি।
শশাঙ্ক	...	...	গৌড়ের অধিপতি।
মৃগাঙ্ক	...	...	ঐ পুত্র।
বিজয়চন্দ্র	...	...	মালবেশ্বর।
ভৈরবানন্দ	...	...	তান্ত্রিক গুরু।
আনন্দ	...	...	ঐ শিষ্য।
জীবন সিংহ	...	...	ভীল সর্দ্দার।
রুদ্রানন্দ	...	...	কাপালিক।
নিত্যানন্দ	...	...	জনৈক পণ্ডিত।

কিন্নর, অবধূত স্বামী, বিবেক, অন্ধ, খঞ্জ, মধুসূদন, দূত.
প্রহরীগণ, পারিষদগণ, সভাসদগণ, সহচরগণ,
শিষ্যগণ, ভক্তগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাজ্যশ্রী	...	...	গ্রহবর্ম্মার পত্নী, রাজ্যবর্দ্ধনের ভগ্নী।
অপর্ণা	...	...	গৌড়ের রাণী।
কমলিনী	...	...	জনৈক রমণী।

কিন্নরী, আদ্যাশক্তি, আশা-কুহকিনী, শিষ্যাগণ ইত্যাদি।

রাজ্যশ্রী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কনোজ-রাজ প্রাসাদের সন্নিহিত উপবন।

রাজ্যশ্রী, ভিক্ষু দিবাকর ও তদীয় শিষ্যগণ।

দিবাকর। গাও বৎসগণ! পরম কারুণিক ভগবান বুদ্ধদেবের চরিত-গাথা মধুরকণ্ঠে গাও, যার অতৃপ্ত মূর্চ্ছনায় সারা বিশ্ব মুখরিত হ'য়ে উঠুক্।

শিষ্যগণ।—

গীত।

পূতঃ পবিত্র নিন্দিত যত্র জয় জয় বুদ্ধ।
অজ্ঞান-তম নাশিয়া, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া যিনি করিল বিশ্ব মুগ্ধ॥
দীনের দুঃখ করিতে ত্রাণ, কাঁদিয়া উঠিল যাহার প্রাণ,
হেলায় ত্যজিল রাজ্যখান, বৈভব নারিল করিতে লুব্ধ।
কোথায় এমন রাজার ছেলে, পত্নী পুত্র জনক ফেলে,
অন্ধ খঞ্জ লইল কোলে আত্মা তাদের করিতে শুদ্ধ,—
ত্যাগেতে যিনি অচল মেরু, করুণায় যিনি কল্পতরু,
শরণ লও যে প্রেমের গুরু চরাচর কেউ হ'য়ো না ক্ষুব্ধ॥

রাজ্যশ্রী। সত্যই গুরুদেব! ভগবানের চরিত-গাথা শ্রবণ করলে মন পবিত্র হয়, হৃদয়ে বৈরাগ্য এসে দেখা দেয়। জানি না, কবে ভগবানের দয়া হবে—কবে এই বিষয়-কোলাহল ভেদ ক'রে তাঁর প্রেমের আহ্বান আমার কাছে ছুটে আস্‌বে!

দিবাকর। মা রাজলক্ষ্মী! চিন্তিত হ'য়ো না, ভগবানের আহ্বান প্রতিনিয়তই বিশ্বমাঝে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে; মন পবিত্র কর, শ্রবণ-শক্তি দৃঢ় কর—সংযত কর, তা হ'লেই তাঁর আহ্বান শুন্‌তে পাবে। ভগবানের ভাষা বুঝ্‌তে হ'লেই ভাষা শিখ্‌তে হয় মা!

রাজ্যশ্রী। দয়া ক'রে বলুন গুরুদেব, সে ভাষার উৎপত্তি কোথায়?

দিবাকর। মনই সকল প্রকার উৎপত্তির আকর, সুতরাং সে ভাষা মন থেকেই উৎপত্তি হয়; ত্যাগ সে ভাষার বর্ণপরিচয়, জ্ঞান সে ভাষার শব্দ, বিবেক, অর্থ, আর প্রেম সে ভাষার ভাব,—বুঝ্‌লে মা?

রাজ্যশ্রী। আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব, যেন অচিরে ভগবানের ভাষা উপলব্ধি করতে সমর্থ হই।

দিবাকর। হবে বৈ কি মা! প্রথমে ত্যাগের দ্বারা বর্ণপরিচয় হোক্, তারপর শব্দ, অর্থ, ভাব সবই এসে জুটবে।

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! সেদিন বলেছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মের মুমুক্ষু ব্যক্তি-গণের অবস্থার কথা কীর্ত্তন করবেন, আজ দয়া হবে কি?

দিবাকর। এতে আর দয়া কি মা, এ যে আমার কর্ত্তব্য। তুমি কনোজ-রাজলক্ষ্মী, অদূর ভবিষ্যতে দেখ্‌তে পাচ্ছি এই নিমজ্জমান বদ্ধ জীবগণের উদ্ধারকল্পে, এই হিংসা-বিদ্বেষ-বাত-বিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে কর্ণধার হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। তোমাকেই শিক্ষা দেবার জন্য বিন্ধ্যাচল ত্যাগ ক'রে এখানে এসে অবস্থান করছি। একদিন প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের উৎসাহে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা সমগ্র ভারতবর্ষের নিম্মল

গগনে উড্ডীন করেছিল, অসংখ্য নর-নারী ভারতবর্ষের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করেছিল, আমার জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষকে গুরুত্বে বরণ ক'রে নিয়েছিল। মা! মা! আবার আমি সেই দিন দেখ্‌তে চাই।

রাজ্যশ্রী। আপনার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে কিছুই অসম্ভব নয়। বলুন গুরুদেব! মুমুক্ষুদিগের অবস্থার কথা,—আমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

দিবাকর। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। জীবাদি বিনাশ না করার নাম অহিংসা, অদত্তা বস্তুর গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়, সত্য ও হিতকর অথচ প্রিয়কথনের নাম সুনৃত, কাম-ক্রোধাদি পরিত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য এবং সকল বিষয় হইতে মোহ পরিত্যাগের নাম অপরিগ্রহ। এই পাঁচ প্রকার মহাব্রতের অনুষ্ঠান কর্‌তে যিনি সমর্থ, তিনিই জীবন্মুক্ত, তিনিই অর্হৎ, তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত উপাসক। মা, আজ আর তোমায় অধিক শিক্ষা দেবো না, এইগুলি অভ্যাস কর,—এর পর তোমায় সম্প্রদায়ের কথা বল্‌বো। এখন আসি, চল বৎসগণ!

রাজ্যশ্রী। দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

দিবাকর। ভগবানের অনুগ্রহ লাভ কর।

[সশিষ্য দিবাকরের প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ—

ছদ্মবেশী মালবরাজকে প্রহার করিতে করিতে কতিপয় প্রহরীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। একি! একি! প্রহরীগণ অমনভাবে প্রহার কর্‌তে কর্‌তে কাকে নিয়ে আস্‌ছে? আহা, আমি নিষেধ করছি, প্রহার ক'রো না।

১ম প্রহরী। রাণী-মা! এ একটা দুশ্‌মন। এই অন্দরের বাগানে অচেনা পুরুষের প্রবেশ কর্‌বার হুকুম নাই; এ বেটা কোথা থেকে পাঁচিল

ট'প্‌কে ওই বড় চাঁপা গাছটার তলায় ঘাপটী মেরে বসেছিল, জানি না এ বেটার কি মতলব! মালী ফুলগাছে জল দিতে এসে বেটাকে দেখ্‌তে পেয়ে আমাদের খপর দেয়; মাম্‌দো ভূতটাকে এত ক'রে নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, কিছুতেই বল্‌লে না। নিশ্চয়ই এ বেটার কোন কুমতলব আছে!

রাজ্যশ্রী। কে মহাশয় আপনি? আপনাকে আকার-প্রকারে উচ্চ-বংশসম্ভূত ব'লে বোধ হ'চ্চে, কিন্তু ব্যবহার এত নীচ কেন?

২য় প্রহরী। রাণী-মা! ও বেটা নিশ্চয়ই চোর, আমি মহারাজকে খবর দিইগে যাই।

রাজ্যশ্রী। না প্রহরী, হয় তো এর অপরাধ সামান্য; মহারাজকে খবর দিয়ে আর ঘটনাটা জটিল করার প্রয়োজন নেই,—ইনি হয় তো না বুঝে এ কাজ করেছেন।

বিজয়। না, আমি সম্পূর্ণ জেনে শুনেই এ কাজ করেছি; আমি চোর নই, আমি চোর ধর্‌তে এসেছি।

রাজ্যশ্রী। আশ্চর্য্য আপনার কথা!

বিজয়। কেন?

রাজ্যশ্রী। প্রাসাদের সন্নিহিত উদ্যানে স্বয়ং অবৈধ উপায়ে প্রবেশ না ক'রে, মহারাজের নিকট আবেদন জানালে বিহিত ব্যবস্থা হ'তে পার্‌তো!

বিজয়। আমি তা চাই না, আমার চোরের বিচার আমি নিজে কর্‌তে চাই; অপরের সাহায্য গ্রহণ করাটা কাপুরুষতা মনে করি।

রাজ্যশ্রী। এ আরও আশ্চর্য্য কথা! মহাশয়, আপনার পরিচয় জান্‌তে পারি কি?

বিজয়। আমার পরিচয় প্রহরীগণের নিকট গোপন রাখ্‌তে চাই।

রাজ্যশ্রী। বেশ; প্রহরীগণ! [ইঙ্গিত করিলেন]

প্রহরীগণ। যথা আজ্ঞা দেবী! [প্রস্থান।

বিজয়। শ্রী! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ কি? [গাত্রাবরণ উন্মোচন]

রাজ্যশ্রী। একি! একি! মালবরাজ! আপনি? আমি বিস্ময়ে আত্মহারা হ'য়ে যাচ্ছি! আমার ভ্রাতৃ-বন্ধু মালবরাজ! বলুন, আপনি কেন এখানে উপস্থিত হয়েছেন?

বিজয়। শ্রী! বহু দিন তোমাকে দেখিনি, থানেশ্বরের সেই কুসুমিত উপবনে বাল্যকালে তুমি, আমি, রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, এক সঙ্গে কত কাব্য, মহাকাব্য, বৈচিত্র্যময় নাটকের সতত পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাস্রোতে মন-প্রাণ ভাসিয়ে দিয়ে সুখের স্বপ্নে নিমগ্ন ছিলুম, কিন্তু তারপর এক বিরাট ব্যবধান! কত দিন, কত রাত, কত মাস, কত বৎসর অবাধে চ'লে গেছে, জীবনের সত্য যুগ বাল্যকাল বিষধর যৌবনের রঙিন পর্দ্দায় ঢাকা পড়েছে,—সব ভুলে গেছি; কিন্তু শ্রী! তোমার সেই মধুময়ী বাল্যের স্মৃতি আমার হৃদয়দ্বারে স্বর্ণ-স্মৃতির মত সততই জাগরূক রয়েছে। তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষাই আমাকে আজ এখানে এমনভাবে নিয়ে এসেছে।

রাজ্যশ্রী। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি দয়া ক'রে এখনও আমার কথা মনে রেখেছেন, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু মালবরাজ, এ ছদ্মবেশের কারণ কি?

বিজয়। শ্রী! তুমি যে এখন পরস্ত্রী, তুমি যে এখন অসূর্য্যম্পশ্যা! তোমার সহিত সাক্ষাৎলাভের প্রস্তাব হয় তো কনোজরাজ গ্রহবর্ম্মা অনুমোদন না কর্‌তে পার্‌তেন, তাই এ কাজ করেছি।

রাজ্যশ্রী। আমার বিশ্বাস, পবিত্র হৃদয়ের প্রস্তাব কখনই উপেক্ষিত হ'তো না। আপনি আমার স্বামীর নিকট জানালেই তিনি সসম্মানে এখানে আপনাকে নিয়ে আস্‌তেন, সে দর্শনলাভ আমার বড়ই গৌরবের হ'তো!

বিজয়। তবে কি আমি অন্যায় করেছি?

রাজ্যশ্রী। এতখানি অন্যায়, আমার পরমাত্মীয়গণের মধ্যে এই

আপনিই প্রথম কর্‌লেন। আজ যদি আমার অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধন কিম্বা হর্ষবর্দ্ধন এইভাবে উপস্থিত হ'তেন, তা হ'লে এইখানেই তাঁদের মৃত্যু-কামনা কর্‌তুম। আপনি তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনার এই অগৌরবে আমার মস্তক নত হ'য়ে পড়্‌ছে।

বিজয়। শ্রী! শ্রী! আমায় ক্ষমা কর, আমি আজ আমার প্রাণের অনেক কথা জানাবো ব'লে বহু কষ্টে এখানে এসেছিলুম, কিন্তু প্রকাশ ক'রে কিছু বল্‌তে পার্‌লুম না; তবে এইমাত্র জেনে রেখো শ্রী, আমি তোমাতেই মুগ্ধ, সেই বাল্যকাল হ'তে আমি তোমাতেই অনুরক্ত! আমার অপার দুর্ভাগ্য যে আমি হিন্দু, তাই তোমার পিতা আমাকে উপেক্ষা ক'রে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী গ্রহবর্ম্মনের করে তোমাকে অর্পণ কর্‌লেন,—আমি বেত্রাহত কুক্কুরের মত থানেশ্বর থেকে বাঙ্‌লায় ফিরে গেলুম! উঃ—সে আমার কি দিন!

রাজ্যশ্রী। মালবরাজ! সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা; আপনি আমায় ভুলে যান।

বিজয়। আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি শ্রী, আমি সহস্র চেষ্টা করেছি তোমাকে ভুলে যাবার জন্য; সে যে সে চেষ্টা নয়, তার দু একটা শোন! আকণ্ঠ গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—তোমাকে ভুলে যাবো, পবিত্র দেবালয়ে কামজয়ী মহাদেবের মস্তকে হাত দিয়ে শপথ করেছিলুম—তোমাকে ভুলে যাবো, কিন্তু আমার সে প্রতিজ্ঞা ভাগীরথীর প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে—সে শপথ মহাদেবের ললাট-পাবকে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে উড়ে গেছে। শ্রী! এখন আমি বৈধাবৈধ-জ্ঞানশূন্য পশু; অনুনয়-বিনয়, কাতর প্রার্থনায়, শেষে ছলে-বলে-কৌশলে যে কোন উপায়ে তোমার সহিত আমার মিলন-কামনাই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য! বল শ্রী, এখন তোমার বক্তব্য? তবে জেনে রেখো, এতে অধর্ম্ম নেই।

রাজ্যশ্রী। মালবরাজ! না—আপনি এখন উন্মত্ত। অহিংসা, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য,—প্রহরীগণ!

প্রহরীগণের প্রবেশ।

প্রহরীগণ। কি আদেশ রাণী-মা?

রাজ্যশ্রী। এঁকে সসম্মানে উদ্যানের বাহিরে রেখে এসো; ইনি আমার আত্মীয়, তোমাদের শিষ্টাচারে ইনি যেন বঞ্চিত না হন।

বিজয়। শ্রী! তোমার শেষ ব্যক্তব্যের উপর আমার কর্ত্তব্য নির্ভর কর্‌ছে!

রাজ্যশ্রী। আমার বক্তব্য! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর—পিতৃ-তুল্য!

[প্রহরীসহ বিজয়চাঁদের ও পরে রাজ্যশ্রীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম।

সম্মুখে কালিকা-মূর্ত্তি; ধ্যানমগ্ন তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ, তদীয় শিষ্য ও শিষ্যাগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান।

গীত।

শিষ্যগণ।—নমঃ করালবদনে, প্রকটিত-রদনে, অসুরমুণ্ডমালিনী।

শিষ্যাগণ।—নমঃ কৈবল্যদায়িনী, বিশ্ব-প্রসবিনী, চির-শান্তি-প্রদায়িনী।

শিষ্যগণ।—নমঃ উত্তপ্ত রুধির-রঞ্জিত-শরীর দৈত্যদর্প-বিনাশিনী।

শিষ্যাগণ।—নমঃ চন্দনচর্চ্চিত নন্দন-অর্জ্জিত শরণাগতপালিনী।

শিষ্যগণ ।—নমঃ ভীষণবরণ প্রদীপ্ত-নয়ন, ভীষণ রণরঙ্গিণী।
শিষ্যাগণ ।—নমঃ নবীন নীরদ-নিন্দিত বরণ ভীত সন্তান-সঙ্গিনী ॥
শিষ্যগণ ।—নমঃ কম্পিত পদভরে ধরিত্রী অম্বরে ভৈরবনাদনাদিনী।
শিষ্যাগণ ।—নমঃ চরণপরশে মেদিনী হরষে বেদ-বেদান্তবাদিনী ॥

ভৈরবানন্দ। মা কুল-কুণ্ডলিনী! ওঠো; মূলাধারাবস্থিত চতুর্দ্দলমধ্যস্থ কমল-মধুকোষ ভেদ ক'রে উর্দ্ধে উত্থিত হও মা! মৃণাল-তন্তু-বিনিন্দিত সুক্ষ্ম সুষুম্না-পথে প্রবিষ্ট হ'য়ে স্বাধিষ্ঠান মণিপুরের পথে অগ্রসর হও মা! তারপর ঈড়া-পিঙ্গলা-রূপিণী গঙ্গা-যমুনার মহা-সঙ্গমে অবগাহন ক'রে বিশুদ্ধ তীর্থ-লীলায় বিশুদ্ধ হ'য়ে দ্বিদলে অধিষ্ঠিত হও মা! তারপর সহস্রদল কমলান্তর্গত পরমাত্মায় সংমিশ্রিত হ'য়ে অনন্তে বিলীন হ'য়ে যাও মা! [সমাধিস্থ হইলেন]

শিষ্য ও শিষ্যাগণ। জয় মা কালী কৈবল্যদায়িনীর জয়!

ভৈরবানন্দ। নমঃ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ [প্রণাম]

আনন্দ। বলুন গুরুদেব, আজ ধ্যানযোগে কোন্ অপার্থিব বস্তু নিরীক্ষণ কর্‌লেন?

ভৈরবানন্দ। বৎস আনন্দ! আজ বড় সু-সংবাদ; আজ আমি আজন্ম কঠোর তপস্যার ফললাভ করেছি, আজ আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি।

আনন্দ। কি আদেশ প্রভু?

ভৈরবানন্দ। আবার সমগ্র ভারতবর্ষে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র প্রচার কর্‌তে হবে, আবার ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌তে হবে, আবার ভারতের প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক নগরে সেই ভগ্নোন্মুখ বিলুপ্তপ্রায় শক্তি-মন্দিরগুলি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হবে।

আনন্দ। সত্যই আজ আমাদের অপার সৌভাগ্য।

ভৈরবানন্দ। শুধু আমাদের নয় বৎস, সমগ্র ভারতবর্ষের। আমি

ধ্যানযোগে দেখ্‌তে পেয়েছি, অচির ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে দুর্দ্দিন আস্‌চে, তাতে যদি আমার সর্ব্ব-পুণ্যময়ী স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি শক্তিহীন অবস্থায় থাকে, তা হ'লে বৎস, আমার বল্‌তে জিহ্বা জড়িয়ে আস্‌ছে, সর্ব্বত্র সুখসম্পন্ন সর্ব্বাভরণভূষণা ভারত-ভূমির পবিত্র নাম মুখে আন্‌তে একদিন জগদ্বাসী ঘৃণা বোধ কর্‌বে! আজ যখন মায়ের আদেশ পেয়েছি, তখন ভারতবক্ষে এক শক্তি-রাজ্য স্থাপন করবো, বিলুপ্তপ্রায় তন্ত্র-মন্ত্র পুনর্জ্জীবিত ক'রে তুল্‌বো, জীবন্মৃত ভারতবাসীর উপর দিয়ে এক তড়িৎ-বেগ ছুটিয়ে দেবো। কিন্তু এক প্রতিবন্ধক!

আনন্দ। এমন কি প্রতিবন্ধক গুরুদেব?

ভৈরবানন্দ। বৎস! সে অতি জটিল সমস্যা; কতকগুলি ক্রিয়াহীন ভিক্ষাজীবী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুধর্ম্মের টু'টি চেপে ধরেচে। হোম, যাগ-যজ্ঞ ভারতবর্ষ থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিয়েছে। যাক্ বৎস! তাতে তোমরা ক্ষুব্ধ হ'য়ো না। আজ হ'তে তোমরা প্রচার-কার্য্যে বহির্গত হও; তোমা-দিগকে আজ পূর্ণাভিষিক্ত করবো, তোমরাও নগরে-নগরে প্রচার-কার্য্যে বহির্গত হবে। [শিষ্যাগণের প্রতি] আর তোমরা মহাশক্তির অংশরূপিণী, তোমরা জননীর মত ভিক্ষুক সন্তানের বদনে কর্ম্ম-পীযূষ ঢেলে দেবে, তারা আলস্যের নির্ম্মোক ছিন্ন ক'রে কর্ম্মস্রোতে ভেসে যাবে।

শিষ্য ও শিষ্যাগণ। যথা আজ্ঞা গুরুদেব!

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্,
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

[নতজানু হইয়া প্রণাম]

ভৈরবানন্দ। করুণাময়ী তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন। যাও আমার প্রাণাধিক ভক্তবৃন্দ, মায়ের মহতী পূজার আয়োজন করগে, তারপর মায়ের বিশেষার্ঘ মস্তকে ধারণ ক'রে মায়ের অভিপ্রেত কার্য্যে যাত্রা কর্‌বে।

শিষ্য ও শিষ্যাগণ। জয় শ্রীগুরু ভৈরবানন্দের জয়!

[শিষ্য ও শিষ্যাগণের প্রস্থান।

মালবরাজ বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।

বিজয়। গুরুদেব! শ্রীচরণে প্রণাম হই।

ভৈরবানন্দ। মায়ের করুণা লাভ কর। বৎস মালবরাজ! যে উদ্দেশ্যে কনোজ যাত্রা করেছিলে, তা সফল হয়েছে?

বিজয়। না প্রভু, আপনার বশীকরণ মন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।

ভৈরবানন্দ। সে কি বিজয়! আমার মন্ত্র ব্যর্থ করে, এ সংসারে এমন শক্তিমান কে আছে? মারণ, উচাটন, বশীকরণ মন্ত্রে আমি যে সিদ্ধিলাভ করেছি! তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, তাই তোমায় প্রদান ক'রেছিলুম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার মন্ত্র ব্যর্থ হ'য়ে গেল! কনোজ তো সামান্য রাজ্য, রাজ্যশ্রী তো সামান্যা নারী; আমার মন্ত্রবলে সমগ্র মেদিনী বশীকৃত হবে। মা! মা! একি কর্‌লি মা? পাষাণী! আমায় কি তবে মিথ্যা মন্ত্রে ভুলিয়ে রেখেছিস্? তবে আর এ হতমান জীবনের প্রয়োজন কি? [খড়্গ লইয়া] নে—আজ আকণ্ঠ পূরে সন্তানের রুধির পান কর্; নতুবা আমায় এমন মন্ত্র প্রদান কর্, যাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আমার বশীভূত হয়। [স্বীয় শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলেন।

গীতকণ্ঠে বালিকা বেশিনী আদ্যাশক্তির প্রবেশ।

আদ্যাশক্তি।—[বাধা দিয়া]

গীত।

আ-হা-হা করিস্ কেন রোষ?
অহং জ্ঞানে পূর্ণ তোরা (কেবল) ঐটী তোদের দোষ।

মিথ্যা কভু হয় না মন্ত্র, চির-সত্য জানিস্ তন্ত্র,
অপবিত্র হৃদয়-চন্দ্র, বৃথা কেন করিস্ আপশোষ।
উল্‌টো বুঝে তন্ত্রের মর্ম্ম, জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্ম্ম,
করিস্ যত অপকর্ম্ম, শেষে তোরা নরকগামী হোস্॥

[বেগে প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ। কে ওই উন্মাদিনী বালিকা, আমাকে ইচ্ছামত তিরস্কার ক'রে চ'লে গেল? কি আশ্চর্য্য! আমার কোন শক্তি হ'লো না যে বালিকাকে ধ'রে ফেলি। বিজয়! আমার আত্ম-বলিদানে যখন বাধা পড়েছে, তখন বুঝ্‌তে হবে, এ বলি মা গ্রহণ কর্‌বেন না। বিজয়! তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

বিজয়। আদেশ করুন।

ভৈরবানন্দ। তুমি আমার উপদেশ মত শেষ চেষ্টা করেছিলে? আমার প্রদত্ত সেই হোমকুণ্ডের ভস্ম রাজ্যশ্রীর অঙ্গে নিক্ষেপ করেছিলে?

বিজয়। না গুরুদেব! আমি তার অমানুষিক মানসিক তেজে নিস্তেজ হ'য়ে পড়্‌লুম; চেষ্টা করেছিলুম, হস্ত শিথিল হ'য়ে গেল—আমার অজ্ঞাতে পবিত্র ভস্ম প'ড়ে গেল।

ভৈরবানন্দ। তাই বল; আমার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ কর্‌তে তুমি অসমর্থ হয়েছিলে। বিজয়! আমার সিদ্ধ মন্ত্র কখন ব্যর্থ হ'তে পারে না। যদি তুমি সাহস ক'রে সেই ভস্ম তার অঙ্গে নিক্ষেপ কর্‌তে পার্‌তে, তা হ'লে ছায়ার মত সে তোমার অনুবর্ত্তিনী হ'তো। মা! মা! তোমাকে অবিশ্বাস করেছিলুম, আমার অপরাধ হয়েছে। বিজয়! বিজয়! পুনর্ব্বার চেষ্টা কর্‌তে হবে।

বিজয়। চোরের মত আর আমার সেখানে যাবার উপায় নেই। বরং আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সশস্ত্রে সেখানে উপস্থিত হ'তে পারি।

ভৈরবানন্দ। কনোজরাজ গ্রহবর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা কর্‌বে?

বিজয়। আপনার যদি অনুমতি হয়!

ভৈরবানন্দ। অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু তোমার সৈন্যবল অতি অল্প। তবে এক কাজ কর; গৌড়-অধিপতি শশাঙ্কের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে নয়?

বিজয়। আজ্ঞে, তিনি আমাকে যথেষ্ঠ ভালবাসেন।

ভৈরবানন্দ। উত্তম; তবে তুমি সেইখানেই যাও। আমার মন্ত্রবলে সে তোমাকে অতি আদরে গ্রহণ কর্‌বে—যুদ্ধে তোমার সহায় হবে, আর সে যুদ্ধে কনোজরাজ গ্রহবর্ম্মার মৃত্যু অনিবার্য্য। বিজয়! রাজ্যশ্রীকে যে কোন উপায়ে তন্ত্র-মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে, তাকে শাক্ত-মন্ত্রে অভিষিক্ত ক'রে তোমার ভৈরবী ক'রে দেবো। তুমি সেই শক্তিরূপিণী নারী রত্ন লাভ ক'রে পরমানন্দে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হবে—ভারতের বুক থেকে ভিক্ষাজীবীর বিলোপসাধন কর্‌বে। যাও, এই মুহূর্ত্তে তুমি গৌড়ে যাত্রা কর।

বিজয়। ধন্য গুরুদেব! ধন্য আপনার শিষ্যানুরাগ! আপনার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। আমি অশ্বারোহণে এই মুহূর্ত্তে গৌড়ে যাত্রা কর্‌বো। রাজ্যশ্রী! আর একটীবার মাত্র যদি তোমার দর্শন পাই, তারপর দেখি, তুমি আমার অনুগামিনী হও কি না?

[প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ। নির্ভয়ে চ'লে যাও বৎস! আমি তোমার পশ্চাতে থাক্‌লুম। ভণ্ড বৌদ্ধগণ! আমার কন্যা অপহরণের প্রতিফল এইবার উচিত মত শিক্ষা দেবো।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিলাস-কক্ষ।

রাজা শশাঙ্ক সিংহাসনে সমাসীন, পারিষদবর্গ উভয় পার্শ্বে এবং নিত্যানন্দ ঠাকুর সম্মুখে দণ্ডায়মান, নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীতে রত।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

প্রেমিক তারকাগুলি ঐ দেখ গগনে।
শত অশ্রু ভেসে যায় কেন তাদের নয়নে?
ভালবেসে দুঃখ পায়, মরম দহিয়া যায়,
তবু ভালবাসা চায় তারা জীবনে-মরণে।
ভালবাসার এমনি রীতি, ভালবেসে পায় না প্রীতি,
চায় না ফিরে প্রাণপতি সে যে চায় অন্য জনে,—
ভাসে ওরা অশ্রু-নীরে, শশী কেমন হাসে দূরে,
চায় না সে বারেক ফিরে, সে যে বাঁধা কমল-বনে॥

পারিষদগণ। বাঃ—বাঃ, অতি সুন্দর!

নিত্যানন্দ। অর্থাৎ অতি সুন্দরাতি সুন্দর—তস্য সুন্দর! যেহেতু ওতে একটা শ্লেষ আছে, আর বড় রকম একটা উপমা আছে। এ যার তার রচনা নয়, এ স্বয়ং নিত্যানন্দ রচনা করেছেন।

শশাঙ্ক। তাই না কি ঠাকুর? তবে গানটার একবার ব্যাখ্যা করুন!

নিত্যানন্দ। বেশ, তবে সমাহিত হ'য়ে শ্রবণ করুন। সুসভ্য পারিষদ মহোদয়গণ! আমার সঙ্গীত-ব্যাখ্যা শ্রবণ কর্‌বার জন্য সমাহিত

হোন্। নর্ত্তকীবৃন্দ! তোমরা সব সঙ্গীতের ভাব গ্রহণ-পূর্ব্বক মহারাজের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান কর। [নর্ত্তকীগণের তথাকরণ] আচ্ছা বেশ, আমার সঙ্গীতটী হ'চ্ছে, "প্রেমিক তারকাগুলি ঐ দেখ গগনে। শত অশ্রু ভেসে যায় কেন তাদের নয়নে?"

১ম পারিষদ। আচ্ছা পণ্ডিতজী, এই রাত্রিকালে আমরা গৃহমধ্যে রয়েছি, তারকাও দেখ্‌তে পাচ্চি না, গগনও দেখ্‌তে পাচ্চি না, তবে দৃশ্যমান বস্তুর নির্দ্দেশক "ঐ" শব্দের সার্থকতা কি রইলো?

নিত্যানন্দ। আহা-হা, এমন নইলে পারিষদের বুদ্ধি! স্থিরোভব, পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিচ্চি। "প্রেমিক তারকাগুলি ঐ দেখ গগনে" অর্থাৎ এই বিলাস-কক্ষ রূপ গগনে ঐ যে নর্ত্তকীরূপিণী প্রেমিক তারকাগুলি, "শত অশ্রু ভেসে যায় কেন তাদের নয়নে" অর্থাৎ ওদের নয়নে অশ্রু-বিন্দু দেখা দিয়েছে কেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হ'চ্চে! এই, তোরা ক্রন্দন কর্—ক্রন্দন কর্, নতুবা সঙ্গীতের ভাব নষ্ট হ'য়ে যাচ্চে।

নর্ত্তকীগণ। [ক্রন্দনের অভিনয় করিতে লাগিল]

শশাঙ্ক। একি পণ্ডিতজী, এরা সব চতুর্দ্দিকে রোদন কর্‌ছে কেন?

নিত্যানন্দ। আঃ, আপনি ওদের দিকে তাকাচ্চেন কেন? আপনি যে স্বয়ং শশাঙ্ক; আপনার ভালবাসা পাবার জন্য ওরা ব্যাকুলভাবে রোদন কর্‌চে। দেখ্‌চি, আপনি সব মাটী ক'রে দিলেন!

শশাঙ্ক। ওঃ—তা বল্‌তে হয়! এইবার বুঝতে পেরেছি; আচ্ছা, এইবার ব্যাখ্যা করুন।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। [অভিবাদন-পূর্ব্বক] মহারাজ! মালবরাজ আপনার অনুমতি অপেক্ষায় দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছেন।

শশাঙ্ক। কে—মালবরাজ বিজয়চন্দ্র ? সসম্মানে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা মহারাজ !

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। পণ্ডিতজী! আপনার সঙ্গীত ব্যাখ্যা পরে শ্রবণ কর্‌বো, উপস্থিত আমার একজন বন্ধু আগমন কর্‌ছেন, তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সকলেই প্রস্তুত হোন্ ; নর্ত্তকীগণকে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হ'য়ে সুসংযত হ'তে আদেশ করুন।

নিত্যানন্দ। নর্ত্তকীবৃন্দ! তোমরা এখন তারকা-মূর্ত্তি পরিহার-পূর্ব্বক গগনতল হ'তে অবতরণ করতঃ প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ ক'রে স্ব স্ব স্থানে আবির্ভূতা হও এবং রাজবন্ধুকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হও।

নর্ত্তকীগণ। [তথাকরণ]

বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।

পারিষদগণ। আসুন—আসুন—আসুন!

নিত্যানন্দ। স্বাগতম্—স্বাগতম্! ভো সখিবৃন্দ! সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'রে দাঁড়াও।

শশাঙ্ক। [দণ্ডায়মান হইয়া] এসো বন্ধু! বহুকাল পরে তোমার দর্শন পেলুম ; বেশ কুশলে আছ তো ? ব'সো ভাই ব'সো, আজ বড় আনন্দ হ'লো।

বিজয়চন্দ্র। তুমি বেশ কুশলে আছ শশাঙ্ক ? [উপবেশন করিলেন]

শশাঙ্ক। হাঁ ভাই, নারায়ণীর ইচ্ছায় একরূপ কেটে যাচ্ছে। তুমি আজ হঠাৎ কোথা হ'তে এলে ভাই ?

বিজয়। আমার শরীর বেশ সুস্থ হ'লেও মানসিক অবস্থা বড়ই

শোচনীয়। সে অনেক কথা, পরে বল্‌বো এখন! উপস্থিত একটু নাচ-গান চলুক না ভাই! বাঃ, তোমার নর্ত্তকীরা বেশ সুন্দরী দেখ্‌ছি, ঠিক যেন এক একটি প্রেমের ফোয়ারা। বলিহারী ভাই তোমার পছন্দ!

শশাঙ্ক। এ সব আমি তত বুঝিনে, এ সব আমার পণ্ডিতজীর সৃষ্টি!

বিজয়। তাই না কি? পণ্ডিতজী, তবে প্রণাম হই; দয়া ক'রে একটু আদেশ দিয়ে দিন, জমাটী আনন্দটা উপভোগ করা যাক্।

নিত্যানন্দ। বেশ তো, আপনাদের জন্যই তো সৃষ্টি করেছি। প্রকৃত রসজ্ঞ পাই নে, এই আমার দুঃখ। বৎসে! মালবরাজ যখন তোমাদের ফোয়ারা ব'লে বর্ণনা করেছেন, তখন তোমরা তারকা-মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক ফোয়ারা-মূর্ত্তি ধারণ করতঃ মালবরাজকে প্রেম-তরঙ্গে ভাসিয়ে দাও—ভাসিয়ে দাও—ভাসিয়ে দাও!

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আমরা সব প্রেমের ফোয়ারা।
ছিটে ফোঁটা লাগ্‌লে গায়ে পুরুষেরা হয় ভেড়া॥
হাসি যদি প্রাণটা খুলে, তাকাই যদি বদন তুলে,
য'য় গো তারা আপন ভুলে হ'য়ে যায় দিশেহারা।
ফোয়ারার জল পড়্‌লে পেটে, আহার-নিদ্রা যায় গো ছুটে,
শেষে চরণ তলে পড়ে লুটে, ডাক্‌লে পরে দেয় না সাড়া॥

বিজয়। বাঃ—বাঃ, অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!

নিত্যানন্দ। যাও—তোমরা ফোয়ারা মূর্ত্তি সম্বরণপূর্ব্বক স্ব মূর্ত্তিতে বিশ্রাম করগে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

শশাঙ্ক। তার পর মালবরাজ! আজ কোথা থেকে আসচ, সে কথার তো উত্তর দিলে না?

বিজয়। ভাই! সে অনেক দুঃখের কথা; উপস্থিত গুরুদেবের আশ্রম থেকে আসচি।

শশাঙ্ক। শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ বেশ সুস্থ আছেন?

বিজয়। তিনি শারীরিক বেশ সুস্থ আছেন বটে, কিন্তু তাঁর চিত্তবৃত্তি বড়ই উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। দেশে যে দুর্দ্দিন এসেছে, তাতে তাঁর মত স্বদেশপ্রাণ মহাত্মার প্রাণে আঘাত পাবারই কথা।

শশাঙ্ক। কেন, দেশ তো এখন বেশ শান্তিতে রয়েছে—হিন্দুধর্ম্ম সগর্ব্বে উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিজয়। ঠিক বন্ধু, সে উন্নত শিরে যে বজ্রাঘাত পড়েচে!

শশাঙ্ক। সে কি ঠিক, আমি তো কিছু জানিনি!

বিজয়। শোন ভাই! বড় দুঃখের কথা। কনোজ-রাজমহিষী রাজ্যশ্রী ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধপরিকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আবার কুটিল-বুদ্ধিপরায়ণ ভিক্ষু দিবাকরকে গুরুত্বে বরণ করেছেন। বন্ধু! তুমি গৌড়ের অধিপতি—হিন্দুধর্ম্মের প্রধান স্তম্ভ; তাই সেই দাম্ভিকা রাজ্যশ্রী এক মহোৎসবে তোমার নিষ্কলঙ্ক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে পদাঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে, সাধারণ মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। উঃ—এ অপমানে সমগ্র হিন্দুজাতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গুরুদেবের চিত্তবৃত্তি তাই এত উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। বন্ধু! বন্ধু! এর চেয়ে আর কি দুর্দ্দিন আসতে পারে?

শশাঙ্ক। মালবরাজ! তুমি আমায় কি বলছো? এর যে আমি বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানিনে। আমার চির-পূজ্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপর দিয়ে এমনভাবে একটা প্রচণ্ড বাত্যা প্রবাহিত হ'চ্ছে, হিন্দুধর্ম্মের

পবিত্র মস্তকে এমন ভাবে একটা যথেচ্ছাচার তাণ্ডব নৃত্য ক'রে বেড়াচ্চে, আর আমি কোন সংবাদই রাখিনে! আমি বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যাচ্চি। না—না, এমন অমানুষিক নির্ম্মমতা, এমন পাশবিক হৃদয়হীনতা আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হ'চ্চে না। বন্ধু মালবরাজ! সবিশেষ ঘটনা আমায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দাও।

বিজয়। সে অতি জটিল সমস্যা! আমি গোপনে আলোচনা কর্‌তে চাই।

শশাঙ্ক। উত্তম; তবে বিশ্রামকক্ষে চল। সভাসদগণ! প্রিয় পণ্ডিতজী! আজকের মত আমায় বিদায় দিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

জনৈক সভাসদ। কি রকম বুঝ্‌লেন পণ্ডিতজী?

নিত্যানন্দ। ছুট বাদ দিলে কিছুই থাক্‌বে না বাবা!

১ম সভাসদ। সে কি রকম পণ্ডিতজী?

নিত্যানন্দ। সে রকমটা হ'চ্চে এই—যেখানে অযাচিত প্রেমের ঢেউ খেল্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, সেখানে ষোল আনার জায়গায় সতের আনা ছুট বাদ দেবে; দেখ্‌বে সে সব ঢেউ ফেউ কোথায় শুকিয়ে গিয়ে একটা স্বার্থের তপ্ত মরুভূমি দেখা দিয়েছে। যাক্, এখন চল, মোটের উপর গতিকটা ভাল বুঝ্‌চি না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—উপত্যকা।

বেগে কমলিনীর প্রবেশ।

কমলিনী। ওঃ—ওঃ—আর ছুট্‌তে পারিনে; ঐ—ঐ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হ'তে কামাতুর কাপালিক নেমে আস্‌ছে। ওগো! কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর। এঁ্যা—এঁ্যা! এই উন্মুক্ত প্রান্তরে কেউ তো নেই! তবে কি আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা হবে না? [নতজানু হইয়া করযোড়ে] মা! মা! সতীকুলরাণী! আদ্যাশক্তি! তুমি ভিন্ন যে আমার আর কেউ নেই মা!

বেগে খড়্গহস্তে কাপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক। কোথায় পালাবি কমলিনী? এই দেখ্, ছায়ার মত আমি তোর পশ্চাতে উপস্থিত হয়েছি। কমলিনী! ধন্য তোর দুঃসাহস যে, আমার সতর্ক চঞ্চল-চক্ষুর মধ্য দিয়ে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিস্। আরে অজ্ঞান বালিকে! তুই জানিস্ নে যে, মহাশক্তির উপাসক কাপালিকের এক একটী ভ্রূকম্পে এক একটী মহাপ্রলয় ঘট্‌তে পারে। আয়—এখনও বল্‌ছি, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চ'লে আয়।

কমলিনী। পাপিষ্ঠ! দূর হ'য়ে যাও। এতদিন তোমায় ভক্তির চক্ষে দেখ্‌তুম, আমার প্রতিপালক ব'লে কৃতজ্ঞতার চন্দনে তোমার ঐ চরণ পূজা কর্‌তুম, কিন্তু আজ তোমার দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে তোমার পাপ আশ্রম ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি। আমার প্রাণ থাক্‌তে

আর আমি সেখানে যাবো না। সত্যই যদি তোমার এক একটী ভ্রূকম্পে এক একটী মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়, তবে হে আমার হিতৈষী প্রতিপালক! দয়া ক'রে সে প্রলয় ঘটিয়ে দাও, আমি সেই প্রলয়ের মধ্যে লুপ্ত হ'য়ে যাই।

কাপালিক। কি! কি! এতদূর স্পর্দ্ধা! উপহাস! আরে আরে দুর্ব্বিনীতে! তোর কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ কর্! [কাটিতে উদ্যত] না—না, এ আমি কি কর্‌তে যাচ্ছি! ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে আমার উদ্দেশ্যের রেখা হ'তে বহু দূরে চ'লে যাচ্ছি। কমলিনী! কমলিনী!

কমলিনী। আমি শুন্‌তে পাচ্ছি।

কাপালিক। এখনও আমার উপদেশ শোনো। যদি মহামায়ার অনুগ্রহ লাভ কর্‌তে চাও, তবে আমার সঙ্কল্পে বাধা দিও না। বহু কষ্টে তোমাকে মানুষ করেছি, সেই পঞ্চম বর্ষের বালিকা এখন তুমি চতুর্দ্দশ বর্ষে উপনীত হয়েছ। তোমার আগুঋতুর পবিত্র শোণিতে আমার মহাব্রত উদ্‌যাপিত হবে। তাই সেই শুভ দিন সমুপস্থিত, আশ্রমে সর্ব্ববিধ উপচার সংগৃহীত হয়েছে। ফিরে চল কমলিনী! আমি হিতৈষী প্রতিপালক, আমার কার্য্যে বাধা দেওয়া মহাপাপ।

কমলিনী। প্রয়োজন হ'লে প্রতিপালকের জীবনরক্ষার জন্য স্বহস্তে তার প্রতিপালিত দেহের মাংস কেটে উৎসর্গ ক'রে দিতে পারি, কিন্তু তা ব'লে তার পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য নারীর অমূল্য রত্ন সতীত্ব উৎসর্গ কর্‌তে পারিনে। আমার নারীত্ব, আমার সতীত্ব আমার জন্মগত—নিজস্ব; তাতে প্রতিপালকের কোন অধিকার নেই।

কাপালিক। কি আশ্চর্য্য! কমলিনী! তুমি এত কঠোর হ'লে কি ক'রে? আমি তোমার বাল্যের সেই ধবল-কমল-বিনিন্দিত

সুকোমল বৃত্তিচয় নিরীক্ষণ ক'রে তোমার কমলিনী নামকরণ ক'রে ছিলাম, কিন্তু এখন দেখ্‌চি তুমি পাষাণী।

কমলিনী। তার চেয়েও যদি কিছু কঠোর থাকে, তবে আমি তাই।

কপালিক। আমি অনুরোধ কর্‌চি কমলিনী, তুমি এ কঠোরতা পরিত্যাগ কর।

কামিনী। আমিও কাতর প্রার্থনা কর্‌ছি, হে শক্তিমান সাধক! আত্মসম্বরণ কর। ও পৈশাচিক সংকল্পের যবনিকা ছিন্ন ক'রে ফেলে দাও; জ্ঞান-সম্মার্জ্জনীর দ্বারা হৃদয়-ক্ষেত্র পবিত্র ক'রে, হে আমার প্রতি-পালক! আমায় কন্যা ব'লে বক্ষে তুলে নিন্, আমার চক্ষে আনন্দের শত ধারা ব'য়ে যাক্—পিতৃত্বের সংস্পর্শে আমার দেহে রোমাঞ্চ ঠেলে উঠুক, জন্মদুঃখিনী অনাথিনী কন্যার বদনে প্রীতির জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হোক্।

কাপালিক। অসম্ভব কমলিনী! কাপালিকের হৃদয় এত কোমল নয় যে, তোমার অসম্বন্ধ প্রলাপে ব্যথিত হবে। সে অত বালক নয় যে, একটা কাল্পনিক সম্বন্ধ শ্রবণ ক'রে সঙ্কল্পচ্যুত হবে। তুমি আমার আরব্ধ মহাব্রতের চির-সঞ্চিত প্রধান উপচার, তোমাকে আমি প্রাণ থাক্‌তে পরিত্যাগ করতে পারি না। তোমাকে শেষ কথা বল্‌ছি, এখনও তুমি আমার অনুসরণ কর।

কমলিনী। মা! মা! বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী! তোমার এই পবিত্র উপত্যকার এ কি বীভৎস নারকীয় ছবির সৃষ্টি কর্‌ছো মা! এতক্ষণ হৃদয়ে যে বলটুকু দিয়েছিলে, তার দ্বারাই এই দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডকে ক্ষণকাল প্রতিনিবৃত্ত ক'রে রেখেছিলুম। মা! মা! আর যে পারিনে; তবে কি আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা হবে না? তবে কি এই মুহূর্ত্তে আমার

জীবনের কৌস্তুভ-রত্ন পশুবলের করায়ত্ত হবে? মাগো! আর যে কেউ নেই! [বদনে করাচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন]

কাপালিক। কমলিনী! বৃথা রোদন ক'রে কোন ফল হবে না। তন্ত্রমতে তোমার মত সুলক্ষণা নারী জগতে দুর্লভ, তাই আমার এত আকিঞ্চন। কোন চিন্তা নেই—কোন ভয় নেই; মহামায়ার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লে সকল ভীতি দূরীভূত হবে। আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি কমলিনী, আমি তোমাকে আমার প্রধানা ভৈরবী ক'রে রাখ্‌বো। এস, আমার অনুসরণ কর।

কমলিনী। আমি যাবো না।

কাপালিক। যাবে না? তবে রে দুর্ব্বৃত্তে! তোকে বন্ধন ক'রে নিয়ে যাবো। জগতে এমন শক্তিমান কে আছে যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়! [কমলিনীকে বন্ধন করিতে লাগিলেন]

কমলিনী। পশু! পশু! আমাকে ছেড়ে দে,—তোর পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দে। মা করুণাময়ী! তোমার অনন্ত করুণা বিরাজ কর্‌ছে, তা থেকে এই অনাথা কন্যাকে এক কণা দান কর মা!

কাপালিক। বাস্! এইবার ভালমানুষটীর মত আস্তে আস্তে চ'লে আয়। কমলিনী! যখন তুই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছিস, তখন তোকে আমার হস্তে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে। এখন বিশ্বাস হ'লো তো? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা দেয়, জগতে এমন কেউ নেই।

বেগে ধনুর্ব্বাণহস্তে হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ।

হর্ষবর্দ্ধন। মিথ্যা কথা কাপালিক, মিথ্যা কথা! পশুবলকে বিধ্বস্ত কর্‌বার জন্য, জগতে ধর্ম্মবল সততই জাগ্রত থাকে; নইলে সামঞ্জস্য থাক্‌বে কেন—নইলে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের রহস্য প্রকটিত হবে কেন?

কমলিনী। জয় বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী, জয় মা সতীকুলরাণী, জয় সতীত্বের জয়!

কাপালিক। আরে আরে প্রগল্‌ভা নারী! স্থির হ। কার সাধ্য, তক্ষকের বিরাট কবল হ'তে ক্ষুদ্র ভেকশিশুকে রক্ষা করে! ও সামান্য বাধায় বেগবান মহানদ কিছুমাত্র বিচঞ্চল হবে না। রে অপরিণামদর্শী যুবক! কে তুই? আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'য়ে যা।

হর্ষবর্দ্ধন। আমার পরিচয় বড় বৈচিত্র্যময়। থানেশ্বরের মহারাজ পরম বৌদ্ধ স্বর্গীয় প্রভাকর বর্দ্ধন আমার পিতৃদেব; বর্ত্তমান মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর; আমার নাম হর্ষবর্দ্ধন। আমি অলসতাপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ব'লে পিতা আমাকে নির্ব্বাসিত ক'রে গেছেন। এখন ভারতের পর্ব্বত অরণ্য আমার বাসস্থান, মৃগয়া আমার উপজীবিকা; দুষ্টের দমন আমার ধর্ম্ম, ভণ্ড কাপালিকের উচ্ছেদসাধন আমার ইষ্ট মন্ত্র।

কাপালিক। সাবধান যুবক! আমি তোমায় ভদ্রভাবে নিষেধ ক'রে দিচ্ছি, আমার গন্তব্য পথে বাধা দিও না।

হর্ষবর্দ্ধন। কাপালিক! আমার ইষ্ট মন্ত্র পরিত্যাগ করতে উপদেশ দেওয়া কোন্ দেশীয় ভদ্রতা? আমি জানি এবং অন্তরাল হ'তে সমস্তই শুনেছি, আপনি এ নারী-রত্নের মোহ কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারবেন না। কিন্তু ঈশ্বরের তা অভিপ্রেত নয়, নতুবা একটা মৃগের অনুসরণ ক'রে এখানে এসে পড়্‌বো কেন?

কাপালিক। নিতান্তই আজ তোকে কৃতান্ত স্মরণ করেছে, তাই তুই এখানে এসে পড়েছিস্। এমন অর্ব্বাচীণ না হ'লে পিতা তোকে নির্ব্বাসিত করে!

হর্ষবর্দ্ধন। সাবধান কাপালিক! এই মুহূর্ত্তে বন্ধনমুক্ত ক'রে

দাও, নতুবা এই সুতীক্ষ্ণ তরবারি তোমার উষ্ণ শোণিতে রঞ্জিত হবে ।

কাপালিক । তবে রে উদ্ধত যুবক ! [হর্ষবর্দ্ধনকে আক্রমণ ও কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর কাপালিকের পতন এবং তাহার বক্ষে হর্ষবর্দ্ধনের উপবেশন]

হর্ষবর্দ্ধন । নাও কাপালিক ! অনাথা বালিকার সর্ত্তাপীড়নের প্রতিফল গ্রহণ কর । [অস্ত্রাঘাতোদ্যত]

কমলিনী । [করযোড়ে] হে অপরিচিত মহাপুরুষ ! দয়া ক'রে আমার প্রতিপালকের জীবন দান করুন ।

হর্ষবর্দ্ধন । সে কি বালা ! যাকে তুমি প্রতিপালক বল্‌ছো, সে যে মহা শত্রু ; এ কেবল তোমার শত্রু নয়, দশের শত্রু—দেশের শত্রু—ধর্ম্মের শত্রু । আমি যুদ্ধ ক'রে সেই শত্রুকে জয় করেছি । তুমি জান না বালা ! শত্রুকে মুক্তি দেওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ—নীতি-বিরুদ্ধ ।

কমলিনী । অবশ্য তা আমি জানি ; কিন্তু রাজকুমার, আপনি চিন্তা ক'রে দেখুন, এখনও আপনি শত্রুকে জয় কর্‌তে পারেন নি ।

হর্ষবর্দ্ধন । সে কি উন্মাদিনী নারী ! স'রে যাও । ঐ দূরে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষনয়নে দেখ, এর উষ্ণ শোণিতে বিন্ধ্যগিরির পবিত্র উপত্যকা রঞ্জিত ক'রে দিই ; তার পর জয়-পরাজয় প্রমাণিত হবে । কাপালিক ! প্রস্তুত হও । [হত্যা করিতে উদ্যত] আচ্ছা নারী ! বল তো, এখনও কেন একে অপরাজিত বল্‌ছো ?

কমলিনী । দেহ কারও শত্রু মিত্র নয় ; দেহ তো প্রবৃত্তির দাস । আমার বিশ্বাস, কাপালিকের প্রবৃত্তিকে আপনি এখনও জয় কর্‌তে পারেন নি, সুতরাং ওর নশ্বর দেহ ধ্বংস ক'রে প্রবৃত্তিকে জয় কর্‌বার সুযোগ নষ্ট কর্‌ছেন । রাজকুমার ! আপনি বীর । আমার অনুরোধ,

দাস-দেহকে পরিত্যাগ ক'রে বীরের মত ঐ দেহের প্রভু-প্রবৃত্তিকে জয় ক'রে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন।

হর্ষবর্দ্ধন। [ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া] আচ্ছা, এ সুন্দর যুক্তি কাপালিক! তুমি মুক্ত। [কাপালিক দণ্ডায়মান হ'লেন] দেখ কাপালিক! তুমি যাকে ধর্ম্মচ্যুত করতে যাচ্ছিলে, যার সর্ব্বনাশসাধন তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সে দেবতার মত তোমাকে মার্জ্জনা করলেন। আশা করি. এই অপার্থিব মহত্ত্বে, এই ক্ষমারূপিনী মন্দাকিনীর পবিত্র বারিধারায় তোমার পাশবিক প্রবৃত্তি দেবত্বে পরিণত হোক্।

কাপালিক। মূর্খ! কাপালিকের হৃদয় এত দুর্ব্বল নয় যে তোর সামান্য মাত্র উপদেশে সে তার আবাল্য অভ্যস্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করবে! জেনে রাখিস, আজ হ'তে তোরা আমার পরম শত্রু; তোদের অনিষ্টসাধন আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'লো।

[প্রস্থান।

হর্ষবর্দ্ধন। আরে—আরে মূর্খ! [গমনোদ্যত]

কমলিনী। [বাধা দিয়া] ছিঃ—রাজকুমার! সামান্য আঘাতে মহাসমুদ্র কোথায় বিচঞ্চল হ'য়ে থাকে? ভেকের তিরস্কারে মহাভুজঙ্গ কোথায় গর্জ্জন ক'রে ওঠে? কাপালিকের জন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না; পাপীর কোন শক্তি নেই. ধার্ম্মিকের ছায়াস্পর্শ করে। আজ আপনি মহত্ত্বের যে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ওর চোখের সামনে ধরেছেন, তাতে ও মুখে যাই বলুক, ওর মসীময়ী প্রবৃত্তি ঝলসে গেছে; তার ফল একদিন না একদিন দেখতে পাবেন।

হর্ষবর্দ্ধন। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, এক দেববালার দর্শনলাভ করেছি। বল দেবী! যদি তোমার কোন বাধা না থাকে, তবে তোমার পরিচয় প্রদান ক'রে আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর

কমলিনী। রাজকুমার! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমার পরিচয় আমি কিছুই জানিনে। আমি কোন্ জাতি, হিন্দু কি বৌদ্ধ, কে আমার পিতা, কে আমার মাতা, কোথায় আমার বাসস্থান, কিছু মাত্র আমি জানি না।

হর্ষবর্দ্ধন। বড়ই আশ্চর্য্য! আচ্ছা, এ জগতে কেউ তোমার পরিচয় জানে?

কমলিনী। জানে একমাত্র ঐ কাপালিক; জ্ঞান হ'য়ে দেখ্ছি, কাপালিকের আশ্রমে আমার বসবাস।

হর্ষবর্দ্ধন। ঈশ্বর। তুমিই ধন্য।

কমলিনী। এ ধন্যবাদের কারণ কি রাজকুমার?

হর্ষবর্দ্ধন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কাপালিকের জীবন রক্ষা হয়েছে। তা না হ'লে আজ জগতের বুক হ'তে তোমার মত এক দেবী-প্রতিমার পরিচয় লুপ্ত হ'তো।

কমলিনী। আমি বনফুল। আপনি ফুটেছি, আবার আপনি ঝ'রে যাবো। আমার পরিচয়ের প্রয়োজন কি?

হর্ষবর্দ্ধন। আচ্ছা; ও কথা এখন থাক্। তুমি এখন কোথা যেতে চাও বল, আমি রেখে আস্ছি।

কমলিনী। আমার অন্য কোথাও স্থান নেই। আপনি দয়া ক'রে যেখানে আমায় রাখ্বেন, আমি সেই স্থানেই যেতে প্রস্তুত আছি।

হর্ষবর্দ্ধন। উত্তম, তবে এসো। হাঁ, তোমাকে কি ব'লে ডাক্বো?

কমলিনী। আপনার যা ইচ্ছা।

হর্ষবর্দ্ধন। বেশ, আজ থেকে আমি তোমাকে বনফুল ব'লেই ডাক্বো। আহা! দূরে কতকগুলি লোক মধুরকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে এদিকে আস্ছে। জান বনফুল! ওরা কে?

কমলিনী। জানি; ওঁরা বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ মহোদয়ের শিষ্যবর্গ; তন্ত্র-মন্ত্র প্রচারকার্য্যে ওঁরা বহির্গত হয়েছেন। প্রত্যহ এমনই সময়ে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে গমন ক'রে থাকেন; ওঁদের সঙ্গীতের ভাব বড়ই মধুর।

হর্ষবর্দ্ধন। বটে! তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; আমি ওঁদের মধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর সুশীতল ক'রে নি।

গীতকণ্ঠে শিষ্য ও শিষ্যাগণের প্রবেশ।

গীত।

শিষ্যগণ।—পাতাল ভেদিয়া আকাশে উঠুক্
তন্ত্র-মন্ত্রের গভীর স্বর।
শিষ্যাগণ।—জাগিয়া উঠুক অলস ভারত,
ব্যাপিয়া উঠুক্ হৃদয় তার॥
শিষ্যগণ।—ছুটুক্ বিজলী ভারত ব্যাপিয়া,
ছুটিয়া যাউক্ অন্ধকার।
শিষ্যাগণ।—বিরস বদন সরস হউক,
দূরে যাক্ সব হাহাকার॥
শিষ্যগণ।—বারিধি মাঝারে যাউক ছুটিয়া,
শক্তি-মন্ত্র করিয়া সার।
শিষ্যগণ।—আহরি আনুক্ রতন নিচয়,
গাঁথিয়া রাখুক্ মাতৃহার॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

হর্ষবর্দ্ধন। বনফুল! এ আমি কি শুনলুম! এ আমার সংশয়-নিরুদ্ধ হৃদয়ক্ষেত্রে মীমাংসার ধ্বজা তুলে দিয়েছ! আজ থেকে আমি

শক্তি মন্ত্রের উপাসক হবো। এস বনফুল! কাপালিকের সন্ধান করতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান-বাটিকা

চিন্তামগ্ন রাজা শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক। বেশ চিন্তা ক'রে দেখ্‌লে, বন্ধু মালবরাজের কথায় আমার এ যুদ্ধে যোগ দেওয়াই উচিত। উদ্ধতা রাজ্যশ্রীর দর্পচূর্ণ না করলে নারী-সমাজে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত আমি একটী অঙ্গুলিও উত্তোলন করিনি, কিন্তু আর আমি নীরবে থাক্‌বো না। আর এক দিক দিয়ে দেখ্‌লে সুখই মানবজীবনের কার্য্যারম্ভ; সেই সুখের কারণ ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি। কনোজ রাজ্য হস্তগত হ'লে, আমি বিপুল বৈভবের অধীশ্বর হবো। তবে এ সুখের আশা ত্যাগ করি কেন? কিন্তু—

গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ।

বিবেক।—

গীত।

সুখের আশা করছো যেটা যেন সেটা কল্পনা।
পরমার্থে ছেড়ে দিয়ে অনর্থে মন মজিও না॥

শশাঙ্ক। তাই তো, এ আমি কি কর্‌তে যাচ্ছি! সচ্চিদানন্দকে ছেড়ে দিয়ে কল্পিত আনন্দের পিছু পিছু ছুট্‌তে যাচ্ছি। আর কনোজ রাজ্য যে নিশ্চিতই আমার হস্তগত হবে, তারই বা প্রমাণ কি?

গীতকণ্ঠে আশা-কুহকিনীর প্রবেশ।

আশা-কুহকিনী।—

গীত।

আশাতে লোক বেঁচে থাকে আশা তুমি ছেড়ো না।
নিরাশা-তুফানে প'ড়ে কে পেয়েছে বল সান্ত্বনা?

শশাঙ্ক। না, রাজ্যলাভের আশা কিছুতেই ছাড়্‌তে পারিনে।

বিবেক।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বিষয়-মদে মত্ত হ'লে তোকে করতে হবে আনাগোনা।
নেশার ঘোরে ছুট্‌বি কেন, শূন্য দেখ্‌বি ভুবনখানা॥

শশাঙ্ক। দূর ছাই, ও আর কাজ নেই—মালবরাজকে বিদায় দিই।

আশা-কুহকিনী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

যদি জগৎপূজ্য হ'তে চাও যোগাড় কর সোনা-দানা।
বিষয়-বৈভবহারা যারা, ভোগ ক'রে তারা লাঞ্ছনা॥

শশাঙ্ক। সংসারে থাক্‌তে হ'লে রাজ্য চাই—আধিপত্য চাই—সব চাই।

বিবেক।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

অনিত্য সংসার এটা নয়কো তোর চির-আস্তানা।
আশা-রজ্জুর ফাঁদে প'ড়ে যেন হারাসনে তোর ঠিকানা॥

মাতৃগর্ভে ছিলি যখন পেয়েছিস্ কত যাতনা ।
যাস্‌নে ভুলে সে সব কথা সজল আঁখির প্রার্থনা ॥

[প্রস্থান ।

আশা-কুহকিনী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

ও সব কথার নাইকো প্রমাণ কেবল শাস্ত্রকারের কল্পনা ।
ভোগের তরে আসা হেথা মিটিয়ে নে সব ভোগ-বাসনা ॥

[প্রস্থান ।

শশাঙ্ক। না, আর আমি ভাব্‌বো না। ভোগের জন্যই পৃথিবীতে এসেছি; ভোগের মাত্রা যাতে ষোল কলা পূর্ণ হয়, তার জন্য বিধিমত চেষ্টা কর্‌বো। কিন্তু আর একটা সংশয় আমার হৃদয়মধ্যে সজোরে ধাক্কা দিচ্চে: তাই তো—

অপর্ণা ও নিত্যানন্দের প্রবেশ।

অপর্ণা। মহারাজ! নির্জ্জনে ব'সে চিন্তা ক'রে কি ঠিক কর্‌লেন?

শশাঙ্ক। যুদ্ধ করাই স্থির কর্‌লুম অপর্ণা! কিন্তু একটা সংশয় উপস্থিত হ'চ্চে।

অপর্ণা। হৃদয়ে সংশয় পুষে রাখা, ওটা তো আপনার চির-অভ্যস্ত; যাক্, এখন বলুন দেখি শুনি, আপনার সংশয়টা কি?

শশাঙ্ক। রাজ্যশ্রী অপরাধ করেছে, তাকে শাস্তি দেবার জন্য কনোজ যাত্রা কর্‌ছি; কিন্তু এতে নিরীহ গ্রহবর্ম্মার সম্পূর্ণ বিপদ হবে, এমন কি তার মৃত্যুও হ'তে পারে। তাই ভাব্‌ছি, মনটা বেশ পরিষ্কার হ'চ্চে না। বলুন পণ্ডিতজী! আপনার কি মত?

নিত্যানন্দ। মনসা চিন্তিতং কার্য্যং, মহারাজ, বচসা ন প্রকাশয়েৎ।

আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর পালা শেষ হোক্, তারপর আমি তো আছি। আমাদের মত বাজে মত, এর কোন বিশেষ মূল্য নেই।

অপর্ণা। দেখ্ছি, মহারাজ গ্রহবর্ম্মার জন্য ভেবে অস্থির হ'য়ে পড়েছেন।

শশাঙ্ক। না—না, একটা বিচার ক'রে দেখ্তে হবে তো?

অপর্ণা। ন্যায়বিচার কর্লে গ্রহবর্ম্মাই প্রধান দোষী। সে যদি বিষবল্লরী রাজ্যশ্রীকে আশ্রয় না দিত, তাকে যদি ভিক্ষু দিবাকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্তে অনুমতি না দিত, তবে কার সাহসে, কোন্ প্রভুত্বে সেই দাম্ভিকা নারী আমার স্বামীর মাথায় পদাঘাত কর্তে সমর্থ হ'তো?

শশাঙ্ক। ঠিক বলেছ অপর্ণা, সে কনোজ-রাজরাণী ব'লে তার এত স্পর্দ্ধা! সে ঐশ্বর্য্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ ক'রে আছে ব'লে তার এত অহঙ্কার!

অপর্ণা। রাজ্যশ্রী অচিরোদ্ভিন্নযৌবনা ষোড়ষবর্ষীয়া; এরই মধ্যে তার এত সাহস! সেই বিষধরী ভুজঙ্গিনী যদি অধিক দিন বেঁচে থাকে, তার উদ্গীর্ণ বিষে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ জ্ব'লে যাবে, হিন্দুধর্ম্মের পুণ্য কীর্ত্তি বিলুপ্ত হবে। মহারাজ! আমি নারী, আপনার দাসী, অধিক বল্বার আমার অধিকার নেই।

শশাঙ্ক। অপর্ণা! আমার নিকটে তোমার সকল অধিকার আছে। আমার ধর্ম্মে-কর্ম্মে, জীবনে-মরণে, বিপদে-সম্পদে, রণে-বনে তুমি আমার চির-সহচরী। বল প্রিয়তমে, তুমি কি চাও?

অপর্ণা। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমি যা চাইবো—আপনি দেবেন?

শশাঙ্ক। যদি সমর্থ হই, অবশ্যই দেবো।

অপর্ণা। তবে শুনুন। বাল্যকালে আমার প্রাণে একটা প্রবল

আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি ভারতসম্রাটের পত্নী হবো। আপনি বীর, শক্তিমান; আমার বিশ্বাস, আপনি আন্তরিক চেষ্টা কর্‌লে এক দিন আমার আশা পূর্ণ হ'তে পারে; আর এই যুদ্ধযাত্রাই সেই আশার সূত্রপাত।

শশাঙ্ক। অপর্ণা, এ যে অসম্ভব! এ যে আকাশ-কুসুম।

নিত্যানন্দ। তা বল্‌লে কি হবে! উনি যখন বল্‌ছেন, অন্ততঃ আধবেলার জন্যও ভারত-সম্রাট হ'তেই হবে। উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে, আর আপনি এই কাজটুকু কর্‌তে পার্‌বেন না?

অপর্ণা। পণ্ডিতজী! আপনি কি গৌড়েশ্বরের ভারত-সম্রাট হওয়া একবারেই অসম্ভব মনে করেন?

নিত্যানন্দ। তা একবারে না হোক্, কতকটা মনে হয় বৈ কি!

অপর্ণা। সাবধান বাচাল ব্রাহ্মণ! জান, আমি কে?

নিত্যানন্দ। আপনি গৌড়ের অধিপতি রাজা শশাঙ্কের ধর্ম্মপত্নী; আপনাকে প্রত্যহ দেখ্‌ছি, আর আপনাকে জান্‌বো না? আপনাকে উত্তম মধ্যম জানি।

অপর্ণা। ব্রাহ্মণ! আমি বহু দিন থেকে জানি, তুমি আমার সাধু উদ্দেশ্যের একমাত্র হন্তারক। তোমার ভীরুতা, তোমার দৌর্ব্বল্য আমার পক্ষে একেবারে অসহনীয়। আমি সমগ্র ভারতের কল্যাণে দিবারাত্র আত্মহারা হ'য়ে ছুটছি; আর তুমি ব্যাঙ্গোক্তির দ্বারা প্রতি-নিয়ত আমাকে বাধা দিচ্চ। মহারাজের অনুরোধে এতদিন নীরবে সহ্য করেছি, আজ তোমার সমুচিৎ শাস্তিবিধান কর্‌বো।

নিত্যানন্দ। কি শাস্তি দেবেন?

অপর্ণা। এই মুহূর্ত্তে তোমাকে রাজ-সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে হবে।

নিত্যানন্দ। বলি, ভারত-সম্রাজ্ঞীর কি এতখানি ক্রোধ করা উচিত?

অপর্ণা। কি—এতদূর স্পর্দ্ধা? আমাকে সম্রাজ্ঞী ব'লে উপহাস করা হ'চ্চে! ব্রাহ্মণ! স্বেচ্ছায় যদি শাস্তি গ্রহণ না কর, তা হ'লে বল প্রয়োগে শাস্তিগ্রহণে বাধ্য করাবো।

নিত্যানন্দ। অর্থাৎ আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। উত্তম প্রস্তাব; এতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। [প্রস্থানোদ্যত]

শশাঙ্ক। পণ্ডিতজী! একটু অপেক্ষা করুন;

নিত্যানন্দ। না রাজা! মনে করেছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌বো, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, গলাটায় বেজায় বেদনা, ও ধাক্কা-ফাক্কা সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না।

শশাঙ্ক। অপর্ণা! আর একটীবার ব্রাহ্মণকে ক্ষমা কর।

অপর্ণা। আপনি আমার দেবতা; আপনার আদেশ অবহেলা করি, সে স্পর্দ্ধা রাখি না। ব্রাহ্মণ! আমি এই শেষ বার ক্ষমা কর্‌লুম।

নিত্যানন্দ। যে প্রার্থী, তাকে প্রদান কর্‌বেন। সত্য গোপন ক'রে এখানে থাকা আমার পোষাবে না। আমি চল্লুম, হাঁ—যাবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্যের অনুরোধে একটা কথা ব'লে যাই। কনোজ যাত্রার পূর্ব্বে মালবরাজের কথার ছুট বাদ দিয়ে যাবেন; দেখ্‌বেন, যেমন ছুট বাদ দেওয়া, অমনি স্থির হওয়া।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। তাই তো!

অপর্ণা। একটা তণ্ডুলভোজী ব্রাহ্মণের কথায় আপনি যে বিমর্ষ হ'য়ে পড়লেন।

শশাঙ্ক। না—না, তবে অনেক দিন রাজসংসারে ছিলেন; বেশ

সুরসিক ও পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাই ভাব্ছি। হাঁ অপর্ণা! তা হ'লে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করা যাক্?

অপর্ণা। নিশ্চয়ই, আর কালক্ষেপ করা কখনও উচিত নয়; আর দয়া ক'রে আমাকে আপনাদের সঙ্গিনী কর্তে হবে।

শশাঙ্ক। উত্তম, তাই হবে। ঐ যে মালবরাজ কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে এদিকে আস্ছেন। দেখ্ছি, আমার বন্ধু বড়ই অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েছেন।

অপর্ণা। হবারই তো কথা; সকলে তো আপনার পণ্ডিতজীর মত হীনপ্রাণ কাপুরুষ নন্। যার শিরায় হিন্দুর বিন্দুমাত্র শোণিত প্রবাহিত হ'চ্চে, সে এই ধর্ম্মযুদ্ধে অবশ্যই যোগদান কর্বে।

সসৈন্য মালবরাজের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ শশাঙ্কের জয়! জয় মহারাজ গৌড়েশ্বরের জয়!

বিজয়চন্দ্র। বন্ধুবর! তোমার নিভৃত চিন্তার ফলাফল জান্বার জন্য আমি বড়ই অস্থির হ'য়ে উঠেছি; আর আমি পল মাত্র কালবিলম্ব কর্তে পার্বো না। হয় আমার সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান কর, না হয় আমাকে বিদায় দাও; আমি একাই কনোজ আক্রমণে যাত্রা কর্বো।

শশাঙ্ক। বন্ধু! স্থির হও; আমার প্রতি ক্রোধ পরিহার কর। বহু চিন্তার পর কনোজের ধ্বংসসাধনে আমি কৃতসংকল্প হয়েছি; কেবল তাই নয় বন্ধু! এই শক্তিময়ী বিদুষী গৌড়েশ্বরীর অলঙ্ঘনীয় যুক্তিতে ভারতের যাবতীয় অহিন্দু রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কর্বার সঙ্কল্প করেছি। তোমার ন্যায় অকপট বন্ধুর আন্তরিক সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়।

বিজয়চন্দ্র। উত্তম ; আমি কায়মনপ্রাণে জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণ কর্‌বো। আমি এ সাধু প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ কর্‌লুম। সৈন্যগণ! সানন্দে গৌড়েশ্বরের জয়ঘোষণা কর।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ গৌড়েশ্বরের জয়! জয় মহারাজ গৌড়েশ্বরের জয়।

বিষন্নবদনে মৃগাঙ্কের প্রবেশ।

শশাঙ্ক। ও কি! মৃগাঙ্ক অমন বিষন্নবদনে এখানে আস্‌ছে কেন? পণ্ডিতজী চ'লে গেছেন, সে সংবাদ বোধ হয় জান্‌তে পেরেছে।

অপর্ণা। ঐ যে অর্কফলাটী রেখেছিলেন, তার ফল এখন অনেক ভোগ কর্‌তে হবে।

শশাঙ্ক। মৃগাঙ্ক! তুমি এখন এখানে কি কর্‌তে এলে?

মৃগাঙ্ক।—

গীত।

বাবা, যাবে না কি তুমি সমরে?
বাধা দিতে এলুম ছুটে ব্যথা পেয়ে অন্তরে॥

শশাঙ্ক। [সহাস্যে] যুদ্ধ কর্‌তে যাবো, তাতে কি হয়েছে?

মৃগাঙ্ক।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ছাড় হিংসানীতি, ভজ গো শ্রীপতি, হবে গো সদ্গতি সত্বরে।
জয়ী হবে জোরে, সংসার-সমরে, পাবে না যাতনা জঠরে॥

শশাঙ্ক। বৎস! তুমি জান না, এ ধর্ম্ম-যুদ্ধ। দাম্ভিকা কনোজ-রাজমহিষীর দর্পচূর্ণ করাই এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

মৃগাঙ্ক।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কনোজ সরসীমাঝে সে যে ফুল্ল নলিনী—
তুলো না অকালে ভুলি পরকালে, নিবারি করযোড়ে,—
সে যে সৌরভের খনি গো—
তার নাহিক তুলনা, সুমিষ্ট সুষমা, প্রাণ মাতোয়ারা করে ॥

অপর্ণা। ছিঃ মৃগাঙ্ক! তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে এমন কাপুরুষ হ'লে কেন? এখন চল। [ক্রোড়ে লইয়া] মহারাজ! এখন বুঝ্‌লেন তো, পণ্ডিতজী আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রে গেছেন!

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। যাও বুদ্ধিমতী নারী, এখন কুমারকে নিয়ে স্থানান্তরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। বন্ধু! কি বুঝ্‌ছো?

বিজয়। আমি তো তোমার মত চিনির বাতাসা নই যে এক এক ফুঁয়ে উড়ে যাবো বা একবিন্দু জলে গ'লে যাবো!

শশাঙ্ক। তা তুমি যাই বল! মৃগাঙ্ক বালক হ'লেও তার কথাগুলি একবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ও কি! ও কি বন্ধু! শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ আস্‌ছেন নয়?

বিজয়। হাঁ—হাঁ, গুরুদেবই তো বটে! প্রলয়ের প্রাক্‌কালীন ঝড়ের মত রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রভু আমার ছুটে আস্‌ছেন। বন্ধু! বন্ধু! গুরুদেবকে সান্ত্বনা কর, নইলে আজ মহা অনর্থ ঘ'টে যাবে।

বেগে ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

শশাঙ্ক ও বিজয়। প্রভুর চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

ভৈরবানন্দ। তোমাদের ও প্রাণহীন শুষ্ক প্রণামে আমার কোন

প্রয়োজন নেই। আমি জান্তে এসেছি, তোমরা ধর্ম্মস্থাপনের জন্য যুদ্ধ কর্‌তে প্রস্তুত কি না ?

শশাঙ্ক ও বিজয়। আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েছি।

ভৈরবানন্দ। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শাঠ্য আমার কাছে স্থান পাবে না। সাবধান, তোমাদের প্রাণে যদি ধর্ম্মের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাক্‌তো, তা হ'লে এ ধর্ম্মগ্লানি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে না। প্রাণের চেয়ে ধর্ম্ম বড়, এ জ্ঞান যদি তোমাদের থাক্‌তো, তা হ'লে এতক্ষণ তোমরা উল্কার মত ছুটে যেতে—বজ্রের মত হুঙ্কার ক'রে উঠ্‌তে—বায়ুর মত ছড়িয়ে পড়্‌তে—স্রোতের মত ভাসিয়ে দিতে।

শশাঙ্ক ও বিজয়। গুরুদেব ! গুরুদেব ! ক্ষমা করুন। আপনি যা আদেশ কর্‌বেন, এই মুহূর্ত্তে আমরা তাই প্রতিপালন কর্‌বো।

ভৈরবানন্দ। কর্‌বে ? সত্য বল্‌ছো ?

শশাঙ্ক ও বিজয়। হাঁ গুরুদেব ! আপনার চরণস্পর্শ ক'রে শপথ কর্‌ছি।

ভৈরবানন্দ। উত্তম, তবে এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা কর। অতি সত্বর সৈন্যচালনা কর্‌তে হবে। আমি সংবাদ পেয়েছি, কনোজ-রাজমহিষী দাম্ভিকা রাজ্যশ্রী শীঘ্রই এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান কর্‌বে। সেই মহোৎ-সবে সমগ্র নগরবাসী, সমগ্র সৈন্যগণ দিবারাত্র অসার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধের নাম সঙ্কীর্ত্তনে আত্মহারা হ'য়ে পড়্‌বে, তোমরা সেই সুযোগে কনোজ আক্রমণ কর্‌বে। এই মুহূর্ত্তে সৈন্যগণকে আদেশ দাও ; তারা উচ্চকণ্ঠে বীরগাথা গাইতে গাইতে জল-স্থল আকাশ-পাতাল আলোড়িত কর্‌তে কর্‌তে কনোজের বুকে ছুটে যাক্। এখন আমি আসি,—শপথ যেন স্মরণ থাকে।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। গাও সৈন্যগণ! বীরের গাথা গাও, যাতে আমার দেহে জীবনীসঞ্চার হয়।

সৈন্যগণ।—

গীত।

অরাতি মথিতে ত্বরিতগতিতে চল সবে রণপ্রাঙ্গণে।
শাণিত কৃপাণ ধর ধনুর্ব্বাণ মাভৈ মাভৈ বল বদনে॥
আছ যে নিদ্রিত, হও সে জাগ্রত, ছুটে এস দেশ-আহ্বানে।
শত অরিমুণ্ড কর লণ্ডভণ্ড ছিন্ন কর খর কৃপাণে॥
শোণিত-সরিৎ বহিবে ত্বরিৎ কলকল ঘোর প্লাবনে।
ছিন্ন দেহ যত ভেসে যাবে শত উত্তপ্ত রুধির-তুফানে॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কনোজ রাজ-প্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ।

ভিক্ষু দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। পরম দয়াল ভগবান এত দিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লেন। কনোজ-রাজলক্ষ্মীকে যে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌তে পেরেছি, এর জন্য আজ পূর্ণানন্দ লাভ কর্‌লুম। ওহো, ভগবৎ-প্রেম কি সুমধুর! মায়ের ক্ষুদ্র হৃদয়-ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রেমের পূত স্রোতস্বিনী কেমন মৃদুমন্দ বিবেক-হিল্লোলে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্চে; তাতে হিংসার ঝঞ্ঝা নেই, অহঙ্কারের আবিলতা নেই, মাৎসর্য্যের কর্ণভেদী হুঙ্কার নেই। মা

আমার নিশ্চল, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, স্থির, ধীর, সৌম্যমূর্ত্তি। ঐ যে মা আমার ভক্তগণ-পরিবৃত হ'য়ে পরম কারুণিক ভগবানের গুণগান কর্‌তে কর্‌তে এইদিকে আস্‌ছেন। ধন্য দিবাকর, ধন্য তোর সৌভাগ্য! নয়ন সফল ক'রে নে, জন্ম সার্থক ক'রে নে।

গীতকণ্ঠে ভক্তগণ-পরিবৃত গৈরিকবসনা

রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

ভক্তগণ।—

গীত।

ভজ ভজ রে মনঃ প্রেমময়ং বুদ্ধং।
করুণামৃত পূরিতং দুরিত দীন দুঃখং॥
রাজকুলজাতং নিন্দিত পশুঘাতং বন্দিতাখিল বিশ্বং।
দীনহীনশরণং কাতরজন পালনং বারিত পাপসঙ্গং॥
পরিহিত রাজবেশং মুণ্ডিত শিরকেশং বঞ্চিত বিলাশলেশং।
বারিত কামসত্রং করধৃত ভিক্ষাপাত্রং পরদুঃখমোচন সজলনেত্রং॥

[রাজ্যশ্রী ভক্তগণ সহ গুরুদেবের চরণে প্রণত হইলেন।]

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

দিবাকর। মা! ভগবান তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন। প্রাণাধিক ভক্তগণ! তোমরা চিরদিনই এমনি ভাবেই ভগবন্নামে বিভোর হ'য়ে থেকো। তোমাদের এই ঐকান্তিক ভাব গুপ্ত বিশ্বমাঝে যেন ছড়িয়ে পড়ে। তোমাদের পবিত্র সংসর্গে, জরা-মরণ-জর্জ্জরিত জাগতিক প্রাণী-গণ যেন পরমা শান্তি লাভ করে।

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! আপনার আশীর্ব্বাদে আজ আমার মাস-ব্যাপী আরব্ধ ব্রত সমাপ্ত হ'লো। আপনি আমার নিকট গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন, আমি জ্ঞানহীনা, তাই আপনাকে স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা

প্রদান কর্‌তে গিয়েছিলাম ; আপনি সেই সমস্ত বহুমূল্য ধনরত্ন দরিদ্র-দিগকে দান কর্‌তে আদেশ করেছিলেন, আর মাসব্যাপী ভগবন্নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান কর্‌তে উপদেশ দিয়েছিলেন। গুরুদেব! আজ সেই অনুষ্ঠান পূর্ণতা লাভ করেছে।

দিবাকর। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি! মা রাজ্যশ্রী! তোমার অনুষ্ঠিত মহোৎসবের পূর্ণতাই আমার গুরুদক্ষিণা, আমি স্বাদরে গ্রহণ কর্‌লুম।

রাজ্যশ্রী। এখন আমার প্রতি কি আদেশ হয় বাবা?

দিবাকর। মা! পরম কারুণিক ভগবান বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত যাবতীয় উপদেশ তোমাকে প্রদান করেছি, তুমিও শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষালাভ করেছ ; এখন পরীক্ষা আবশ্যক। এই পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হ'তে পার, তবেই বুঝ্‌বো, তোমার শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা—তোমার দীক্ষা প্রকৃত দীক্ষা।

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! আমার ভয় কর্‌ছে।

দিবাকর। ভয় কি মা! পরীক্ষা ব্যতীত জগতের কোন বস্তুই উৎকর্ষতা লাভ কর্‌তে পারে না। যেমন নাবিকের পরীক্ষা প্রবল ঝঞ্ঝায়, সৈনিকের পরীক্ষা ভীষণ সমরে, তেমনি ধার্ম্মিকের পরীক্ষা সংসারের অমানুষিক অত্যাচারে। অত্যাচারে বুক পেতে সহ্য ক'রে যাবে, উৎপীড়নে ভ্রূক্ষেপ কর্‌বে না—কর্ত্তব্যে স্থির লক্ষ্য রাখ্‌বে। দেখ্‌বে—সাগরে শিলা ভেসে যাবে, বিষ অমৃতে পরিণত হবে।

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! গুরুদেব!

দিবাকর। কোন ভয় নেই মা! নির্ভয়ে কর্ত্তব্যে অগ্রসর হও। এখন আমি চল্লুম। তোমারই কল্যান কামনায় বিন্ধ্যাচলের নির্জ্জন গিরিগহ্বরে কিছুদিনের জন্য সমাধিস্থ হবো।

রাজ্যশ্রী। কবে আবার আপনার দর্শন পাবো?

দিবাকর। পরীক্ষা-সাগরের পরপারে, বিজয়-বৈজয়ন্তি পতাকা করে ধ'রে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাক্‌বো মা।

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। যাও ভক্তগণ! তোমরা শ্রমকাতর হয়েছ, বিশ্রাম করগে।

ভক্তগণ। জয় মা রাণী রাজ্যশ্রীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ বৌদ্ধ-দেবের জয়!

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। হৃদয়, কেন কেঁপে উঠ্‌ছো? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কেন শিথিল হ'য়ে পড়্‌চো? জান না মন, তোমার সম্মুখে এক বিরাট স্বেচ্ছাচার, ভীষণ পরীক্ষা-সমুদ্র গর্জ্জন কর্‌ছে! উঃ, কি তুফান! উঃ—কি ভীষণ জলকল্লোল! না—না, আমি বোধ হয় পার হ'তে পার্‌বো না। গুরু! গুরু! তুমি কোথায়?

গ্রহবর্ম্মার প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। প্রভু! প্রভু! গুরুদেব আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছেন!

গ্রহবর্ম্মা। তিনি কোথায় গেলেন প্রিয়তমে?

রাজ্যশ্রী। পরপারে—পরীক্ষা-সাগরের পরপারে! যদি উত্তীর্ণ হ'তে পারি, তবেই তাঁর দর্শন পাবো। হৃদয়-বল্লভ! আমার কি উপায় হবে?

গ্রহবর্ম্মা। প্রাণ-প্রতিমে! তোমার কোন ভয় নেই; আমি তোমাকে বুকে ক'রে, পরীক্ষা-সাগরের পরপারে নিয়ে যাবো! শ্রী! তুমি তো জান, তোমার জন্য আমি সর্ব্বস্ব উৎসর্গ কর্‌তে পারি! এই দেখ, তুমি যেদিন থেকে রাজবেশ পরিত্যাগ ক'রে গৈরিক বসন

পরিধান করেছ, আমিও সেই দিন হ'তে বিভূতি-ভূষণ ধারণ ক'রে, পার্থিব ভোগবিলাস দূরে পরিহার করেছি।

রাজ্যশ্রী। গুণের দেবতা! তোমার মত পতি লাভ করেছিলুম, তাই আমি এতদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছি। আমার মনের বাসনা বাইরের বাতাস জান্‌তে পার্‌বার পূর্ব্বেই তুমি তা পূর্ণ ক'রে থাক। নারী-সমাজে আমার মত ভাগ্যবতী কে আছে!

গ্রহবর্ম্মা। না প্রিয়তমে! নর-সমাজে আমার মত ভাগ্যবান কেউ নেই। কয় জন পুরুষের ভাগ্যে এমন পত্নীলাভ ঘ'টে থাকে? স্ফটিক-বিনিন্দিত স্বচ্ছ সলিলের মত রমণী-হৃদয়ের তলদেশ কয়জন পুরুষ দেখ্‌তে পায়? দুর্ভাগ্য পুরুষ হৃদয়ভরা ভালবাসা নিয়ে, রমণী-হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থেকে বাহ্য চাকচিক্যের কণিকা মাত্র প্রসাদ গ্রহণ ক'রে অশান্তমনে ফিরে আসে—সন্দেহের তুষানলে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হ'তে থাকে; আর আমি তোমার হৃদয়ের মুক্ত দ্বারে প্রেম-প্রীতিভরা আবেগে মাতোয়ারা শান্তি-নির্ঝরক্ষরা মনপ্রাণহরা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অবলোকন ক'রে থাকি। বল প্রিয়তমে! আমার মত ভাগ্যবান কে আছে?

বেগে বীরসিংহের প্রবেশ।

বীরসিংহ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে; এক বিপুলবাহিনী এসে রাজপুরী আক্রমণ করেছে। মাসব্যাপী উৎসবে সৈন্য-গণ স্থানভ্রষ্ট—অস্ত্র-শস্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; আত্মরক্ষারও কোন উপায় নেই। এখন আপনার কি আদেশ হয়?

গ্রহবর্ম্মা। এই নিশিযোগে অবৈধ আক্রমণ! এর কারণ পর্য্যন্ত আমি জানি না। গৌড়েশ্বর ও মালবরাজ এরা আবার হিন্দু? না—

না, এ আমি কি বল্‌চি। চাঁদেও কলঙ্ক থাকে। চল বীর, কোন ভয় নেই! ধর্ম্মের বর্ম্মে আমাদের দেহ আবৃত, পাপীর অস্ত্র এ রাজ্যের কোন ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বে না। দেবী! যাও, তুমি দুর্গে আশ্রয় নাওগে।

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! গুরুদেব! এরই মধ্যে পরীক্ষা আরম্ভ ক'রে দিলে? মালবরাজ! আমার ভ্রাতৃবন্ধু মালবরাজ! তোমার হৃদয় এত নীচ! না—না, শনৈশ্চরও দেবতার সঙ্গে বিচরণ ক'রে থাকে, দেবতার মত পূজা পায়। কি করি—কোথায় যাই! স্বামী আমাকে দুর্গে যেতে আদেশ ক'রে গেছেন। কোন্ দুর্গে? মানুষের গড়া দুর্গে, না দেবতা-দুর্ভেদ্য দুর্গে? ওহো গুরু! পথ দেখিয়ে দাও—আমার কর্ত্তব্য ব'লে দাও। আমার আশ্রিত পুরবাসীর—নগরবাসীর প্রাণরক্ষা কর। উঃ—ভীষণ পরীক্ষা-সমুদ্র!

গীতকণ্ঠে অবধূত স্বামীর প্রবেশ।

স্বামিজী।—

গীত।

তোর সম্মুখেতে কাল মেঘ দি'ছে দেখা।
যাস্‌নে বেয়ে তরী নিয়ে ও পারেতে একা॥
তোর গুরুদত্ত বিবেক-দড়ী, বাঁধ না ক'সে হৃদয়-তরী,
দেখা দিয়ে সে কাণ্ডারী নিয়ে যাবে তোরে পরপারে,—
যত কিছু দেখ্‌বি তুফান, হ'য়ে যাবে সবই সমান,
স্থির সাগরে কর্‌বি প্রয়ান মিলিয়ে যাবে বিপদ-রেখা॥
প্রবল ঝঞ্ঝা বইবে যখন, তড়িৎ খেলা খেল্‌বে গগন,
দিশেহারা হোস্‌নে তখন, ডাক্‌বি তখন ভব-কর্ণধার ;—

পারের ভাবনা থাক্‌বে না রে, একবার দেখা পেলে তারে,
যেতে হবে না বেশী দূরে তুলে ফেল মায়া-যবনিকা॥

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। স্বামিজী! সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ! কাল মেঘ উঠেছে, এখনই ঝড় উঠ্‌বে। উঠুক্ ঝড়—উঠুক্ তুফান! ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে ফেল—ভীষণ অত্যাচার করাল বদন বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস কর্‌বার জন্য ছুটে এস, আমি পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। ঐ যে—ঐ যে দুগ্ধফেননিভ গগনপথে কাণ্ডারী আমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রভু! আমি দেখ্‌তে পেয়েছি, আর আমার কোন ভয় নেই।

[বেগে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

যুদ্ধ করিতে করিতে সসৈন্য শশাঙ্ক ও গ্রহবর্ম্মার প্রবেশ।

শশাঙ্ক। এখনও বল্‌ছি, এ যুদ্ধের সন্ধি স্বরূপ দাম্ভিকা রাজ্যশ্রীকে আমাদের করে প্রদান করে স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হও; নতুবা স্থির জেনো, কনোজে একটী প্রাণী জীবিত থাক্‌তে গৌড়ে প্রত্যাগমন কর্‌বো না।

গ্রহবর্ম্মা। নিশাযোগে অবৈধ আক্রমণ যাদের বিবেকে বাধে না, পরস্ত্রীর প্রতি কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ কর্‌তে যাদের মরমে বাজে না,

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ" এই মহাবাক্যের বিরুদ্ধাচরণে উপদেশ দিতে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে না, তাদের সঙ্গে সন্ধি তো দূরের কথা, তারা যদি আমাকে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করে, তাও আমি চাই না।

শশাঙ্ক। [গ্রহবর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়া] আরে আরে দাম্ভিক কুক্কুর! শক্তি থাকে, আত্মরক্ষা কর। সৈন্যগণ! ছলে বলে কৌশলে, যে কোন উপায়ে শত্রুকে পরাজিত কর্‌তে হবে। অত্যাচারে দেশ ছেয়ে ফেল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাকে সম্মুখে পাবে হত্যা কর্‌বে! গৃহে গৃহে আগুন লাগিয়ে দাও! সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে কনোজ রাজ্যকে শ্মশানে পরিণত কর্‌তে হবে।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে প্রস্থান।

বেগে বীরসিংহ আসিয়া গৌড়ের সৈন্যকে
বাধা প্রদান করিলেন।

বীরসিংহ। সাবধান ফেরুপাল! নিশাযোগে আক্রমণ ক'রে মনে করেছ, বিজয়-মাল্য গলে প'রে, বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেশে ফিরে যাবে! কিন্তু মূর্খ! জান না, ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত ক'রে কে কোথায় জয়ের মুকুট পরিধান করেছে? আকণ্ঠ গরল পান ক'রে কে কোথায় অমরত্ব লাভ করেছে? আয় দুর্ভাগ্য, তোদের রণসাধ মিটিয়ে দিই।

[সৈন্যগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ, সৈন্যগণের পলায়ন]

সহসা মালবরাজ বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।

বিজয়চন্দ্র। এই যে, তোর সম্মুখে কৃতান্ত উপস্থিত হয়েছে। আরে আরে হীনপ্রাণ পশু! [বীরসিংহকে আক্রমণ করিলেন]

বীরসিংহ। আয় রে কনোজের ধূমকেতু! তোর হৃদয়-শোণিতে কনোজের অশুভ রেখা ধৌত ক'রে ফেলি।

[পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

শশাঙ্ক ও গ্রহবর্ম্মার যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ।

গ্রহবর্ম্মা। অধর্ম্মাচারী গৌড়েশ্বর! অন্যায় যুদ্ধ ক'রো না—অন্যায় যুদ্ধ ক'রো না। হিন্দুর পবিত্র মস্তকে কলঙ্কের পশরা চাপিয়ে দিও না—মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ ধারায় পুতিগন্ধময় নরকের কালিমা নিক্ষেপ ক'রো না!

শশাঙ্ক। হাঃ-হাঃ-হাঃ, অন্তিম কালে ধর্ম্মোপদেশ অনেকেই দিয়ে থাকে রে অপরিণামদর্শী জ্ঞানহীন পশু! বিনা তোর শোণিতে এ সমরানল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হবে না। আয় পশু! তোকে মুহূর্ত্ত মাত্র অবকাশ দেবো না।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে প্রস্থান।

রক্তাক্ত-কলেবরে বিজয়চন্দ্র ও বীরসিংহের
যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

বিজয়চন্দ্র। উঃ! শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে! অজস্র শোণিত-পাতে মস্তক বিঘূর্ণিত হ'চ্চে। ওঃ—কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর। [ভূপতিত হইলেন]

বীরসিংহ। ধূমকেতু! নাও—ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ কর। [অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলে সহসা একজন সৈনিক আসিয়া আক্রমণ করিল] ভগবান! ভগবান! সুযোগ দিলেন না!

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

বিজয়চন্দ্র। উঃ, প্রাণ যায়, দারুণ পিপাসা, একটু জল—একটু জল!

গ্রহবর্ম্মার ছিন্নশিরহস্তে শশাঙ্কের প্রবেশ।

শশাঙ্ক। এতক্ষণে কনোজ আক্রমণ আমার সফল হ'লো।

বিজয়চন্দ্র। উঃ! একটু জল—কে কোথায় আছ, এক বিন্দু জল!

শশাঙ্ক। কে—কে—বিজয় নয়! বন্ধু! বন্ধু! তুমি আহত হয়েছ, আমি যে গ্রহবর্ম্মার ছিন্ন শির তোমাকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে এসেছি। একি! কে আমার আশার সাগরে নিরাশার তুফান তুলে দিলে? কে আমার কল্পতরুর উন্নত শিরে নিদারুণ বজ্রাঘাত কর্‌লে। বন্ধু! বন্ধু! কথা কও।

বিজয়। সখা, এক বিন্দু জল—বড় পিপাসা! এক বিন্দু জল!

শশাঙ্ক। তাই তো বন্ধু, এখানে জল পাবার কোন সম্ভাবনা নেই—চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৃষ্টি হ'চ্চে, ধূমজালে সমস্ত নগরী সমাচ্ছন্ন হয়েছে, পথ ঘাট কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'চ্চে না। বিজয়! একটু স্থির হও, প্রভাত হ'য়ে এসেছে।

বিজয়। উঃ—আর সহ্য হয় না, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! উঃ, বড় কষ্ট থেকে গেল—বিজয়-আনন্দ উপভোগ কর্‌তে পেলাম না। উঃ, কেউ নেই যে এক বিন্দু জল দেয়!

বেগে জলপাত্রহস্তে রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। এই যে ভাই! আমি তোমার জন্য জল নিয়ে এসেছি! [উপবেশন] সোদরপ্রতিম ভাই, জল খাও [মুখে জল দিলেন]

বিজয়। আঃ—বাঁচলুম!

শশাঙ্ক। কে তুমি দেবী, স্বর্গের কোন্ মনিময় সিংহাসন শূন্য ক'রে কল্পনাময়ী মুর্ত্তিরূপে মর জগতে অবতীর্ণ হ'য়ে আমার সখার জীবন

দান কর্‌লে? বল দেবী, কোন্ ফুল্ল মন্দার সুরভিস্নাত সুধা-সমুদ্র হ'তে উত্থিত হ'য়ে সুধাভাণ্ডহস্তে আমার বন্ধুবরকে পরপারের মোহনা হ'তে ফিরিয়ে আন্‌লে। বল মা, তোমার পরিচয় কি?

রাজ্যশ্রী। গৌড়েশ্বর! যার জন্য শত শত নিরীহ জীবকে হিংসা রূপ যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদান কর্‌ছেন, সৌন্দর্য্যময়ী নগরী পুড়িয়ে ভস্মসাৎ কর্‌ছেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার করুণ ক্রন্দনে দিক্‌মণ্ডল মুখরিত ক'রে তুল্‌ছেন, অভীষ্ট ফললাভের জন্য এই লোমহর্ষণ সমর-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্‌ছেন, আমিই তার কাম্য ফল—আমিই ঐ ছিন্নশিরের ধর্ম্মপত্নী রাজ্যশ্রী। হে বিজয়ী রাজন্! আমাকে বন্দিনী করুন, আমি স্বেচ্ছায় আত্মদান কর্‌ছি।

শশাঙ্ক। মা! মা! ভাসিয়ে দিয়েছ, তোমার করুণার প্রবাহে পাষণ্ড ভেসে গেছে। সৈন্যগণ! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও, আর অত্যাচার ক'রো না। দেবতার জ্যোতিঃতে অন্ধকার ছুটে গেছে। দেবী! জননী! সন্তানকে ক্ষমা কর মা! উঃ—মহাপাপ করেছি, দেবতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি। মা! মা! দাও—পদধূলি দাও, তোমার পবিত্র পদরজঃ-স্পর্শে আমার পশুভাব দূরীভূত হ'য়ে যাক্। [পদধূলিগ্রহণে উদ্যত]

সহসা ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরবানন্দ। সাবধান শশাঙ্ক! আর একপদও অগ্রসর হ'য়ো না, কর্ত্তব্যের স্থির লক্ষ্য থেকে রেখা মাত্র বিচলিত হ'য়ো না। শশাঙ্ক! ভারতের বুক থেকে ভিক্ষাজীবীর বিলোপসাধন কর্‌তে হবে; বন্দী কর।

শশাঙ্ক। আমায় ক্ষমা করুন।

ভৈরবানন্দ। দুর্ভাগ্য! আমার চরণস্পর্শ ক'রে কি শপথ ক'রে ছিলে, মনে আছে?

শশাঙ্ক। [চমকিত হইয়া] ওহো-হো, শশাঙ্ক ! তুমি ম'রে গেছ ! [রাজ্যশ্রীকে বন্ধন করিলেন]

ভৈরবানন্দ। উত্তম। যাও—কারাগারে নিক্ষেপ করগে ; আমি বিজয়ের অচৈতন্য দেহ নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই।

[বিজয়কে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। গুরু ! জানি না, পরীক্ষা-সাগরের কতদূর অগ্রসর হ'লাম !

[শশাঙ্ক রাজ্যশ্রীকে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মদ্যপানরত বিজয়চন্দ্র সমাসীন, পার্শ্বে মদ্যপায়ী সহচরগণ দণ্ডায়মান।

বিজয়। গুরুর কৃপায় যখন প্রাণটা ফিরে পেয়েছি, তখন হরদম্ স্ফূর্ত্তি কর,—চালাও মদ!

১ম সহচর। যা বলেছেন মালবরাজ, আজ ম'লে কাল তুদিন হবে; যে দিনটে পাওয়া যায়, ভরপুর চালিয়ে নেওয়া যাক্।

২য় সহচর। শুধু মদে নেশা হয় না বাবা, একটু এদিক ওদিক চাই; নইলে নিরিমিষ্যি হ'য়ে যাচ্ছে।

১ম সহচর। মাণিক! প্রেমের খোঁজ কর্‌ছো, মদের চেয়ে জমাটী প্রেম আর যে কোথাও আছে, তা তো আমার বিশ্বাস হয় না; মদ যে বাবা স্বয়ং প্রেমচাঁদ।

২য় সহচর। ঠিক—ঠিক, কবি বল্‌ছেন—

[সুরে] আমি মদের মহিমা কিবা জানি?
আমি হেথা হোথা ধাই, চাট খুঁজে বেড়াই,
(বলি ও মদ) তোমার প্রেমের কিবা জানি?

বিজয়। বা—বা, বেশ জমিয়ে তুল্‌চো বাবা! বলি ওহে ভায়া! তোমাদের দেশে এলাম গোটাকতক ডানাকাটা পরী টরি নিয়ে এস।

১ম সহচর। আজ্ঞে, খবর দিয়েছি—এলো ব'লে; ঐ যে সোণার চাঁদদের চূড়ো দেখা দিয়েছে।

২য় সহচর। তাই না কি বাবা! বল হরি হরিবোল—বল হরি হরিবোল!

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকাগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

প্রেম-মদিরা পানে হয়েছি গো মাতোয়ারা।
ধর স্নিগ্ধ হিয়াপরে, আমরা যে পথহারা॥
কোথায় মোরা যাচ্ছি ভেসে, কোথায় গিয়ে মিল্‌বো শেষে,
ঘট্‌বে কিবা অবশেষে, হয় তো হবো দিশেহারা॥
নেশায় আঁখি ঢুল্‌-ঢুল্‌, ডাক্‌ছে নদী কুল-কুল,
যায় বুঝি ভেসে দুকূল, প্রেমের নেশা সৃষ্টিছাড়া॥

সহচরগণ। বেশ গেয়েছ মাণিক! প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

বিজয়। আমার তো বেশ ভাল লাগ্‌ছে না।

সহচরগণ। বটে—তবে গান ভাল হয়নি; প্রাণ জুড়িয়ে গেল না।

বিজয়। আরে ছ্যাঃ—একে মধুহীন, তাতে আবার ঝরা ফুল, ওতে কি বিজয়চন্দ্রের মন মজে! আচ্ছা বাবা, এসেছ—একটু ভাল ক'রে গাও।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আমরা নই মধুহীন ঝরা ফুল।
তা হ'লে কি আস্‌তো ধেয়ে যত অলিকুল॥
ঝরা ফুলে রয় না মধু, জানে ভাল ভ্রমরা যাদু,
ছুটে এসে প্রাণের বঁধু, শুধু ফোটাতো না হুল।

মধুভরা মোদের হিয়া, পরাণ ভ'রে মধু পিয়া,
অধরে সে অধর দিয়া ভুলে যায় দেশ কুল ॥
সোহাগভরে হেলে দুলে, ফোটা ফুলে ভ্রমর এলে,
প্রেম বাতাসে পড়ি ঢ'লে হয় না তাতে ভুল ॥

বিজয়চন্দ্র। বেশ—বেশ, সুন্দর গেয়েছ মাণিক! প্রাণ তর ক'রে ছেড়ে দিয়েছ। এখন একটু বিশ্রাম করগে। কে আছ?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

বিজয়চন্দ্র। যাও, এদের যত্ন ক'রে আমার বিশ্রাম-কক্ষে নিয়ে যাও। এদের শুশ্রূষার যেন কিছু মাত্র ত্রুটি না হয়।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা দেব!

[নর্ত্তকীগণ ও প্রহরীর প্রস্থান।

১ম সহচর। বাবা, আঁধার ক'রে দিয়ে গেল যে, প্রাণ যে হাঁপাই হাঁপাই কর্‌চে। ঢাল মদ—হরদম খাও, এখনই ফর্‌সা হ'য়ে যাবে।

[মদ্যপান]

বেগে অপর্ণাদেবীর প্রবেশ।

অপর্ণা। একি! মালবরাজ? আপনি মদ্যপানে উন্মত্ত! সামান্য একটা যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মদিরাস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন! রমণীর কলকণ্ঠে নিজের শৌর্য্য-বীর্য্য সব ভাসিয়ে দিয়েছেন! কিন্তু আপনি জানেন না যে, এক বিরাট-বাহিনী কনোজ-সিংহাসন অধিকার কর্‌বার জন্য ছুটে আস্‌ছে! সে যে সে শক্তি নয় মালবরাজ! ভারতের সর্ব্বপ্রধান শক্তি।

বিজয়চন্দ্র। গৌড়েশ্বরী! আমি মদিরাপান কর্‌লেও কর্ত্তব্য কর্ম্মে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখাইনি। বলুন দেবী! এমন শক্তিমান কে

যে, মালব ও গৌড়ের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে সাহস করে ?

অপর্ণা। দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ পুলকেশী আর থানেশ্বরের মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন সম্মিলিত শক্তিতে কনোজের দিকে ছুটে আসছে। রাজ্যশ্রীর কারামোচন, আর আপনাদের নিপাত-সাধন এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ; আমার বিশ্বাস, এখন থেকে সতর্ক না হ'লে তাদের উদ্দেশ্য সফল হ'য়ে যাবে।

বিজয়চন্দ্র। কোন চিন্তা নেই গৌড়েশ্বরী ! কনোজের সুদৃঢ় দুর্গ আমাদের হস্তগত—কনোজের রাজশক্তি আমাদের পদানত—কনোজের কুবের ভাণ্ডার রাজকোষ আমাদের করায়ত্ত। পুলকেশী বা রাজ্যবর্দ্ধনের কোন শক্তি নেই যে আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করে ! কোন চিন্তা করবেন না দেবী ! আপনি চলুন ; আমি এখনই গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে পরামর্শসভায় যোগ দিচ্ছি।

অপর্ণা। উত্তম ; কিন্তু মালবরাজ ! নিজেকে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান মনে ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা রাজনীতির নিয়ম নয়।

[প্রস্থান।

৩য় সহচর। আজ্ঞে ইনি কি গৌড়ের মহারাজ ?

১ম সহচর। আরে ম'লো, ইনি যে স্ত্রীলোক ; চোখে দেখতে পাচ্ছিস্ না, ইনি গৌড়ের মহারাণী ? অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়া-শোনা আছে।

৩য় সহচর। বটে ! মহারাজ মানে বেটাছেলে ? তা হ'লে বাঙ্গলা-দেশে মেয়ে মানুষেরা পুরুষ মানুষের কাজ করে, আর পুরুষ মানুষে মেয়ে মানুষের কাজ করে ? আচ্ছা বাবা, তা হ'লে প্রসব করে কি ক'রে ?

২য় সহচর। ঐটে বাদ,—ঐটে যদি পার্‌তো, তা হ'লে কি আর বাঙ্গলায় জায়গা হ'তো বাবা!

বিজয়চন্দ্র। দূর ছাই, সব মাটী ক'রে দিলে। একটু নিশ্চিন্তমনে যে স্ফুর্ত্তি কর্‌বো, গৌড়েশ্বরীর চক্ষে তা সহ্য হয় না। চল হে, আজকের মত ওঠা যাক্। রাজ্যশ্রীর সঙ্গে যেদিন আমার বিয়ে হবে, সেদিন তোমাদের মদে চুবিয়ে রাখ্‌বো।

সহচরগণ। প্রাণ খুলে হরি বল, চল রে মন ঘরে চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

কতিপয় অনুচরসহ কাপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক। শোন আমার বিশ্বস্ত প্রাণাধিক শিষ্যগণ! আজ বিশেষ সতর্কতার সহিত কুটীরের চতুর্দ্দিকে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কর্‌বে। আজ আমার মন যেন বল্‌ছে, আমার এক মাসের চেষ্টা আজ সফলতা লাভ কর্‌বে। অর্ব্বাচীন হর্ষবর্দ্ধন প্রাতে মৃগয়ায় বহির্গত; কমলিনী পুষ্পচয়নে দূর বনে প্রবিষ্ট। কমলিনীকে করায়ত্ত কর্‌তে হ'লে একমাত্র উপায় হর্ষবর্দ্ধনের উচ্ছেদসাধন। কিন্তু সেই দুর্ব্বৃত্ত যদি সশস্ত্র থাকে, তবে আমাদের কোন শক্তি হবে না যে তার কেশাগ্র স্পর্শ করি। আর কমলিনীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেলে সেই বলদৃপ্ত হর্ষবর্দ্ধন যে কোন উপায়ে নিশ্চয়ই আমাদের উচ্ছেদসাধন কর্‌বে। সুতরাং

কৌশলে কার্য্যোদ্ধার কর্‌তে হবে। বৎসগণ! তোমরা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করগে, আমার ইঙ্গিতে একযোগে দুর্ব্বৃত্তকে বন্ধন ক'রে ফেল্‌বে। তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাকে বহন ক'রে নিয়ে যাবে; তার-পর মহোৎসাহে মহামায়ার সম্মুখে যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ ক'রে নরবলি প্রদান করা হবে। কিন্তু সাবধান, কমলিনী যেন ঘুণাক্ষরে তোমাদের গন্তব্য পথের পরিচয় না পায়। যাও, নির্ভয়ে চ'লে যাও।

অনুচরগণ। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

কাপালিক। মা! মা! বিশ্বপ্রসবিনী—জগজ্জননী! সিদ্ধি দে মা! জানি না, কেন আমার সাধনার পথে কোথা হ'তে এক দুর্দ্ধর্ষ যুবক এসে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালো! জানি না, কোন্ পাপে আমার সিদ্ধিলাভের সন্ধিক্ষণে এই মহাবিঘ্ন উপস্থিত হ'লো! সিদ্ধিদায়িনী, আর দুঃখ দিস্‌নে মা; অবোধ সন্তান যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকে, ক্ষমা কর্ মা! ওকি! ওকি! হর্ষবর্দ্ধন নয়? সর্ব্বনাশ! এখনও দেখ্‌তে পায়নি, এই অবসরে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে পড়্‌তে হবে।

[বেগে প্রস্থান।

রক্তাক্তকলেবরে হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ।

হর্ষবর্দ্ধন। উঃ—আর পদমাত্র চল্‌তে পার্‌ছি না—অজস্র শোণিত-পাতে শরীর অবসন্ন! বনফুল! বনফুল! একটা বন্যবরাহে আমাকে জীবনসংশয় আঘাত করেছে! এ কি, কুটীরদ্বার রুদ্ধ! বনফুল! কোথায় গেল? উঃ—আর দাঁড়াতে পাচ্চি না, পায়ের তলা দিয়ে পৃথিবী যেন মুহুর্মুহু স'রে যাচ্চে—মাথাটা কুম্ভকারের চক্রের মত বোঁ বোঁ ক'রে ঘুর্‌চে—[উপবেশন] কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে, আর বোধ হয় বেশী

বিলম্বও নেই। তা হোক্, কিছু দুঃখ নেই, কেবল—উঃ, বনফুল! তোমার পরিচয় আবিষ্কার করতে পারলেম না। ওঃ—মৃগয়াছলে সমগ্র বিন্ধ্যাচলের বনানীরাজি পরিভ্রমণ করেছি। ওঃ—কোথাও কাপালিকের সন্ধান পেলাম না। বনফুলের পূর্ব্ব-পরিচিত আশ্রম ত্যাগ ক'রে সে আবার কোথায় এক নূতন আশ্রম প্রস্তুত করেছে।

[নেপথ্যে কাপালিক কর্ত্তৃক চিমটার ভীষণ শব্দকরণ]

সহসা সানুচর কাপালিকের প্রবেশ।

[হর্ষবর্দ্ধন উত্তেজনাবশে একবার উঠিয়া দাঁড়াইল ও তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের মত পড়িয়া গেল।]

অনুচরগণ। জয় কাপালিকের জয়! [হর্ষবন্ধনকে বন্ধন করিতে লাগিল]।

কাপালিক। মূর্খ, চীৎকার করিস নে! যাও, নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাও!

[হর্ষবর্দ্ধনকে স্কন্ধে লইয়া অনুচরগণ প্রস্থানোদ্যত হইল]

হর্ষবর্দ্ধন। বনফুল! দৈব বড়ই প্রতিকূল।

[অনুচরগণের হর্ষবর্দ্ধনকে লইয়া প্রস্থান।

কাপালিক। মা! মা! এতদিনে তোর অবোধ সন্তানের প্রতি দয়া হ'লো মা! জয় মা কুলকুণ্ডলিনীর জয়!

[বেগে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কমলিনীর প্রবেশ।

কমলিনী।—

গীত।

জানি না কেন মরমমাঝে জাগিয়া উঠিছে হাহাকার।
বিবশ কেন হ'য়েছে অঙ্গ অবশ চরণ চলে না আর॥

কি যেন গিয়েছে মোর ছাড়িয়া, আর না আসিবে কভু ফিরিয়া,
কেন পরাণ উঠিছে কাঁদিয়া, যেন ছিঁড়ে গেছে হৃদয়-তার।
নয়নে কেন ছুটে আসে জল, টুটে যায় কেন হৃদয়বল,
কেন শূন্যময় দেখি সকল, যেন গ্রাসিতে আসিছে অন্ধকার ॥

না—দূর ছাই, আর ভাব্‌বো না—যাই কুটীরে যাই; এ কি! এখনও রাজকুমার ফিরে আসেন নি, আজ এত বিলম্ব হ'চ্চে কেন? কোন বিপদ হয় নি তো! এ কি! এ কি! এই নির্জ্জন কুটীর-প্রাঙ্গনে এত রক্তধারা কোথা থেকে এলো? এ কি! এত মনুষ্য-পদ-চিহ্ন রয়েছে কেন? যেন বোধ হ'চ্চে, এখানে বহু লোক সমবেত হ'য়েছিল। আমার এ নির্জ্জন কুটীরে কি কর্‌তে এসেছিল? নিশ্চয়ই রাজকুমারের বিপদ হয়েছে। উঃ—হৃদয়! সহ্য কর্‌তে শেখো।

কতিপয় ভীল সৈন্যের সহিত দূরে জীবন সিংয়ের প্রবেশ।

১ম অনুচর। দেখিয়ে লে সর্দ্দার! তু রূপ দেখিয়ে লে। দেখ্, হামার কথা ঠিক ঠিক মিলিয়ে গেছে কি না?

জীবন। হাঁ বটে রে, রূপটা বড় জব্বর আছে; আঁখ দুটো ঝল্‌সে যাচ্চে। মেরা জনম সফল হো গিয়া!

জীবন সিং ও অনুচরগণের প্রবেশ।

কমলিনী। কে তোমরা?

২য় অনুচর। ইনি ভীল কা সর্দ্দার জীবন সিং। তুহার জব্বর রূপের কথা শুনিয়ে সর্দ্দার তুহাকে সাদী কর্‌তে আসিয়েছে; হামরা সব সাদী কা যাত্রী হইয়ে আসিয়েছে।

কমলিনী। ওহো—রাজকুমার, তুমি আজ কোথায়?

[পতন ও মূর্চ্ছা]

জীবন। আরে দেখ্—দেখ্, পরাণটা ছুটিয়ে গেল কি না দেখ্! [অনুচরবর্গের শুশ্রূষাকরণ] আরে ইহার কি পহেলা সাদী হইয়ে গিয়েছে ? স্মরণ রাখিয়ে দিস্, একটা রাজকুমারের নাম করিয়েছে ; তা যদি হইয়ে থাকে, হামি সাদী নেই করবে। হামি ভালবাসা চাই ; ও যদি ওর পরাণ মন অপর জনকে সঁপিয়ে থাকে, তবে উহার রূপযৌবন হামার কুচু ফয়দা আস্‌বে না।

কমলিনী। ওগো! তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমাকে আমার রাজকুমারের কাছে দিয়ে এস। আমি যে তাকে নিরাপদ দেখ্‌তে না পেলে এক দণ্ডও বাঁচ্‌বো না।

জীবন। রাজকুমার তুহার এমোন কে আছে, যার অদর্শনে তু এক লহমা বাঁচিয়ে থাক্‌তে পার্‌বি নে।

কমলিনী। সে আমার দেবতা—সে আমার দেবতা, সে আমার সংসার-বারিধির ধ্রুবতারা!

জীবন। আরে তু পরিষ্কার করিয়ে বোল্, রাজকুমারকা সাথ তু সাদী করিয়েছিস্?

কমলিনী। না সর্দ্দার! এমন কি সৌভাগ্য করেছি যে, দেবতার সঙ্গে মানবীর বিবাহ হবে? মর্ত্ত্য স্বর্গে মিশে যাবে?

অনুচরগণ। হো-হো-হো সর্দ্দার! তুহার কপাল আচ্ছা জোলস আছে ; এ সুন্দরী এখনও কুমারী আছে। ইহারে তুহার সাদী কর্‌তে কুছু বাধা নেই।

জীবন। আরে কুছু বাধা নেই! এ সুন্দরী! তুহার রূপের নেশায় হামি পাগল হইয়ে গেছে ; হামি তুহাকে সাদী কর্‌তে চাহে, তুহার জবান হামাকে শুনায়ে দে!

কমলিনী। সর্দ্দার! প্রাণে একটুও শান্তি নেই ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত

রাজকুমারের কুশল সংবাদ অবগত হ'তে না পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রাণটা হু-হু ক'রে জ্ব'লে যাচ্চে। চতুর্দ্দিক অস্বস্তির ধূমজালে সমাচ্ছন্ন। কিছু দেখ্‌তে পাচ্চিনে, কিছু শুন্‌তে পাচ্চিনে।

জীবন। তু হামাকে সাদী কর্, তুহার পরাণ জুড়িয়ে যাবে। দো হাজার ভীল তুহার পায়ের নফর হইয়ে থাক্‌বে।

কমলিনী। সর্দ্দার! তোমার পায়ে পড়ি। অমন কথা আমাকে ব'লো না; আমি মনে মনে শপথ করেছি যে, যদি রাজকুমারকে নিরাপদ দেখ্‌তে না পাই, তবে জীবন ত্যাগ কর্‌বো।

জীবন। আচ্ছা সুন্দরী, তু সবুর করিয়ে যা তো! এখানে আস্‌বার সময় একটা গভীর বনে হামি একটা মানুষের কাতর স্বর শুনিয়ে হামার একটা লোক পাঠিয়ে দিয়ে আসিয়েছে, সে এখনই ফিরিয়ে আস্‌বে।

২য় অনুচর। হাঁ রে সর্দ্দার, তু ভুল কর্‌ছিস্ কেন রে? তুও তো শপথ করিয়েছিলি, উহাকে সাদী কর্‌বিই কর্‌বি; এখন পিছাচ্ছিস্ কেন রে?

জীবন। হাঁ—হাঁ, হামার শপথ মনে পড়িয়েছে বটে! এ সুন্দরী, হামি তুহাকে এখনই লইয়ে যাবে। এই—তীর ধনুক সব বাঁধিয়ে লে।

অনুচরবর্গ। জয় সর্দ্দার কি জয়!

জনৈক অনুচরের প্রবেশ।

জীবন। আরে কি সংবাদ, বনের মধ্যে কি দেখিয়েছিস্?

অনুচর। সর্দ্দার! সেই কাপালিক ঠাকুর একটা রাজপুতকে বাঁধিয়ে লিয়ে যাচ্চে। বহু লোকজন সাথে আছে; হামি একা, সাহসে কুলায় না।

কমলিনী। সর্দ্দার! সর্দ্দার! তুমি আমার রাজকুমারকে রক্ষা কর, আমি তোমার ইচ্ছায় বাধা দেবো না।

জীবন। তু শপথ ক'রে বল্‌ছিস্ ?

কমলিনী। হাঁ সর্দ্দার, আমি ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ক'রে বল্‌ছি।

জীবন। উত্তম ; এই—সব স্ফূর্ত্তিসে চলিয়ে চল্। কাপালিক ঠাকুর আশ্রম বদলিয়ে ফেলিয়েছে। বন জঙ্গল পাহাড় নদী সব ঢুঁড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। সুন্দরীকে সবার মাঝখানে করিয়ে নিয়ে চল্—খুব হুসিয়ার! [শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান]

অনুচরগণ।—

গীত।

হিঃ হিঃ হিঃ সর্দ্দার কা সাদী চলিয়ে চল্ শান্-শান্।
এ যে আসমান কা পরী, আয় গোড় পাক্‌ড়ি, সামালো জবান॥
বড়া বড়া বরা মারিয়ে মোরা কর্‌বে পাহাড় সমান।
পেট্‌টা পুরিয়ে মাস খাবে হাজার হাজার জোয়ান॥
ঢক্ ঢক্ করিয়ে দারু পিয়ে নেশায় ভরপুর পরাণ।
স্ফূর্ত্তিতে লাগাও ভাই সাদীর গান॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

চিন্তাশীল রাজা শশাঙ্ক সিংহাসনে উপবিষ্ট।

শশাঙ্ক। চারিদিকে এক জমাট অন্ধকার বেধে রয়েছে। আমি কোন দিকেই পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই গভীরতম অন্ধকার এসে দেখা দিচ্চে। রাজ্য-

শ্রীকে দেখ্‌লে মনে হয় না যে তার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ আছে। তার অপার্থিব চরিত্রবলে আমার বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়েছে। কিন্তু বন্ধু মালবরাজকেই বা কিরূপে অবিশ্বাস করি! গৌড়েশ্বরীর অলঙ্ঘ্যনীয় যুক্তিই বা কিরূপে উপেক্ষা করি! আর সেই তেজঃপুঞ্জ তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ—না থাক্, আর চিন্তা কর্‌বো না। তার পর একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত দাক্ষিণাত্যের অধিপতি পুলকেশী আর মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ছুটে আস্‌ছে। কার সাধ্য, তাদের গতিরোধ করে? তাই তো, কি করি!

গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ।

বিবেক।—

গীত।

সামাল সামাল এবার তোর ডুব্‌লো তরী।
এখনও ফেল্ না বেঁধে আছে যে তোর বিবেক-দড়ী॥
বড় বড় আস্‌ছে তুফান, দেখ্‌তে যেন পাহাড় সমান,
লাগ্‌লে আঘাত হবে দুখান, বৃথা কেন করিস্ দেরী?
(তোর) কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার, যত কিছু দেখ্‌ছিস আঁধার,
প্রেমের দীপ জ্বাল্ একবার, দেখ্‌বি ফরসা চারিধার॥

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। সত্যই তো, কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার ছেড়ে দিলে সব ফাঁকা। প্রেমের আহ্বানে বিশ্বকে ডেকে বুকে তুলে নিলে পরম শান্তি! সে কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য; সে যে মর্ত্ত্যে নন্দনের শোভা, দেবতার মনলোভা! তবে—তবে আর কেন রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখি? মুক্ত গগণের পাখী ছেড়ে দিই, তারপর আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। কিন্তু গৌড়েশ্বরী কি বল্‌বে?

গীতকণ্ঠে আশা-কুহকিনীর প্রবেশ।

আশা-কুহকিনী।—

গীত।

বল্‌বে শেষে মুচকে হেসে তোকে একটা গাধা।
যাস্‌নে ফিরে এসে এতদূরে, তুই কিসে পেলি বাধা ?
সবাই যাকে বলে ছিঃ, বাকী তার রইলো কি,
ছেড়ে দিলি রাজ্য-কামনা,—
সবার বড় হ'তে হ'লে, মায়া দয়া যাও ভুলে,
রত্ন আছে অগাধ জলে (জান তো) পদ্মবনে কাদা ॥

শশাঙ্ক। না—যখন অগ্রসর হয়েছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌বো—ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্। যখন নেমে পড়েছি, তখন তল-দেশ পর্য্যন্ত দেখ্‌বো।

গ্রহচার্য্যরূপী ছদ্মবেশী নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। মহারাজের জয় হোক্!

শশাঙ্ক। [আসন ত্যাগ করিয়া] আসুন—আসুন, সানুগ্রহে আসন গ্রহণ করুন। [অন্য আসনে নিত্যানন্দ উপবিষ্ট হইল] মহাশয়ের পরিচয় জান্‌তে পার্‌লে বড় সুখী হই।

নিত্যানন্দ। বিফলান্যন্য শাস্ত্রানি বিবাদস্তেষু কেবলম্,
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌযস্য সাক্ষিণৌ ॥

মহারাজ! এমন যে জ্যোতিষ শাস্ত্র, এই শাস্ত্র আমার উপজীবিকা। আমি যে কোন ব্যক্তির মুখাবলোকন ক'রে ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ব'লে দিতে পারি। মহারাজ! এখন কনোজের ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শশাঙ্ক। উত্তম ; বলুন দেখি গ্রহাচার্য্য, এখন আমি কি ভাব্‌চি ?

নিত্যানন্দ। এখন আপনি ভাব্‌ছেন, ঠিক আমার মত দেখ্‌তে, আপনার একজন হিতৈষী বন্ধু ছিল, সেই বন্ধুর কথা।

শশাঙ্ক। অদ্ভুত জ্যোতিষী, বলুন দেখি—এখন আমার সময়টা কেমন যাচ্চে ?

নিত্যানন্দ। অতি উত্তম! কিন্তু শীঘ্রই আপনার একটা বিপদ হবে।

শশাঙ্ক। কেন প্রভু ?

নিত্যানন্দ। দেখুন, আপনার জন্মলগ্নের সপ্তম স্থানে একটা স্ত্রীগ্রহ এসে জুটে পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে ; সে একটা বিপদ বাধিয়ে না দিয়ে কিছুতেই ছাড়্‌বে না। জানেন তো মহারাজ, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী !

শশাঙ্ক। আচ্ছা প্রভু ! এর কোন প্রতিকার নেই ?

নিত্যানন্দ। আছে ; বড় শক্ত,—সংসার-আশ্রম ত্যাগ করা। কিন্তু আমিও বল্‌ছি, আপনি তা পার্‌বেন না। বিবেক ও আশার লড়াইয়ে আপনার বিবেক বহুবার পরাজিত হয়েছে। আপনার হৃদয় ভাল ছিল, কিন্তু তিনটে গ্রহ এক জায়গায় জুটে সব মাটী ক'রে দিয়েছে।

শশাঙ্ক। ঠাকুর! ঠাকুর! আপনি সামান্য জ্যোতিষী নন ; আপনি দেবতা যদি দয়া ক'রে এসেছেন, তবে আমার কাতর প্রার্থনা, আপনি আমায় ত্যাগ ক'রে যাবেন না। এই আপনার চরণ ধ'রে থাক্‌লাম, কিছুতেই ছাড়্‌বো না। [পদধারণ]

নিত্যানন্দ। আহা, করেন কি মহারাজ ! উঠুন—উঠুন, ঔদরিক ব্রাহ্মণ কোথায় আর যাবো ! যতদিন রাখ্‌বেন, সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌বো। হাঁ তবে একটা কথা—

শশাঙ্ক। আদেশ করুন।

নিত্যানন্দ। মহারাণী যদি তাড়িয়ে দেন? কারণ আপনার ললাট দেখে বোধ হ'চ্চে, একবার যেন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহারাণী কাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন!

শশাঙ্ক। ধন্য আপনার শিক্ষা! প্রভু, আর লজ্জা দেবেন না; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, বুঝ্‌তে তো পারছেন! সে বন্ধুর জন্য আমার প্রাণে কত ব্যাথা বেজে আছে। বলুন প্রভু! সেই আমার পরম হিতৈষী বন্ধুবর পণ্ডিতজীকে আর এ জীবনে দেখ্‌তে পাবো কি না?

নিত্যানন্দ। পাবেন, কিন্তু বড় অসময়ে দেখ্‌তে পাবেন। যে হিতৈষী, সে কি আপনার হিতকামনা ভুল্‌তে পারে! রসের মধ্যে যে কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করুন না কেন, রস যথাসাধ্য সুমিষ্টই ক'রে থাকে।

অপর্ণাদেবীর প্রবেশ।

শশাঙ্ক। গৌড়েশ্বরী! না—না কনোজেশ্বরী! আজ আমার পরম সৌভাগ্য।

অপর্ণা। সখা!—

শশাঙ্ক। এই এক মহাপুরুষকে লাভ করেছি, ইনি অদ্ভুত জ্যোতিষী; তোমার মুখখানা দেখে, তোমার মনের কথা—ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা সমস্ত ব'লে দিতে পারেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত।

অপর্ণা। আবার পণ্ডিত জুটিয়েছেন? দেখুন, আমি ঐ পণ্ডিত জিনিষটা বড় পছন্দ করিনে।

শশাঙ্ক। না—না, ইনি পণ্ডিত নন—ইনি গ্রহাচার্য্য।

অপর্ণা। আচ্ছা বেশ; বলুন তো আচার্য্য ঠাকুর, আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি?

নিত্যানন্দ। ভারতের একছত্রী সিংহাসন।

অপর্ণা। সত্যই মহারাজ! ইনি একজন অদ্ভূত জ্যোতিষী। আচ্ছা আচার্য্য ঠাকুর, বলুন তো, আমার মনের মধ্যে প্রধান অশান্তি কি?

নিত্যানন্দ। আপনার একমাত্র পুত্র আপনার অবাধ্য হ'য়ে হরিনামে উন্মত্ত।

অপর্ণা। ঠাকুর! আপনি কেবল জ্যোতিষী নন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ। আপনাকে দয়া ক'রে এখানে থাক্‌তে হবে। এই রাজসংসারে আপনার অবাধ গতি থাক্‌বে; কোন কষ্ট হবে না।

নিত্যানন্দ। মা! আমি এখানে থাক্‌বো ব'লেই বহু স্থানে ঘুরে ঘুরে আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু মা! আমার প্রতি যেদিন বিরক্ত হবেন, সেই দিনই চ'লে যাবো।

মালবরাজ বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।

শশাঙ্ক। এস বিজয়! আজ আমরা একজন অদ্ভুত জ্যোতিষী লাভ করেছি। এঁকে তুমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তোমার মুখ দেখে ইনি সব ব'লে দেবেন।

বিজয়চন্দ্র। বটে; আমি এক্‌বার পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বো। আচ্ছা গ্রহাচার্য্য ঠাকুর! বলুন দেখি, আমার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা কি?

নিত্যানন্দ। সে কথাটা আমি আপনাকে লিখে দেখাবো; সকলে জান্‌তে পার্‌লে আপনার অনিষ্ট হ'তে পারে। [কাগজে লিখন]

বিজয়চন্দ্র। আচ্ছা তাই দেখান।

নিত্যানন্দ। এই দেখুন। [কাগজ দিলেন]

বিজয়চন্দ্র। [পাঠ করিয়া স্বগত] সর্ব্বনাশ! এ যে সর্ব্বজ্ঞ;

আমি রাজ্যশ্রীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, এ জগতে একমাত্র আমি ও গুরুদেব ভিন্ন আর কেউ জানে না। যাক্, সাম্‌লে নিতে হবে। [প্রকাশ্যে] হাঁ—দেখ্‌ছি আপনার জ্যোতিষশাস্ত্র জানা আছে। কারণ আপনি অনেকটা বলেছেন বটে; তবে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিসাধনই আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য, তা আপনি তো সবই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন।

নিত্যানন্দ। তা পেরেছি বৈ কি, নইলে আর বল্‌ছি কি ক'রে? তবে এটাও ঠিক, ও সঙ্কল্প ত্যাগ না কর্‌লে মাঝ গঙ্গায় নৌকাডুবি।

বিজয়চন্দ্র। আচ্ছা, ও সব বিষয় আপনার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বো এখন; আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার মত একজন জ্যোতিষীর দর্শন ঘট্‌লো। বন্ধু! আমি এসেছিলাম।

শশাঙ্ক। বেশ তো, আমিও বড় চিন্তান্বিত! কে আছে এখানে?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

আচার্য্যঠাকুর! আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত আছেন; এর সঙ্গে গিয়ে দয়া ক'রে বিশ্রাম লাভ করুন। [প্রহরীর প্রতি] এঁকে উত্তম বাস-স্থান দেবে।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

নিত্যানন্দ। মহারাজের আবার কখন সাক্ষাৎ পাবো?

শশাঙ্ক। যখন আপনার দয়া হবে।

নিত্যানন্দ। তবে এখন আসি। [স্বগত] বাবা বিজয়চন্দ্র, কৌশলে আমাকে সরালে! সরাও বাবা, আমিও ছিনে জোঁক—লেগেই আছি।

[প্রস্থান।

বিজয়চন্দ্র । শশাঙ্ক, তুমি আমায় ডেকেছ ?

শশাঙ্ক । হাঁ ভাই ! আমাদের সম্মুখে আবার এক নূতন বিপদ-রেখা দেখা দিয়েছে—তুমি সমস্তই শুনেছ । এখন কি সদ্‌যুক্তি, তাই বল,—বিপক্ষের দূত আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে ।

বিজয়চন্দ্র । ঐ যে গুরুদেব এসে পড়েছেন ; তবে আর ভাবনা কি ! আসুন—আসুন প্রভু !

ভৈরবানন্দের প্রবেশ ।

শশাঙ্ক । আসুন—আসুন ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন ।

[সকলের প্রণাম করণ]

অপর্ণা । বাবা ! আপনার আস্‌তে এত বিলম্ব হ'লো কেন ?

ভৈরবানন্দ । মা ! তোমাদেরই বিষয় এতক্ষণ অনন্যমনে চিন্তা কর্‌ছিলাম ; ভারতের ভবিষ্যৎ গগণ কোন্ বিচিত্র রংয়ে রঞ্জিত হবে, তাই ভাব্‌ছিলাম ।

শশাঙ্ক । প্রভু ! বিপক্ষের দূত উত্তরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কর্‌ছে । দাক্ষিণাত্যের একছত্রী রাজাধিরাজ মহারাজ পুলকেশী আর প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন অগণিত সৈন্য নিয়ে কনোজসীমান্তে উপস্থিত । বলুন প্রভু ! এখন এ সঙ্কট সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

ভৈরবানন্দ । বৎস ! আমি এতক্ষণ ঐ সব বিষয়ে চিন্তা কর্‌ছিলাম । বিপক্ষের বলাবল, তাদের সৈন্যসংখ্যা, তাদের অবস্থিতি, তাদের উদ্দেশ্য, এক এক ক'রে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তা এক প্রকার নির্ণয় করেছি । উপস্থিত তোমাদের মতামত আমি জান্‌তে চাই । মা গৌড়েশ্বরী ! এ বিষয়ে তোমার কি মত ?

অপর্ণা। বাবা! আমার মতে বিপক্ষের সানুকূলে এক সন্ধির প্রস্তাব ক'রে দূতকে প্রসন্নচিত্তে বিদায় দান করা।

বিজয়চন্দ্র। বিপক্ষের সানুকূলে সন্ধির প্রস্তাব!

ভৈরবানন্দ। হাঁ বৎস! এ রাজনীতি; এ পুণ্যক্ষেত্রে দান-সাগর নয়। তারপর মা?

অপর্ণা। তারপর বিপক্ষ যখন সানুকূল সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত-মনে অবস্থান করবে, সেই সুযোগে আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে নিশি-যোগে অতর্কিতভাবে তাদের শিবির আক্রমণ করতে হবে; তা হ'লেই বিজয়-পতাকা অতি সহজেই আমাদের করায়ত্ত হবে।

ভৈরবানন্দ। ধন্য গৌড়েশ্বরী! ধন্য তোমার বুদ্ধি! ধন্য তোমার প্রতিভা! আমিও বহু চিন্তার পর এইরূপই নির্ণয় করেছিলাম। যাও বিজয়! বিপক্ষের দূতকে সসম্মানে এই প্রস্তাব উত্থিত ক'রে বিদায় দিয়ে এস।

বিজয়চন্দ্র। গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। প্রভু! এখন আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য কি, আদেশ করুন।

ভৈরবানন্দ। রাজ্যশ্রীকে এখানে নিয়ে আস্‌বার জন্য আদেশ কর।

শশাঙ্ক। দ্বৌবারিক!

প্রহরীর প্রবেশ।

শশাঙ্ক। কারাগার হ'তে বন্দিনী রাজ্যশ্রীকে সত্বর এখানে নিয়ে এস।

প্রহরী। যো হুকুম মহারাজ !

[প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ। প্রহরীগণের কঠোর শাসনে রাজ্যশ্রী কি এখনও তন্ত্র-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে স্বীকৃত হয়নি ?

অপর্ণা। না প্রভু ! রাজ্যশ্রীর অদ্ভুত হৃদয়বল। আমিও কড়া হুকুম দিয়েছি, যে কোন উপায়ে তাকে আমাদের মতে আন্‌তেই হবে।

ভৈরবানন্দ। হাঁ মা ! রাজ্যশ্রী তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণ করেছে, এ সংবাদ যদি এই বৌদ্ধপ্রধান দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তা হ'লে আমাদের সৈন্যের অভাব হবে না—খাদ্যের অনাটন পড়্‌বে না—বিশ্বাসঘাতকতা আস্‌বে না ; সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষের প্রবল উত্তেজনা মূলহীন বৃক্ষের মত নিস্তেজ হ'য়ে পড়্‌বে।

শশাঙ্ক। উঃ—রাজনীতি কি জটীলতাপূর্ণ !

বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।

ভৈরবানন্দ। এস বিজয় ! দূতকে বেশ সহৃদয়তা দেখাতে পেরেছিলে ?

বিজয়চন্দ্র। হাঁ গুরুদেব, দূত পরম সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করেছে।

বেত্রধারিণী প্রহরিণী-পরিবেষ্টিতা শৃঙ্খলাবদ্ধা
রাজ্যশ্রীর পেবেশ।

প্রহরিণীগণ।—[প্রহার করিতে করিতে]

গীত।

চল্ বেটী চল্—চল্ বেটী চল্।
চট্‌পটাপট্ মারছি বেত, এতেও নাই চোখে জল॥

বলেছেন রাণী মা, মেরে মেরে কর্‌বি ঘা,
লাল টক্‌টকে হবে গা, তখন দিবি নুনের জল।
এমনি বেত মার্‌বি জোরে, ছাল চামড়া যাবে ছিঁড়ে,
তাজা রক্ত উঠ্‌বে ফুঁড়ে, তখন বোঝা যাবে হৃদয়বল॥

রাজ্যশ্রী। পরম কারুণিক দয়াল বুদ্ধদেব! সহ্য কর্‌বার শক্তি দাও প্রভু!

ভৈরবানন্দ। আচ্ছা, তোমরা এখন নিরস্ত হও। রাজ্যশ্রী! আশা করি, এখন তুমি তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণে স্বীকৃত আছ?

রাজ্যশ্রী। বাবা! বড় ভুল কর্‌ছেন; "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ" বলুন বাবা, কেমন ক'রে ধর্ম্মত্যাগ কর্‌বো?

ভৈরবানন্দ। তা আমি জানিনে; শোন রাজ্যশ্রী, আমি চাই এক মন্ত্রে সমগ্র ভারতকে দীক্ষিত কর্‌তে। এখনও যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমার ধর্ম্মগ্রহণ না কর, তা হ'লে তোমার উপর এর চেয়েও কঠোরতর ভয়াবহ অত্যাচার হবে।

রাজ্যশ্রী। বাবা! শত অত্যাচারে, সহস্র অবিচারে, হৃদয় জয় করা যায় না। যে হৃদয়ে স্বার্থপর সংসারে স্বর্গের ছবি ফুটে ওঠে—বিরাট মরুভূমিতে করুণার উৎস দেখা দেয়—অমানুষিক উৎপীড়নে প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, জীবন-সংগ্রামের জটীলতায় বিবেকের রশ্মিপথ দেখিয়ে দেয়, বাবা, সে হৃদয় আপনি জয় কর্‌তে চান দৈহিক অত্যাচারে? এ আপনার মহাভ্রম!

ভৈরবানন্দ। বটে! আচ্ছা দেখা যাক্; প্রহরিণীগণ! নির্দ্দয়ভাবে প্রহার কর! রাজ্যশ্রীর যদি মতের পরিবর্ত্তন হয়, প্রভূত পুরস্কার পাবে।

প্রহরিণীগণ। [রাজ্যশ্রীকে প্রহার করিতে করিতে]

পূর্ব্ব গীতাংশ।

এমনি বেত মার্‌বি জোরে, ছাল চামড়া যাবে ছিঁড়ে,
তাজা রক্ত উঠ্‌বে ফুঁড়ে. তখন বোঝা যাবে হৃদয়বল ॥

রাজ্যশ্রী। পরম কারুণিক দয়াল বুদ্ধদেব! আমায় সহ্য কর্‌বার শক্তি দাও প্রভু!

গীতকণ্ঠে অবধূত গোস্বামীর প্রবেশ।

অবধূত।—

গীত।

ওরে হবি যদি তুই খাঁটী সোনা।
অত্যাচার-অনলে পুড়ে ময়লা মাটী কাটিয়ে নে না ॥
অনিত্য এ সংসারতীরে, জন্ম যে তার মায়া করে,
সিদ্ধ হও প্রেম-হাপরে, তবে তো তাকে যাবে চেনা ॥
কেটে গিয়ে ময়লা মাটী, সেদিন তুই হবি খাঁটী,
কর্‌বি ত্যাগ কর্ম্মটাটী, এই রকম তো আছে শোনা।
ব্যবসাদার মেজে ঘ'সে, কষ্টি পাথরে ক'সে ক'সে,
দরদস্তুর কর্‌বে শেষে, তখন ছুটে আস্‌বে সর্ব্বজনা ॥

[প্রস্থান।

[প্রহরিণীগণ রাজ্যশ্রীকে প্রহার করিতে লাগিল]

রাজ্যশ্রী। কে তুমি মহাপুরুষ! অলক্ষ্যে ব'সে আমার তমসাবৃত অবসন্নপ্রায় হৃদয়ক্ষেত্রে উৎসাহের বিমল জ্যোতিঃ ছড়িয়ে দিলে? গুরো! গুরো! দিগন্তহীন পরীক্ষা-সাগরের মধ্যস্থলে এসে পড়েছি,—হৃদয়ে বল দাও—অকূলে কূল দাও।

বিজয়চন্দ্র। রাজ্যশ্রী, কেন আর অত্যাচার ভোগ কর্‌ছো? গুরুদেবের প্রস্তাবে সম্মত হও।

রাজ্যশ্রী। আমার ভ্রাতৃবন্ধু মালবরাজ! আপনারা হয় তো বিশ্বাস কর্‌বেন না, এতে আমার কোন কষ্ট হ'চ্চে না। এদের বেত্রাঘাত কুসুমের আঘাতের চেয়েও আমার কাছে কোমল ব'লে বোধ হ'চ্চে; নতুবা আমি কি এতক্ষণ সহ্য কর্‌তে পার্‌তুম ভাই!

অপর্ণা। গুরুদেব! এ ভাবে রাজ্যশ্রীকে আমরা কোন প্রকারে স্বমতে আন্‌তে পার্‌বো না। আমি নারী, নারীর হৃদয়ে কোন্ স্থানে ব্যথা দিলে নিদারুণ বাজে, তা আমি জানি। যদি অনুমতি হয়—

ভৈরবানন্দ। গৌড়েশ্বরী! যে কোন উপায়ে রাজ্যশ্রীকে স্বমতে আন্‌তেই হবে।

অপর্ণা। প্রহরিণীগণ! এই সর্ব্বজন সমক্ষে রাজ্যশ্রীকে বিবস্ত্রা ক'রে ফেল।

[প্রহরিণীগণ বস্ত্র উন্মোচনে উদ্যত হইল]

রাজ্যশ্রী। গুরো! পরীক্ষা-সাগরে তুফান উঠেছে। ভাসিয়ে দিলে—ভাসিয়ে দিলে! রক্ষা কর!

গীতকণ্ঠে মৃগাঙ্কের প্রবেশ।

মৃগাঙ্ক।—

গীত।

মা গো! ক'রো না ক'রো না অমন কাজ।
ধরম উচ্চ শিরে হেনো না দারুণ বাজ॥
দুদিনের তরে এ ভবসংসারে এসেছি গো হেথা,
সে দিন ফুরালে যেতে হবে চ'লে, জানি না গো কোথা,—

এখনও সময় আছে, শমন আসেনি কাছে,
দেখ্‌ছে সে দাঁড়িয়ে পাছে তোমার পরপারের সাজ।
ধরি গো চরণে সজলনয়নে গরল ক'রো না পান,
এ নয়কো সুধা, বাড়ে ভবক্ষুধা, দেয় না সে চরণে স্থান,
ও তো নয়কো জোছনা, স্নিগ্ধ উজল-বরণা,
ও যে জ্বালাময়ী বেদনা প'ড়ো না ভ্রমে অনলমাঝ॥

ভৈরবানন্দ। অর্ব্বাচীন বালক! সাবধান, তুমি রাজকুমার হ'লেও তোমাকে ক্ষমা কর্‌বো না। এ রাজনীতি; এখানে বালকের চপলতা স্থান পায় না। প্রহরিণীগণ! শীঘ্র বস্ত্র উন্মোচন কর; তারপর দেখ্‌ছি।

[প্রহরিণীগণ বস্ত্র উন্মোচনে উদ্যত হইল]

শশাঙ্ক। [উন্মত্তের ন্যায় উদাসভাবে] উঃ, রাজনীতি কি জটিলতা-পূর্ণ! কি অত্যাচারের লগ্ন শ্মশান! রাণী গৌড়েশ্বরী! আমি রাজনীতি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; আমাকে শাস্তি দাও—বেত্রাঘাত কর, নইলে আমি রাজনীতি বুঝ্‌তে পার্‌বো না। হাঃ-হাঃ-হাঃ, পৃথিবী টল্‌ছে! ঐ—ঐ ভূমিকম্প ছুটোছুটি কর্‌ছে।

অপর্ণা। এ কি! মহারাজ উন্মাদ হ'লেন না কি?

শশাঙ্ক। না—না, আমি উন্মাদ হবো কেন? আমি শিষ্য, আমাকে রাজনীতি শিক্ষা দাও। চারিদিকে অগ্নি জ্বালাও—শিশুর বুকে ছুরী বসাও—দেশের সমস্ত রমণীকে উলঙ্গ ক'রে দাও; নইলে আমি রাজনীতি শিখ্‌তে পার্‌বো কেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ, সব দুল্‌ছে—সব দুল্‌ছে, পালাই—পালাই, রাজনীতি! আমাকে রক্ষা কর; তোমাকে আমি চিন্‌তে পারিনি।

[বেগে প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ। তাই তো, সত্যসত্যই শশাঙ্ক উন্মাদ হ'য়ে গেল! প্রহরিণীগণ! তোমরা রাজ্যশ্রীকে এখন কারাগারে রাখগে। অপর্ণা! বিজয়! ছুটে এস। দেখি, শশাঙ্ক কোথায় গেল।

[ভৈরবানন্দ, বিজয় ও অপর্ণার প্রস্থান।

মৃগাঙ্ক। হরি! আমার নিরপরাধ বাবাকে রক্ষা কর। মা! মা! আমার বাবাকে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। ভগবন্! প্রভু! রাজাকে রক্ষা কর।

[রাজ্যশ্রীকে লইয়া প্রহরিণীগণের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

নিত্যানন্দ ঠাকুরের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। জ্যোতিষের "জ"কারও আমার জানা নেই বাবা, কেবল একটু সাধারণ বুদ্ধি খরচ ক'রে, আর উপর-চালাকি মেরে সেরে দিচ্চি। এরই মধ্যে দেশের চতুর্দ্দিকে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এক দণ্ডও সময় নেই, কাতারে কাতারে লোক আস্ছে, আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌ছে; বিরক্ত ক'রে তুল্লে বাবা! ভাব্‌লাম এক, আর হ'লো এক। মনে কর্‌লাম, রাজাটার একটু উপকার কর্‌বো, গ্রহচক্রের ভয়-টয় দেখিয়ে সৎপথে নিয়ে যাবো, সে তো চুলোয় গেল—এখন একটা বদ্ধ পাগল! বড় বড় কবিরাজ লেগে গেছে চিকিৎসা কর্‌তে।

জনৈক অতি বৃদ্ধ যষ্টির উপর ভর দিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধ। গ্রহাচার্য্য ঠাকুর! প্রণাম হই।

নিত্যানন্দ। এই রে—সেরেছে! আমি গ্রহাচার্য্য ট্রহাচার্য্য নই, ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, পথে ভিক্ষা কর্‌তে বেরিয়েছি।

বৃদ্ধ। হে সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ, এ অধীনকে আর ছলনা কর্‌বেন না, আমি আপনার গৃহে গিয়াছিলাম, সকলে বল্‌লে আপনি অন্তর্দ্ধান করেছেন; যদি দয়া ক'রে দর্শন দিয়েছেন, তবে আর বঞ্চনা কর্‌বেন না।

নিত্যানন্দ। [স্বগত] বেটারা আমাকে ক'রে তুল্‌লে কি? অন্তর্দ্ধান, আবির্ভাব, এই সব বড় বড় আখ্যা দিতে আরম্ভ কর্‌লে। না, আমি এ পথ ছেড়ে দেবো, বেটার সঙ্গে কথাই কবো না।

বৃদ্ধ। বলি প্রভু! এই দীন ব্রাহ্মণের প্রতি কি দয়া হবে না? [নতজানু হইয়া] যদি কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, তবে নিজ গুণে ক্ষমা ক'রে আমার মনের আঁধার দূর ক'রে দাও দয়াময়!

নিত্যানন্দ। আচ্ছা বেটা, তুই যখন কিছুতেই ছাড়বি না, তখন বল্ তোর কি প্রশ্ন?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে প্রভু! আপনার অশেষ করুণা; আজ্ঞে এই দেখুন, আমার কিছু সম্পত্তি আছে—তা ছেলে-পিলে স্ত্রী-পরিজন কেউ নেই। তা ঠাকুর, একটা—

নিত্যানন্দ। বিয়ে কর্‌তে চাও?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে—আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমার মনের কথা সবই তো জান্‌তে পেরেছেন। এখন বলুন প্রভু! বিবাহ কর্‌লে আমার ছেলে হবে কি না?

নিত্যানন্দ। শুক্রের যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়েছে, ঔরসপুত্র হওয়া অসম্ভব, তবে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ হবে।

বৃদ্ধ। ক্ষেত্রজ পুত্র কি প্রভু ?

নিত্যানন্দ। তোমায় স্ত্রীরূপ ক্ষেত্রে অপর কর্ত্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হবে, সেই তোমায় ক্ষেত্রজ পুত্র ব'লে পরিচিত হবে। ঐ ক্ষেত্রজ পুত্র তুমি জীবিত থাক্‌তেও হ'তে পারে, আর ম'রে গেলে তো কথাই নেই।

বৃদ্ধ। রাম ! রাম ! প্রভো ! ও আদেশ কর্‌বেন না। দেখুন, আপনি একটু ভাল ক'রে গুণে গেঁথে দেখুন, যাতে আমার অন্ততঃ একটী ঔরসপুত্র হয়।

নিত্যানন্দ। [পুঁথি খুলিয়া গণনা করিয়া] আচ্ছা ; একটা উপায় আছে।

বৃদ্ধ। উপায় আছে প্রভু ? দয়া ক'রে আদেশ করুন।

নিত্যানন্দ। দেখ, তোমার বয়স যখন পঞ্চাশের অধিক, তখন জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখেছে "পঞ্চাশৎ উর্দ্ধং যাবন্তি বয়াংসি, তাবৎ উত্থান-মুপবেশনঞ্চ"। অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিদিগের যদি বিবাহ কর্‌তে হয়, তবে তার যত বৎসর বয়স হয়েছে, ততবার তাকে উত্থানমুপবেশনঞ্চ অর্থাৎ কি না ওঠ্‌-বোস কর্‌তে হবে। যদি ততবার ওঠ্‌-বোস কর্‌তে সমর্থ হয়, তবে তার বিবাহ কর্‌লে ঔরস-পুত্র হওয়া অসম্ভব নয়। এই কথা আমার শাস্ত্রে লিখেছে।

বৃদ্ধ। প্রভো ! আমার বয়স তো একাশী বৎসর হয়েছে। তা হ'লে কি আমাকে একাশীবার ওঠ্‌-বোস কর্‌তে হবে ?

নিত্যানন্দ। নিশ্চয়ই ; যদি সমর্থ হও, বিবাহ কর। শাস্ত্রে কোন আপত্তি নেই। তা হ'লে ওঠ্‌-বোস কর বাবা, আমি দেখি।

বৃদ্ধ। আচ্ছা প্রভো! তবে আপনি গণনা করুন। [ওঠ্-বোস করিতে উদ্যত]

নিত্যানন্দ। ন যষ্টিঃ গ্রহীতব্যা। অর্থাৎ কি না লাঠী হাতে ক'রে ওঠা-বসা চল্‌বে না। বাবা! লাঠীর সাহায্য নিও না, তা হ'লে ক্ষেত্রজ পুত্র হবে।

বৃদ্ধ। আচ্ছা প্রভো! এই আমি লাঠী ফেলে দিচ্চি। [যষ্টি ত্যাগ করিয়া ওঠা বসা করিতে লাগিলেন]

নিত্যানন্দ। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ওকি বাবা! দেরী হ'য়ে যাচ্চে যে! ৬, ৭, ও কি, প'ড়ে গেলে কেন বাবা? ওঠ—ওঠ, উঠে বোস।

বৃদ্ধ। প্রভো! আমার হাত পা এলিয়ে পড়্‌ছে; আমি যে আর উঠ্‌তে পার্‌চিনে।

নিত্যানন্দ। ভয় কি বৎস! আমি লোকজন ডেকে আন্‌চি।

বৃদ্ধ। না—না ঠাকুর! লোকে জান্‌তে পার্‌লে বড় ধিক্কার দেবে। প্রভু! বুঝ্‌তে পেরেছি, ক্ষমা করুন,—আমি আর বিবাহ কর্‌তে চাই না ঠাকুর!

নিত্যানন্দ। আচ্ছা বাবা! তুমি তবে একটু বিশ্রাম কর, আমি আসি।

[প্রস্থান।

মুক্ত অসিহস্তে বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।

বিজয়চন্দ্র। আশ্চর্য্য! জান্‌তে পেরেছে, আর একটুকু হ'লেই ঘাল করেছিলুম। আমি রাজ্যশ্রীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, বেটা যদি সকলকে ব'লে দেয়, তা হ'লে আমার এত বড় সুনামে একটা কলঙ্কের ছাপ প'ড়ে যাবে। আবার এই হত্যা করবার উদ্যোগও যখন জান্‌তে পেরে

স'রে গেল, তখন নিশ্চয়ই সকলকে ব'লে দেবে। উঃ—কি করি! এইবার আমার সর্ব্বনাশ হ'লো! উঃ—যাই বা কোথা, করি বা কি? রাজ্যশ্রী! রাজ্যশ্রী! তুমি যদি যত্ন ক'রে বুকে তুলে নাও, তবেই আমার রক্ষা, নইলে—উঃ, ভাব্‌তে মাথা ঘুরে যাচ্চে।

[বেগে প্রস্থান।

বৃদ্ধ। দেখ্‌ছি, আমার মত রাজপুরুষটাও জ্যোতিষীর সন্ধান ক'রে বেড়াচ্চে। যাও বাবা, তুমিও একটু পরে মাজাভাঙ্গা ঘয়ের মত এই রকম পথের ধারে উল্‌টে পড়্‌বে। [যষ্টির উপর ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা] তাই তো! দেখ্‌ছি বেজায় লেগেছে; না—কোন গতিকে এই-টুকু যেতেই হবে। [দাঁড়াইয়া] বুড়ার দল সাবধান হও; যদি বিয়ে কর্‌তে চাও, আগে ওঠ্‌-বোস ক'রে নিজের সামর্থ্য পরীক্ষা ক'রে নাও, নইলে ক্ষেত্রজ পুত্রের পিতা হ'তে হবে। জ্যোতিষী, তুমি আমার চোক ফুটিয়ে দিয়েছ।

[অতি ধীরে টলিতে টলিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগৃহ।

অন্তরীক্ষে গীতকণ্ঠে কিন্নর-কিন্নরীর প্রবেশ।

গীত।

কিন্নর। আজ না কি তোর প্রেমের পাখী গাইবে নূতন গান
কিন্নরী। ঐ দেখ্ না দূরে, আস্‌ছে উড়ে সপ্ত বীণার তান
কিন্নর। আহা হা মধুর কণ্ঠস্বর,
কিন্নরী। যেন ঠিক কদমতলার মোহন বংশীধর

কিন্নর। গোপনেতে তুই বুঝি ওর রাধা,
কিন্নরী। দুর দুর দুর গাধা, তোর নেই স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান।
কিন্নর। আমি যে তোর প্রেমেতে জড়সড়,
কিন্নরী। ভয় কি ভাই, এই যে আমি ধর, (আলিঙ্গন)
কিন্নর। ওহোঃ—এতে বাড়্ছে বেজায় ক্ষুধা,
কিন্নরী। ঐ দেখ আসছে প্রেমের সুধা, চল চল করিগে পান ॥

[অন্তর্দ্ধান।

প্রহরিণীগণ-বেষ্টিত রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। গুরো! তোমারই কৃপায়, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়তরী বিস্তীর্ণ পরীক্ষা-সাগরে ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্চে। জানি না, কত দূর অগ্রসর হ'লাম। জানি না, জীবনের কোন মাহেন্দ্রক্ষণে তোমার বিজয়-বৈজয়ন্তী পতাকার দর্শন পাবো! অনন্ত দুঃখের তুফান, সহস্র অত্যারের ঝঞ্ঝা আমার উপর চাপিয়ে দিচ্চ প্রভু! দাও, সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুভূতি লুপ্ত ক'রে দিও, নতুবা সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না।

জনৈক অনুচরের প্রবেশ।

অনুচর। প্রহরিণীগণ! মালবরাজ ও শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ এখনই এখানে আস্‌বেন। তোমরা মালবরাজের আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন কর্‌তে থাক; কার্য্য সিদ্ধ হ'লে তিনি প্রভুত পুরস্কার দেবেন।

[প্রস্থান।

প্রহরিণীগণ। তাই তো রে! মালবরাজের কথা ভুলে গিয়ে ছিলাম; ধর্—ধর্ একটা মনভুলানো গান ধর্।

গীত।

শোন্ গো কনোজ-রাণী আজ আস্‌ছে তোর নূতন বর।
তোর মিটে যাবে প্রাণের জ্বালা যেন বাড়াস্‌নে কো দর ॥

যার রূপেতে মদনরাজ আপনা হ'তে পায় গো লাজ,
সেই রসিক-রতন আস্‌ছে আজ, সে যে সর্ব্বগুণে গুণাকর।
তুই ভাগ্যবতী ধন্যা নারী, তাই জুটেছে এমন প্রাণপিয়ারী,
তোর প্রেম-কাননে হবে দ্বারী, প্রাণ দিয়ে তার যত্ন কর্॥

রাজ্যশ্রী। না—পার্‌বো না—আর সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। বেত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেছে—অজস্র শোণিতপাতে শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে! উঃ—অসহ্য! অসহ্য! ধর্ম্ম! আমার চির-উপাস্য ধর্ম্ম! যাও—রাজ্যশ্রীর হৃদয় হ'তে চির-নির্ব্বাসিত হও। আমার সতীত্ব অত্যাচারের নগ্ন শ্মশানে চিরবিলুপ্ত হও। প্রহরিণীগণ! না—না, অত্যাচার হ'তে তোমাদিগকে বিরত হ'তে নিষেধ কর্‌তে শতধারা এসে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ ক'রে দিচ্চে। বিলুপ্তপ্রায় উত্তেজনা কাতরনয়নে আমাকে কতবার নিষেধ কর্‌ছে। ও কি! ও কি! গুরো! তুমি রোদন কর্‌ছো? দীন, দরিদ্র, আতুর কাঙ্গাল, তোমরা অশ্রুবিসর্জ্জন কর্‌ছো! ভয় নাই, রাজ্যশ্রী তার শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত তার চির-উপাস্য ধর্ম্ম, তার নারীত্বের সূর্য্যকান্তমণি সতীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে যাবে। ও কি, সুমধুর স্বরে কে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্চে?

অন্তরীক্ষে গীতকণ্ঠে অবধূত স্বামীর প্রবেশ।

অবধূত।—

গীত।

পরীক্ষা-সাগরে তুই কেন পেলি ভয়?
জলকল্লোল তুফান ঝঞ্ঝা ওরা সব কর্‌ছে অভিনয়॥
অভিনয় ফুরিয়ে গেলে, সাজ-সজ্জা সব খুলে ফেলে,
স্বস্থানে সব যাবে চ'লে ওরা কেউ কারও নয়।

ঐ দেখ্ এক রাজার ছেলে, পশুর অভিনয় করবে ব'লে,
বশীকরণ ধূলির বলে তোকে করতে আস্‌ছে জয়,—
তার পেছনে গুরু তান্ত্রিক, সেজে আস্‌ছেন মহাযান্ত্রিক,
তুই আছিস্ হৃদয়-যান্ত্রিক, মধুরস্বরে কর্ না পরাজয় ॥

রাজ্যশ্রী। কে তুমি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ, শূন্যপথে সুমধুর সঙ্গীতের স্বরে আমার মনপ্রাণ ভাসিয়ে দিলে ? কে তুমি করুণার সাগর আমার ভয়বিহ্বল হৃদয়-বেলায় প্রেমের উচ্ছ্বাসে ছড়িয়ে পড়্‌লে ? কে তুমি হৃদয়-বন্ধু, উপদেশের ছলে পরীক্ষা-সাগরে দূরবীক্ষণ দান কর্‌লে ?

অবধূত। [নেপথ্যে] মা রাজ্যশ্রী ! নির্ভয়ে অগ্রসর হও।

রাজ্যশ্রী। স্বামিজী ! স্বামিজী ! চির-হৈতৈষী স্বামিজী ! তোমার করুণায় আমার হৃদয় ভ'রে গেছে। আর আমার কোন ভয় নেই। প্রহরিণীগণ ! তোমরা যত ইচ্ছা বেত্রাঘাত কর, তোমাদের প্রভুর আদেশ প্রতিপালন কর ; নইলে তোমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটী হবে।

বিজয়চন্দ্র ও তৎপশ্চাৎ ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরবানন্দ। বৎস ! নির্ভয়ে অগ্রসর হও, আমার প্রদত্ত হোম-কুণ্ডের ভস্ম রাজ্যশ্রীর অঙ্গে নিক্ষেপ কর। আমার বশীকরণ মন্ত্রবলে এই মুহূর্ত্তেই দাম্ভিকা রাজ্যশ্রী তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হবে। আমার অত্যাশ্চর্য্য মন্ত্রপ্রভাবে এই দণ্ডেই তোমাকে পতিত্বে বরণ ক'রে নেবে —স্বামী ব'লে তোমার চরণতলে এখনই লুটিয়ে পড়্‌বে। তারপর তন্ত্রমতে তোমাদের বিবাহ দেবো,—তোমরা উভয়ে বিপুল উদ্যমে ভারতের বুক হ'তে ভিক্ষাজীবীর বিলোপসাধন ক'রে আমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল কর্‌বে।

বিজয়চন্দ্র। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য ; তবে আমি অগ্রসর হই।

[ধীরপদে অগ্রসর হইয়া রাজ্যশ্রীর অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশ্রী চমকিত হইয়া উঠিলেন]

ভৈরবানন্দ। জয় মা কালী কুণ্ডলিনীর জয়! বৎস! নাম ধ'রে এইবার আহ্বান কর, এখনই তোমাকে স্বামী ব'লে আহ্বান কর্‌বে।

বিজয়চন্দ্র। শ্রী!

রাজ্যশ্রী। কে? আমার সোদরপ্রতিম ভাই বিজয়চন্দ্র এসেছ? এস ভাই! [বিজয় ও ভৈরবানন্দ চমকিত হইয়া অধোবদন] একি! একি! বঙ্গের প্রধান তান্ত্রিক সাধক ভৈরবানন্দ আশ্রম আজ দয়া ক'রে আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন! হে শক্তিমান সাধক! কন্যার প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিজয়চন্দ্র। গুরুদেব! একি হ'লো? আপনার বশীকরণ মন্ত্র ব্যর্থ হ'য়ে গেল!

ভৈরবানন্দ। বজ্র! তুমি গগনবক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে আমার মস্তকে আছ্‌ড়ে পড়। ভীষণ অন্ধকার! চতুর্দ্দিকে আমাকে ঘিরে ফেল। প্রভঞ্জন! প্রলয়কালীন ঝঞ্ঝার মূর্ত্তিতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে আমাকে লোকালয় হ'তে উড়িয়ে নিয়ে কোন এক তমসাচ্ছন্ন গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ কর। আমার সারা জীবনের বহু আয়াসলব্ধ মান-সম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তি পলকের মধ্যে সংসারের আবর্জ্জনার সঙ্গে মিশিয়ে গেল। উঃ—পাষাণী, একি কর্‌লি! বিজয়! বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, এই রাজ্যশ্রী কোন্ মহিয়সী শক্তিময়ী দেবীমূর্ত্তি মানবী-মূর্ত্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। যদি বুঝ্‌তে পারি, আবার আমি ফিরে আস্‌বো। যদি কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে পারি, তবেই আবার তোমাদের কাছে গুরু ব'লে পরিচয় দেবো।

[বেগে প্রস্থান।

বিজয়চন্দ্র । গুরুদেব ! গুরুদেব ! আমায় ছেড়ে কোথায় যাবেন ?

[প্রস্থান ।

রাজ্যশ্রী । আমার পরীক্ষা-সাগরের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় বুঝি শেষ হ'লো । গুরো ! আর কতদূর ?

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিত্যানন্দের কক্ষ।

নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ। [স্বগত] বাবা, এ যে দেখ্‌ছি ক্রমশ ঘটনাটা জটিল হ'য়ে উঠ্‌লো; রাজাটা পাগলা ঘোড়ার মত চিঁহি ডাক ছাড়্‌চে। স্বরস্বতীর বরপুত্রী রাণী বেটী তাকে ঠাণ্ডা কর্‌বার জন্য হরদম দানা জল যোগাচ্চে। মদনের পোষ্য পুত্র মালবরাজটা আশ্বিনে কুকুরের মত ছুটোছুটী ক'রে বেড়াচ্চে। ভৈরবানন্দ গরুটা অপমানের ঠ্যাঙ্গা খেয়ে দড়া ছিঁড়ে নেদে চুনিয়ে পুচ্ছ তুলে বাঙ্গলার সমতল ক্ষেত্রে ঠেলে উঠেছে। রাজার ছেলেটা বাহু তুলে হরিনামে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। রাজ্যশ্রী তো কারাগারে ভাবের তুফানে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্চেন—ওদিকে পুলকেশী আর রাজ্যবর্দ্ধন শিবিরে ব'সে ব'সে স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের প্রত্যাশায় হাবু গুণ্‌চেন, আর এদিকে নিত্যানন্দ দেবশর্ম্মা মিথ্যা জ্যোতিষী সেজে রাজাটার কিছু উপকার কর্‌বার ফাঁক খুঁজছেন। দূর হোক্‌গে যাক্‌, এ সব জটিল তত্ত্ব ভেবে কোন লাভ নেই। [প্রকাশ্যে] ওরে মোধো! ও মোধো! মোধো রে!—

ভৃত্য মধুসূদনের প্রবেশ।

মধুসূদন। আজ্ঞে হুজুর!

নিত্যানন্দ। ব্যাটা থাকিস্‌ কোথা? এক ডাকে সাড়া পাওয়া যায় না। যা—আমার নস্থির কৌটাটা এনে দে।

মধুসূদন। আজ্ঞে!

[প্রস্থান।

নিত্যানন্দ। বেটার চাকরটা গালে হাত দিয়ে ব'সে ব'সে কি যে ভাবে, কিছুই ঠিক কর্‌তে পারি না। বেটা যদি খপ ক'রে প্রশ্ন ক'রে ফেলে, তা হ'লেই আমার জ্যোতিষ বিদ্যা টপ্‌ ক'রে পপাত ধরণীতলে। ভাল জ্যোতিষী হ'তে হ'লেই ভিতরে ভিতরে সন্ধান রাখ্‌তে হয়।

মধুসূদনের পুনঃ প্রবেশ।

মধুসূদন। এই নিন্‌ দেবতা! [নস্যের কৌটা লইতে গিয়া কৌটা মাটীতে ফেলিয়া দিলেন।]

নিত্যানন্দ। বেটা হারামজাদা, সব নস্যিটে ফেলে দিলি? বল্‌ বেটা, কেন তুই এত অন্যমনস্ক?

মধুসূদন। দেবতা! আমার অপরাধ হয়েছে; আপনি তো সব জানেন।

নিত্যানন্দ। তা জানি, তবু তোকে নিজের মুখে বল্‌তে হবে।

মধুসূদন। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমার স্ত্রী।

নিত্যানন্দ। বল্‌ বেটা—থাম্‌লি কেন?

মধুসূদন। আজ্ঞে—তার একটু বারটান আছে।

নিত্যানন্দ। দূর বেটা পাজী! [কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া] এই যে আসুন—মহারাজ আসুন!

শশাঙ্কের বেগে প্রবেশ।

শশাঙ্ক। আচার্য্য ঠাকুর! সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশী অপর্ণা সসৈন্য মালবরাজকে রাজ্যবর্দ্ধনের শিবির আক্রমণ কর্‌তে পাঠিয়েছে।

উঃ—অবৈধ আক্রমণ—জ্ব'লে যাবে—অধর্ম্মের লেলিহান অনলশিখায় সমগ্র দেশটা জ্ব'লে যাবে! আমার পবিত্র বংশ পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবে! ঠাকুর—ঠাকুর! আমার বুকটা জ্ব'লে গেল, যুদ্ধটা থামিয়ে দিতে পারেন?

নিত্যানন্দ। মহারাজ! একটু বসুন—আমি উপায় দেখ্‌ছি।

শশাঙ্ক। হাঁ, বস্‌বো বৈ কি! আচ্ছা—এই বসলাম, কর তো একটা উপায়।

নিত্যানন্দ। রাণী মা কি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ করেছেন?

শশাঙ্ক। তা কি হয় ঠাকুর! এই যা কিছু হ'চ্চে, একটীও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। আমার জীবনের সমুদায় ইচ্ছা তার রূপের বিনিময়ে আমি সাফ বিক্রয় কোবালা ক'রে দিয়েছি। এখন সে যা কিছু কর্‌বে—বুঝে নিতে হবে সব আমার ইচ্ছায়। বলি ঠাকুর! হিন্দু রমণী কি স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কাজ কর্‌তে পারে?

নিত্যানন্দ। রাণীমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে দেখি, যাতে যুদ্ধটা থামাতে পারি।

শশাঙ্ক। মেয়েমানুষ বোঝাবে তুমি; তাই না কি ঠাকুর? জানেন, মেয়েমানুষ হ'চ্চে দশম গ্রহ।

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে—জানি বৈ কি! তবে সে গ্রহের শান্তিও জানা আছে?

শশাঙ্ক। সখা—বন্ধু—প্রিয়তম ঠাকুর! যাতে আমার দশম গ্রহটীর শান্তি হয়, দয়া ক'রে তার ব্যবস্থা করুন,—কি কি প্রয়োজন, আদেশ করুন।

নিত্যানন্দ। এক গাদা মেয়েমানুষ চাই। তাদের সঙ্গে আপনাকে মিশ্‌তে হবে।

শশাঙ্ক। সে কি! একটা গ্রহের যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে উঠেছি—আবার এক গাদা? না—না—ও আমার একটাই ভাল।

নিত্যানন্দ। ভয় কি মহারাজ! বিষেণ বিষক্ষয়ঃ। আপনি কি সত্যসত্যই তাদের প্রেমে পড়্‌বেন—একটা অভিনয় দেখাবেন; যেন রাণীমাকে ত্যাগ ক'রে অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত হয়েছেন। তা হ'লেই দেখ্‌বেন, দশম গ্রহটী জল হ'য়ে গেছে।

শশাঙ্ক। যুক্তি অতি উত্তম বটে! কিন্তু এক পাল মেয়েমানুষের কাছে থেকে অভিনয় কর্‌তে কর্‌তে যদি পা পিছ্‌লে যায়—আর যাওয়াই সম্ভব; তখন কি হবে?

নিত্যানন্দ। কোন ভয় নেই, আমি থাক্‌বো।

শশাঙ্ক। মেয়েমানুষের টান ধর্‌লে লোহ-শৃঙ্খল ছিঁড়ে যায়; আপনি কি রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন ঠাকুর?

নিত্যানন্দ। নিশ্চয় পার্‌বো। এ অভিনয়, এতে বাস্তবতা কিছুই থাক্‌বে না। মধো! যা তো, তাদের ডেকে নিয়ে আয় তো!

মধুসূদন। আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। ওহো, কি ছিলাম, কি হয়েছি; আবার হয় তো আরও কি হবো! আচ্ছা ঠাকুর, সত্য সত্যই কি আমি পাগল হ'য়ে গেছি?

নিত্যানন্দ। না—না, যারা আপনাকে চেনে না, আপনার হৃদয়ের ব্যথা বোঝে না—তারাই কেবল পাগল বলে। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি গৌড়ে ফিরে যান, সব সেরে যাবে।

শশাঙ্ক। তাই যা হয় একটা কর্‌তে হবে। ওঃ—যা যায়, আর তা ফিরে আসে না। ঐ যে এক পাল মেয়েমানুষ আস্‌ছে।

মধুসূদনের সহিত নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। বৎসে! তোমরা সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায় মহারাজের রমণীর নেশা কাটিয়ে দাও।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

এই রসে ভরা খেজুর গাছে ব'সো না ও গো পাখীটী।
পাখনা তোমার যাবে জুড়ে আছে তাতে আটাকাটী॥
নলী বেয়ে আস্‌ছে রস, পড়ে ফোঁটা টস্‌-টস্‌,
এক ফোঁটাতে ভর্ত্তি কস বেড়ে যাবে ভিরকুটী॥
বারেক পাখা যুড়ে গেলে, সাতটী জন্ম যাবে চ'লে,
ছাড়বে না ছাড়িয়ে দিলে শেষে হবে সব মাটী॥

শশাঙ্ক। হাঁ, ঠিক গেয়েছ—অতি উত্তম গেয়েছ। ওঃ, এক দিন সেও এইরকম বিমল আনন্দে আমাকে ভরপুর ক'রে রাখ্‌তো।

মধুসূদন। দেবতা! দেবতা! রাণীমা আস্‌ছেন।

শশাঙ্ক। কে, গৌড়েশ্বরী? তাই তো বটে!

অপর্ণাদেবীর প্রবেশ।

অপর্ণা। আমি খুঁজে খুঁজে সারা হ'য়ে যাচ্চি, আপনি এখানে এসে জুটেছেন।

শশাঙ্ক। কে—আমার বিদুষী ধর্ম্মপত্নী? যাও, আমি যাবো না।

অপর্ণা। তা যাবেন কেন, রমণীর কলকণ্ঠে প্রাণের মধ্যে ঢেউ খেল্‌চে কি না! আমি থাক্‌তে তা কিছুতেই হ'তে দেবো না। চলুন, নইলে জোর ক'রে নিয়ে যাবো। [হস্তধারণ]

শশাঙ্ক। আচার্য্য ঠাকুর! কৈ—গ্রহের শান্তি তো হ'লো না?

নিত্যানন্দ। কোন ভয় নেই মহারাজ! আজ না হয় কাল এর ক্রিয়া বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

অপর্ণা। ঠাকুর! আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ ব'লে আমার বিশ্বাস আছে, আশা করি সেই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বেন। রাজা! আর আমি এখানে কালক্ষেপ কর্‌তে পারবো না, আমার সম্মুখে অনন্ত কর্ম্মস্রোত ভেসে যাচ্চে। এই সুসময়ী নিশার অবসানে আমি ভারত-সম্রাজ্ঞী হব। এখন চ'লে আসুন।

[রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

নিত্যানন্দ। হয় ভারতেশ্বরী, নয় পথের ভিখারিণী। যখন সসৈন্য মালবরাজ নৈশ আক্রমণে গিয়েছেন, তখন ও দুটোর একটা হ'তেই হবে। মধুসূদন! আমার পাখা উঠেছে, এইবার আমি উড়্‌বো।

[প্রস্থান।

মধুসূদন। দেবতা—দেবতা, আমাকে একটা কবচ দিয়ে যেতেই হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচলের নিভৃত গুহা।

কালিকামূর্ত্তির সম্মুখে যূপকাষ্ঠ, শৃঙ্খলাবদ্ধ হর্ষবর্দ্ধন দণ্ডায়মান, খড়্গহস্তে কাপালিক ও করযোড়ে শিষ্যগণ দণ্ডায়মান।

কাপালিক। বৎসগণ! এই ঘোর আমানিশায় যথাযোগ্য মায়ের পূজা সমাধা করেছি, এই দণ্ডে নরবলি প্রদান কর্‌বো। নররুধিরে

খর্পর পূর্ণ ক'রে দেবো। তার পূর্ব্বে তোমরা পরমানন্দে মায়ের জয়-গান কর।

শিষ্যগণ।—

গীত।

জয় মা শিবে কালী কুণ্ডলিনী।
দিগ্বসনা শবাসনা শব-শিরমালিনী॥
শোভিত কটীতটে অরিকর-মেখলা,
দীপ্ত নয়নমাঝে কোটী রবি করে খেলা,
গলিত রুধিরধারা রঞ্জিত-কলেবরা,
ত্বংহি পরমা পরা জীবে মুক্তিদায়িনী।
হসিত শশধর কর-পদ-নখরে
লোল রসনা হ'তে প্রেম-অমৃত ঝরে,
লম্বিত কেশরাশি আবৃত মুখশশী,
ত্বংহি তত্ত্বমসি সর্ব্বতত্ত্বশালিনী॥

কাপালিক। যুবক! এইবার তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত, এই অবসরে কায়মনপ্রাণে জননীর চরণে স্বীয় অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা কর।

হর্ষবর্দ্ধন। কাপালিক! জননীর চরণে জ্ঞানে কোন অপরাধ করেছি ব'লে তো মনে হয় না যে তার জন্য আমাকে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌তে হবে।

কাপালিক। অপরাধ করনি? হাঃ-হাঃ-হাঃ, কমলিনী মায়ের অভিপ্রেত প্রধান উপচার; সেই উপচার আমার হাতে হ'তে কেড়ে নিয়ে মহা অপরাধ করেছ। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট বস্তুর অপহরণে দেবতা রুষ্ট হয়েছেন—ঐ দেখ্ পাপী, দেবতা তোর প্রতি রোষোদীপ্ত-নয়নে তাকাচ্চেন; এখনও মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্।

হর্ষবর্দ্ধন। করুণার স্পর্শমণি জননী! একি লীলা তোমার? বনফুল! চ'ল্লাম, চিরজনমের মত চ'ল্লাম,—বড় সাধ ছিল, হ'লো না। দেবি! ভীত হ'য়ো না, স্বাবলম্বন শিক্ষা কর; ভারতের রমণীকুলকে ব'লে দাও, এ দুর্দ্দিনে তারা যদি ধর্ম্মজ্ঞানহীন পাষণ্ডদের হাত হ'তে রক্ষা পেতে চায়, তবে নিজেকে রক্ষা কর্‌তে শিখুক, নতুবা নাস্তি নান্যঃ পন্থাঃ। কাপালিক! আমি প্রস্তুত।

কাপালিক। হর্ষবর্দ্ধন! এই অন্তিমকালে তোমার জীবনদান প্রার্থনা ব্যতীত যদি কোন প্রার্থনা থাকে, তবে প্রকাশ ক'রে বল, আমি যথাসাধ্য পূরণ কর্‌বো।

হর্ষবর্দ্ধন। কাপালিক! কাপালিক! বন্ধু! এত দয়া তোমার?

কাপালিক। বল হর্ষবর্দ্ধন! কি তোমার প্রার্থনা?

হর্ষবর্দ্ধন। তোমার ভাণ্ডারে এক অমূল্য রত্ন আছে, বল কাপালিক! আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই মহারত্ন দান কর্‌বে। বল বন্ধু! আমার প্রার্থনা পূরণ কর্‌বে?

কাপালিক। আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি—তোমার জীবনদান ব্যতীত সকল প্রার্থনা পূরণ কর্‌বো।

হর্ষবর্দ্ধন। না—না কাপালিক! শপথ ক'রো না, তোমাদের শপথে আমার বিশ্বাস নেই; সরলপ্রাণে বল যে আমার প্রার্থনা পূরণ কর্‌বে?

কাপালিক। কর্‌বো।

হর্ষবর্দ্ধন। তবে বল কাপালিক! তোমার প্রধান উপচার কমলিনীর পরিচয় কি?

কাপালিক। তোমার মৃত্যু যখন নিকটে, তার পরিচয় প্রকাশে আর আমার বাধা নেই। শোন হর্ষবর্দ্ধন! দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে পরম

বৈষ্ণব মাধবচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এক শিশু কন্যা ছিল, পথে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়, অনন্যোপায় হ'য়ে মাধবচন্দ্র এক বৌদ্ধ মঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মাধবচন্দ্র যখন স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্যস্ত, সেই সুযোগে আমি ঐ শিশু কন্যাকে অপহরণ করি।

হর্ষবর্দ্ধন। কাপালিক! তুমি সেখানে কি কর্‌তে গিয়েছিলে?

কাপালিক। তন্ত্রমতে সুলক্ষণা একটী বালিকার অনুসন্ধানে বহু স্থান পরিভ্রমণ ক'রে, ছদ্মবেশী বৌদ্ধ সেজে ঐ মঠে অবস্থান কর্‌ছিলাম। কারণ, বহুযাত্রীগণের মধ্যে আমার মনোমত বালিকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, এই আমার বিশ্বাস ছিল।

হর্ষবর্দ্ধন। বুঝ্‌লাম, তারপর মাধবচন্দ্র কি কর্‌লেন?

কাপালিক। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, প্রকৃত বৌদ্ধরাই তাঁর কন্যাকে অপহরণ করেছে। তিনি শোকে, দুঃখে, ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে, প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন যে ভারতের বুক হ'তে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধন কর্‌বেন।

হর্ষবর্দ্ধন। কাপালিক! কাপালিক! এখন তিনি কোথায়, সে সন্ধান জান?

কাপালিক। জানি, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। তিনিই এমন বাঙ্গলার প্রধান তান্ত্রিক শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ আশ্রম।

হর্ষবর্দ্ধন। কাপালিক! দয়া ক'রে আমার আর একটী প্রার্থনা—

কাপালিক। ভিক্ষা পেলে ভিক্ষুকের আশা ক্রমশঃই বাড়্‌তে থাকে; আচ্ছা বল, শুন্‌তে দোষ কি!

হর্ষবর্দ্ধন। কাপালিক! এ পাপ পথ ত্যাগ করুন—আমি কম-

লিনীর সন্ধান ব'লে দিচ্ছি। আমার মৃত্যুর পর তাকে তার পিতার নিকট দিয়ে আসুন ; তিনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন। নইলে আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেই মণিহারা ফণিনীর জ্বালাময় তপ্ত নিশ্বাসে শত শত নরনারী দগ্ধ হ'য়ে যাবে, এমন সোনার ভারতভূমি ভস্মস্তূপে পরিণত হবে। উঃ, কি করেছেন, পত্নিবিয়োগবিধুর স্নেহময় জনকের বুক হ'তে স্নেহের পুতলী শিশু কন্যাকে অপহরণ ক'রে এনেছেন ; উঃ, যান্—এই মুহূর্ত্তে চ'লে যান—নৈলে আপনার মাথায় বজ্রাঘাত হবে।

কাপালিক। স্তব্ধ হও যুবক! তোমার উপদেশ শোন্‌বার জন্য তোমাকে এখানে নিয়ে আসিনি। বৎসগণ! কথায় কথায় বিলম্ব হ'য়ে যাচ্চে ; এই মুহূর্ত্তে যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ কর।

শিষ্যগণ। জয় মা কালী মায়ীকি জয়! জয় তারা কুলকুণ্ডলিনীর জয়! [যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ]

কাপালিক। [খড়্গোত্তোলন করিয়া] জয় মা তারা! জয় মা তারা!

বেগে সানুচর জীবনসিং ও কমলিনীর প্রবেশ।

অনুচরগণ। জয় সর্দ্দারকি জয়! জয় সর্দ্দারকি জয়!

জীবনসিং। খাড়া রহিয়ে যা ঠাকুর, নড়িয়েচিস্ কি মরিয়েছিস।

[বেগে কাপালিককে আক্রমণ, সশিষ্য কাপালিকের পলায়ন।

জীবনসিং। তোরা দাঁড়িয়ে থাক্, হামি উহার শির লিয়ে আস্‌বে।

[প্রস্থানোদ্যত]

কমলিনী। আর কোন প্রয়োজন নেই সর্দ্দার! বনদেবতা! বনদেবতা! একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনার জীবন রক্ষা হ'লো।

[যূপকাষ্ঠ হইতে বন্ধন মোচন করিলেন]

হর্ষবর্দ্ধন। একি! একি! বনফুল! আমি যে কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে, বিস্ময়ে আমার স্মৃতিশক্তি কোন এক অজানা বিষয়ে সমাচ্ছন্ন হ'চ্চে। বনফুল! এ যে কল্পনার অতীত, ধারণার বহির্ভূত; বল—বল, কি উপায়ে এই শক্তিমান ভীল সর্দ্দারের সাহায্য লাভ কর্‌লে? কাপালিকের এই গুপ্ত আশ্রমের সন্ধান কে তোমায় ব'লে দিলে?

কমলিনী। রাজকুমার! সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আপনি কাপালিক কর্ত্তৃক অপহৃত হ'লে, আমি শূন্য আশ্রমে এসে আপনাকে দেখ্‌তে না পেয়ে ক্ষুণ্নমনে রোদন কর্‌ছি; এমন সময়ে ঈশ্বর-প্রেরিত এই ভীল-সর্দ্দার আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'লেন।

হর্ষবর্দ্ধন। ভীল সর্দ্দারের কি উদ্দেশ্য ছিল?

কমলিনী। সর্দ্দার আমার রূপের নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে আমাকে বিবাহ কর্‌তে এসেছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন। উঃ, সর্দ্দারের কি দুঃসাহস?

জীবনসিং। কেনো এমোন কথা বল্‌ছিস?

হর্ষবর্দ্ধন। আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাক্‌তাম, তা হ'লে তখন কি হ'তো?

জীবনসিং। তখন তুহার শিরটী হামার একটী তীরে কেবল মাটীর উপর লট্‌কিয়ে পড়তো, আর বেশী কিছু হ'তো না।

হর্ষবর্দ্ধন। ওঃ! তুমি আমার জীবনদাতা। যাক্, তারপর কি হ'লো বনফুল?

কমলিনী। তারপর সর্দ্দার আমার মতামত জিজ্ঞাসা কর্‌লে;—আমি বল্‌লাম, রাজকুমারকে আমি নিরাপদ না দেখ্‌তে পেলে আমি জীবন ত্যাগ কর্‌বো। এমন সময় সংবাদ পেলাম, আপনি কাপালিকের

কবলিত। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখ্‌লাম, নিজের সুখ-শান্তি তুচ্ছবোধ হ'লো, আমি সর্দ্দারের নিকট প্রার্থনা জানালাম।

হর্ষবর্দ্ধন। বল বল বনফুল! কি প্রার্থনা জানালে?

কমলিনী। প্রার্থনা জানালাম—সর্দ্দার যদি আপনার জীবন রক্ষা কর্‌তে পারে, তা হ'লে আমি তার ইচ্ছায় বাধা দেবো না। সর্দ্দার! সর্দ্দার! তোমার কার্য্য তুমি শেষ করেছো, এখন চল আমাকে তোমার অভিপ্রেত স্থানে নিয়ে চল। আমার বনদেবতা! প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রণাম]

হর্ষবর্দ্ধন। বনফুল! বনফুল! সুদ সমেত আমার ঋণ পরিশোধ ক'রে দিলে। নিজের জীবন বিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা কর্‌লে। যাও দেবী, আশীর্ব্বাদ করি স্বামী-সোহাগিনী হও।

কমলিনী। সর্দ্দার! আর এখানে কোন প্রয়োজন নেই, চল।

জীবনসিং। দাঁড়া—দাঁড়া, তু বড়া ভাবিয়ে তুলিয়েছিস্! না---না, হামি তুহাকে নিয়ে যাবে না, তু দেবতা লোক আছিস, হামি তুহাকে সাদি করিয়ে কি কর্‌বে? আঁধার ঘরে সোনার দেহের যোতন হবে না। দেবি! বানরের গলায় মুক্তার মালার জৌলস হবে না। হামি তুহার চরণতলে পড়িয়ে সারাটী জীবন তুহাকে মায়ের মতন পূজা করিয়ে যাবে, তু আজ থেকে আমার মা; হামি তুহার ছেলিয়া।

[করযোড়ে চরণতলে নতজানু হইয়া উপবেশন করিল]

কমলিনী। পুত্র! পুত্র! [জীবনকে তুলিয়া বক্ষে ধারণ]

হর্ষবর্দ্ধন। আমার জীবনদাতা! দেবতা! দেবতা! আমাকে একটী আলিঙ্গন দাও।

জীবনসিং। তু তো হামার বাপ আছিস্! [আলিঙ্গন] দো হাজার ভীল, আর এই জীবন সিং তুহার হুকুমের গোলাম হইয়ে

থাক্‌বে। তু আজ থেকে হামাদের রেজা, আর হামারা তুহার পেরজা।

অনুচরবর্গ। জয় হামাদের রেজা রাণীকি জয়!

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন, আমাকে এই মুহূর্ত্তে বাঙ্গালায় যাত্রা কর্‌তে হবে, তুমি যাবে?

জীবন। তুহার আদেশে হামরা হাসিমুখে যমের দুয়ারে যাবে।

হর্ষবর্দ্ধন। উত্তম; তোমরা আমার অনুসরণ কর। বনফুল!

অনুচরগণ। জয় রেজা রাণীকি জয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির।

পুলকেশী ও রাজ্যবর্দ্ধন।

পুলকেশী। কৈ—আজও তো বিপক্ষের স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র আমাদের হস্তগত হ'লো না।

রাজ্যবর্দ্ধন। শুন্‌লাম, রাজা শশাঙ্ক হঠাৎ উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, বোধ হয় সেই জন্য বিলম্ব হ'চ্চে।

পুলকেশী। আপনার অনুমান সত্য হ'তে পারে; কিন্তু রাজনীতির চক্ষে দেখ্‌তে গেলে একটা সন্দেহও আস্‌তে পারে।

রাজ্যবর্দ্ধন। কি সন্দেহ দাক্ষিণাত্যের অধিপতি?

পুলকেশী। এই সুযোগে তারা যুদ্ধের জন্য সম্যক প্রস্তুত হ'তে পারে।

রাজ্যবর্দ্ধন। না—না, তা সম্ভব হ'তে পারে না। ভারতের দুই সম্মিলিত প্রধান শক্তির বিরুদ্ধে কখনই তারা যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে সাহসী হবে না।

পুলকেশী। সহসা অবৈধ আক্রমণে আমাদিগকে বিপন্ন কর্‌তে পারে তো?

রাজ্যবর্দ্ধন। বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বে? দূতের প্রতি তারা যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, সরলতাপূর্ণ অনুতপ্ত হৃদয়ের যে ব্যাকুলতা দেখিয়েছে, তাতে বিশ্বাসঘাতকতা কল্পনাই কর্‌তে পারি না।

পুলকেশী। বন্ধু! অধিক সম্মান, অত্যধিক ব্যাকুলতাই সন্দেহের কারণ। গ্রহবর্ম্মার মৃত্যু, নিশাযোগে রাজপুরী অবরোধ, রাজ্যশ্রীর কারাদণ্ড, অগ্নিসংযোগে নিরীহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জীবনসংহার যাদের শুভ্র কৃতিত্ব, আপনি বৌদ্ধ—আপনি তাদের বিশ্বাস কর্‌তে পারেন, আমি হিন্দু—আমি কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।

রাজ্যবর্দ্ধন। হিতৈষী বন্ধু! অভিমান কর্‌বেন না; সরলতাই আমার জীবনের উপাদান।

বেগে জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে!

পুলকেশী। [দণ্ডায়মান হইয়া] কি হয়েছে? শীঘ্র বল।

সৈনিক। আজ্ঞে—আজ্ঞে, চারি দিকে—চারি দিকে, কোন দিক বাদ নেই।

রাজ্যবর্দ্ধন। কি হয়েছে সৈনিক? একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বল।

সৈনিক। আজ্ঞে—আজ্ঞে, কোন দিকে পালাবার পথ নেই; ওঃ—কি ভয়ঙ্কর!

পুলকেশী। সাবধান উন্মাদ! বাচালতা পরিহার কর; নইলে এখনই শাস্তি পাবি।

সৈনিক। রাজা! রাজা! তুমি আমার বাপ, আমাকে রক্ষা কর। অসংখ্য সৈন্য নিয়ে বিপক্ষ আমাদের শিবিরের চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করেছে। শীঘ্র উপায় কর, নতুবা একটী প্রাণীও জীবিত থাক্‌বে না। [ক্রন্দন]

রাজ্যবর্দ্ধন। সে কি? এই ঘোর অমানিশায় অবৈধ আক্রমণ!

পুলকেশী। যাও সৈনিক! কোন চিন্তা নাই। পুলকেশীর সমর-কৌশল আজ বঙ্গ-জলাভূমির বিশ্বাসঘাতকদের উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়ে দেবে। বন্ধুবর! আপনি শিবিরের দক্ষিণ দিক রক্ষা করুন, আর আমি স্বয়ং তিন দিক রক্ষা কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

উভয় পক্ষের সৈন্যগণের প্রবেশ ও পরস্পরের যুদ্ধ,
তৎপশ্চাৎ মালবরাজ বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।

বিজয়চন্দ্র। যাও সৈন্যগণ! নির্ভয়ে অগ্রসর হও; যখন শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করেছি, তখন প্রবল উদ্যমে বিপক্ষ সৈন্যকটক অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে অমিতবিক্রমে অগ্রসর হও।

সৈন্যগণ। জয় গৌড়ের জয়, জয় মালবের জয়!

[সৈন্যগণের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

বিজয়চন্দ্র। এ যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমার জীবনের শুভাশুভ নির্ভর কর্‌ছে। সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি,

তুমি আমার ভালবাসার গভীরতা পরীক্ষা করছো। স্থির জেনো দেবী! এই যুদ্ধের বিজয়মাল্যের সঙ্গে তোমার প্রদত্ত পরিণয়-মাল্যের মহা সমাবেশ হবে। ঐ যে সসৈন্য রাজ্যবর্দ্ধন আসছেন!

সসৈন্য রাজ্যবর্দ্ধনের প্রবেশ।

রাজ্যবর্দ্ধন। একি! একি! আমার বাল্যবন্ধু মালবরাজ বিজয়চন্দ্র! বন্ধু! বন্ধু! এ রণমূর্ত্তি কেন? রণমূর্ত্তি পরিহার কর। রাজ্যশ্রীকে যে তুমি সহোদরা ভগ্নীর মত স্নেহ করতে; অভিন্নহৃদয় ব'লে আমাকে দৃঢ়ালিঙ্গন দিতে। সখা! কেন মোহ-মদিরায় অভিভূত হ'য়ে সেই বাল্যের পবিত্র স্মৃতি বিস্মৃত হ'লে? ভুলে যাও সখা! যদি অপরাধ ক'রে থাকি, বাল্যবন্ধু ব'লে ভুলে যাও। এস ভাই! তুচ্ছ স্বার্থের জন্য তোমাতে আমাতে কি অস্ত্রধারণ ক'রে দাঁড়াতে আছে? [অস্ত্রত্যাগ] ফেলে দাও সখা! অস্ত্র ফেলে দাও; ছুটে এসে আমাকে সেই বাল্যকালের মত একটা আলিঙ্গন দাও।

বিজয়চন্দ্র। রাজ্যবর্দ্ধন! আর তা হয় না। তোমার আমার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কোথায় সেই ফুল্ল পারিজাত সদৃশ বাল্যভাব, আর কোথায় এই বিষয়-বিষধর-কীটদ্রংষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত যৌবন; কোথায় সেই নিষ্পাপ উদাস দৃষ্টি, আর কোথায় এই কুটীল কটাক্ষ; কোথায় স্বর্গ, আর কোথায় নরক,—বিপুল ব্যবধান! রাজ্যবর্দ্ধন! আমি বহু দূরে নেমে গেছি; এখান হ'তে তোমাকে স্পর্শ করতে পারবো না। নাও—অস্ত্র তুলে নাও, নতুবা আত্মরক্ষার উপায় থাকবে না।

রাজ্যবর্দ্ধন। অসম্ভব বিজয়চন্দ্র! যাকে একদিন বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন দিয়েছি, এক শয্যায় এক উপাধানে যার সঙ্গে বহু নিশা সুখনিদ্রায়

কাটিয়েছি, একদিন যার নিকট প্রাণের অতি গুহ্য কথাও অকপটে প্রকাশ ক'রে পরম প্রীতিলা করেছি, আজ কিসের জন্য তার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্‌বো? বন্ধু! ইচ্ছা হয়, আমাকে তুমি বধ কর। তুমি বহু দূরে নেমে গেছ ব'লে আমি নেমে যাবো কেন? আমি যে তোমার সখা, আমি তোমাকে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌বো।

বিজয়চন্দ্র। রাজ্যবর্দ্ধন! আমি তোমাকে শেষ কথা বল্‌ছি; তুমি বৃথা চেষ্টা ক'রো না; আমি এত দূরে নেমে গেছি—সেখান হ'তে যদি তুমি আমাকে তুল্‌তে চাও, তুমিও আর উঠ্‌তে পার্‌বে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আর আমার পল মাত্র বিলম্ব কর্‌বার অবকাশ নেই। এখনও অস্ত্রধারণ কর; নতুবা জীবনরক্ষার সুযোগ হারাবে।

রাজ্যবর্দ্ধন। আমি যদি অস্ত্রধারণ না করি, তা হ'লে কি কর্‌বে?

বিজয়চন্দ্র। রাজ্যবর্দ্ধন! তুমি এখনও বিশ্বাস কর, আমার হৃদয় সেই দেবভাবে পূর্ণ আছে? তুমি জান না, সে হৃদয়ের উপর দিয়ে এক যুগান্তর চ'লে যাচ্চে! এক বীভৎসময়ী নরকের ছবি অহরহ নৃত্য ক'রে বেড়াচ্চে! তাতে তুমি অস্ত্রধারণ কর আর নাই কর, তোমার প্রাণবধ কর্‌তে এ হৃদয় একটুও কুণ্ঠাবোধ কর্‌বে না।

রাজ্যবর্দ্ধন। তাই কর, তথাপি আমি বাল্যবন্ধুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে পার্‌বো না।

বিজয়চন্দ্র। উত্তম! [অস্ত্রাঘাতোদ্যত]

বেগে সসৈন্য পুলকেশীর প্রবেশ।

পুলেকশী। সাবধান বাঙ্গলার বিশ্বাসঘাতক! সৈন্যগণ! ঐ নপুংসকটাকে চতুর্দ্দিক হ'তে আক্রমণ কর।

[সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল]

বিজয়চন্দ্র। কে! দাক্ষিণাত্যের অধিপতি? অনার্য্য! স্থির হ'য়ে যুদ্ধ কর।

পুলকেশী। তবে আয়, এক ফুৎকারেই তোর জীবন-প্রদীপের শিখা নির্ব্বাণ ক'রে দিই।

[পুলকেশী ও বিজয়চন্দ্রের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রাজ্যবর্দ্ধন। উঃ—মানুষ এত নীচ হয়? সৈন্যগণ! তোমরা প্রাণ-পণে মহারাজ পুলকেশীকে রক্ষা করগে।

[প্রস্থান।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের জয়!

[সৈন্যগণ প্রস্থানোদ্যত হইলে সহসা বিপক্ষ সৈন্যগণের প্রবেশ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।]

বিজয়চন্দ্রের ছিন্নশিরহস্তে পুলকেশীর পুনঃ প্রবেশ।

পুলকেশী। শান্তম্ পাপম্। ভগবন্! তোমার অশেষ করুণা যে, আজ আমি এক মহাপাপীকে উচিত মত শাস্তি দিতে পেরেছি। কে আছ এখানে? [জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।] যাও এই মুহূর্ত্তে —এই মালবরাজের ছিন্ন শির নিয়ে রাজা শশাঙ্ককে উপঢৌকন দিয়ে এস। আর ব'লে এস, কাল সূর্য্যাস্তের পুর্ব্বে যেন সসৈন্যে সসম্মানে কনোজ রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে বাঙ্গলায় ফিরে যান। নতুবা তাঁরও শেষ অবস্থা এর চেয়েও শোচনীয়। [ছিন্নশির প্রদান]

সৈনিক। যথা আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান।

পুলকেশী। শান্তম্ পাপম্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভৈরবানন্দের আশ্রম।

কালীমূর্ত্তি সম্মুখে, শিষ্য ও শিষ্যাগণ আনন্দসহ ভৈরবানন্দের যজ্ঞের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া উপবিষ্ট।

শিষ্য ও শিষ্যাগণ। জয় মা কালী কৈবল্যদায়িনীর জয়!

ভৈরবানন্দ। [পূজাসমাপনন্তে] মা—মা! কৈবল্যদায়িনী জননী! প্রসন্ন হ' মা! আমার হৃদয়ের ব্যথা, তুই ভিন্ন আর কেউ জানে না মা! যে প্রতিজ্ঞা ক'রে তোর চরণে আশ্রয় নিয়েছি, তা সফল ক'রে দে মা! আজ এ ত্রিবিদ্যা-সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য, সত্ত্বঃ, রজ, তমো-রূপিনী তিনটী বালিকাকে প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান করবার জন্য তোর সম্মুখে উপস্থিত করেছি। দেখিস্ জননী! যেন আমার মন-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। একটা সামান্যা রমণীর নিকট পরাজিত! উঃ—কি মর্ম্মন্তুদ যাতনা! দেখিস্ মা, যেন তোর সন্তানের মুখ রক্ষা হয়। [প্রণাম] বৎসগণ! আমার পূজা শেষ হয়েছে। তোমরা শিবশক্তির স্তব গান কর।

আনন্দ। এস ভাই! আমরা শিবের স্তব করি; আর ওরা শক্তির স্তব করুক।

গীত।

সকলে। হর হর হর বম্ বম্ বম্ ভূতভাবন অশিবনাশন,
মুখে হরিধ্বনি দিবস যামিনী পঞ্চমুখে গাহে দেব পঞ্চানন।

শিষ্যগণ। রঞ্জিত ভাল চন্দ্রশেখর ফণী বিভূষিত শিরোপর,

শিষ্যাগণ। বরাভয়করা পাপতাপহরা দে মা অলক্তক-রঞ্জিত চরণ ॥

শিষ্যগণ। বাবার হাড়মালা গলে দোলে,

শিষ্যাগণ। মায়ের নরশিরহার গলে,

শিষ্যগণ। বাবা শুভদাতা শিব ঈশান,

শিষ্যাগণ। কর কল্যাণময়ী কল্যাণ,

সকলে। জয় শঙ্কর মহা-ঈশ্বর যোগাচারী জয় বিশানবাদন ॥

ভৈরবানন্দ। বৎস আনন্দ! এইবার আমার হোমকুণ্ডের অনল প্রজ্বলিত কর। মূর্ত্তিমান হুতাশন লেলিহান সহস্র শিখা বিস্তার ক'রে আমার প্রদত্ত আহুতিত্রয় গ্রহণ করুন।

[আনন্দ অগ্নি জ্বালিয়া দিল]

ভৈরবানন্দ। ওঁ পিঙ্গাভ্রূ শুভ্র কেশাক্ষ পীনাঙ্গ জঠরোরুনঃ ছাগস্থঃ সাক্ষ সূত্রোঽগ্নি সপ্তর্ষি শক্তিধারক। ওঁ হন্ হন্ দহ দহ পচ পচ সর্ব্ব বিঘ্ন জ্ঞাপয় স্বাহা। [আহুতি প্রদান] ওঁ কালী কালী নমো, তৎসৎ অদ্য চৈত্রমাসী মীন রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ মহা-নিশায়াং ভীষণ ভৈরব গোত্রঃ শ্রীভৈরবানন্দ দেবশর্ম্মা ত্রিবিদ্যা সিদ্ধিকামঃ এতা সত্ত্বঃ রজস্তমোরূপিনীঃ তিস্রঃ বালিকা অগ্নৌ হোষ্যে। বৎস আনন্দ! মুঞ্জ মেখলা উন্মোচন না ক'রে বালিকা তিনটীকে আমার নিকট নিয়ে এস।

[আনন্দ তিনটী বালিকাকে হস্তধারণপূর্ব্বক নিকটে আনিল]

শিষ্য ও শিষ্যাগণ। জয় মা কালী কৈবল্যদায়িনীর জয়!

ভৈরবানন্দ। বৎসগণ! আর বিলম্ব সয় না, প্রথমে সত্ত্বরূপিণী ঐ জ্যেষ্ঠা বালিকাকে আহুতি প্রদান কর।

শিষ্যাগণ। [বালিকাকে ধরিয়া] জয় মা তারা বিষ্ণুময়ীর জয়! জয় মা তারা ব্রহ্মময়ীর জয়! জয় মা তারা শিবময়ীর জয়!

বালিকাত্রয়। [উচ্চকণ্ঠে] ও গো আমাদের রক্ষা কর, ওগো কে কোথায় আছ রক্ষা কর!

কমলিনী। [নেপথ্যে] ভয় নেই—ভয় নেই! রাজকুমার! ছুটে আসুন, কে বিপন্ন হ'য়ে চীৎকার করছে।

হর্ষবর্দ্ধন। [নেপথ্যে] বনফুল! বনফুল! আমি অন্ধকারে পথ দেখ্‌তে পাচ্চি নে। ভয় নাই—ভয় নাই, আমরা যাচ্চি।

ভৈরবানন্দ। ও কি! দূর হ'তে কারা ভয় নেই ব'লে এদের অভয় প্রদান কর্‌ছে? বাঙ্গলায় তো আমার কেউ শত্রু নেই, তবে ওরা কারা?

বেগে কমলিনী, হর্ষবর্দ্ধন ও জীবনসিংয়ের প্রবেশ।

কমলিনী। বাবা! বাবা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার কেউ শত্রু নেই, জানি না, আপনি কে? কেন বাবা, এই তিনটী স্ফুটনোন্মুখ কুসুম-কলিকাকে অকালে বৃন্তচ্যুত কর্‌ছেন? দেখুন বাবা! ওদের চক্ষে জল, বক্ষে অশান্তি, বদনে বিষণ্ণতা, প্রাণে মমতা; এই বলি-দানে জগন্মাতা কখনই সন্তুষ্টা হবেন না। ওদের দয়া ক'রে ত্যাগ করুন।

ভৈরবানন্দ। কে তোমরা? তোমরা হিন্দু না ম্লেচ্ছ? কেন তোমরা আমার সঙ্কল্পিত মহাপূজায় বাধা প্রদান করতে এসেছ? অসম্ভব প্রার্থনা কখনই পূর্ণ হ'তে পারে না। শীঘ্র বল, তোমরা কে?

হর্ষবর্দ্ধন। আমরা হিন্দু, বিন্ধ্যাচল হ'তে আজ সন্ধ্যাকালে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

ভৈরবানন্দ। উদ্দেশ্য?

হর্ষবর্দ্ধন। উদ্দেশ্য—শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ মহাশয়ের দর্শনলাভ।

ভৈরবানন্দ। তাঁর নিকট তোমাদের কি প্রয়োজন, বল্‌তে বাধা আছে?

হর্ষবর্দ্ধন। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাঁর দর্শনলাভ হ'লে তাঁকে বল্‌বো।

ভৈরবানন্দ। কথায় কথায় আমার শুভ মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে। আনন্দ! এদের এখন তুমি যেতে বল।

আনন্দ। মহাশয়গণ! মা! আপনারা এখন এখান হ'তে যান। কাল প্রাতে যাতে ভৈরবানন্দ মহাশয়ের দর্শন পান, তার ব্যবস্থা আমি নিজে ক'রে দেবো; এখন দয়া ক'রে আসুন।

জীবনসিং। আরে তোরা কি বক্‌তে লেগিয়েছিস্? হামার রেজা রাণী ঐ লেড়কী তিনটীকে অভয় দিয়েছে, ওদের ছোড়িয়ে দে; হামরা গুড়-গুড় করিয়ে চলিয়ে যাচ্চি।

ভৈরবানন্দ। তোমরা হিন্দু হ'য়ে দেবীপূজায় বাধা দেবে? আমার ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা প্রদান কর্‌বে?

হর্ষবর্দ্ধন। ব্রাহ্মণ! হিংসায় দেবতার পূজা হয় না; বালিকা তিনটীকে পরিত্যাগ করুন; ওদের বিরস বদনে বিমল হাসি ফুটে উঠুক, জগজ্জননী মহামায়া আপনার প্রতি প্রসন্না হবেন। অনুরোধে যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন কি?

ভৈরবানন্দ। যে অনুরোধের পশ্চাতে বলির শাণিত কৃপাণ উন্মুক্ত আছে, সে অনুরোধ বাধ্যতার নামান্তর যুবক! তুমি অভিশাপের ভয় কর না? স্থিরোভব রে মদগর্ব্বিত! আনন্দ! আনন্দ! এক গণ্ডূষ জল দাও তো!

[আনন্দ জল দিলেন]

কমলিনী। [জলগণ্ডূষপূর্ণ হাত ধরিয়া] বাবা! আপনি যে

ব্রাহ্মণ, ক্ষমার কল্পতরু, ক্রোধ সম্বরণ করুন। ওদের ছেড়ে দিন ; ওদের পিতা মাতা কত কাঁদ্‌চে, কত অভিশাপ দিচ্চে। আপনার কন্যাকে যদি কেউ এই ভাবে জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান করে, বলুন বাবা! আপনার হৃদয়ে কি অশান্তির নিদারুণ হাহাকার ওঠে না।

ভৈরবানন্দ। ওঃ—তা যদি কেউ ভাব্‌তো, তা হ'লে আজ ভারতে এ প্রতিহিংসার দাবানল জ্ব'লে উঠ্‌তো না। মা! মা! তুই কে মা! তোর পবিত্র স্পর্শে আমার পাষাণ প্রাণ গ'লে গেল। এত-দিন তো কেউ আমাকে এমন মধুরভাবে বাবা ব'লে ডাকেনি। এ উত্তপ্ত মরুভূমির বালুকাকণার উপর সুধাসিন্ধু সিঞ্চিত হ'লো ; সব জল হ'য়ে গেল। বৎস আনন্দ! হোমকুণ্ডে জল ঢেলে দাও ; মুঞ্জ মেখলা খুলে দাও। যাও বৎস! তোমরা সকলে ওদের যথাস্থানে দিয়ে এস।

আনন্দ। গুরুদেব! এ যে আপনার সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞ।

ভৈরবানন্দ। ওরে পাগল! এ যে স্নেহ-সমুদ্র ; এখানে সব স্বেচ্ছাচার, সব বিশৃঙ্খল। সঙ্কল্প তো দূরের কথা, এখানে বিকল্পও স্থান পায় না। যাও—যাও, আমার আদেশ পালন কর। বিলম্বে ওদের পিতা মাতা আমার মত ক্ষিপ্ত হ'য়ে কি এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্‌বে, আবার আমার সোনার ভারত জ্ব'লে যাবে।

আনন্দ। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য। [হোমকুণ্ডে জল নিক্ষেপ ও বালিকাদের বন্ধন মোচনান্তে লইয়া প্রস্থান।]

বালিকাত্রয়। [প্রস্থানকালে] জয় শ্রীপাদ ভৈরবানন্দের জয়!

হর্ষবর্দ্ধন। আপনিই বঙ্গের প্রধান তান্ত্রিক শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ?

ভৈরবানন্দ। হাঁ বৎস!

হর্ষবর্দ্ধন। আপনার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। জীবন! এঁকে প্রণাম কর ; বনফুল! পদধূলি গ্রহণ কর। [সকলের প্রণাম করণ]

ভৈরবানন্দ। নারায়ণী তোমাদের মঙ্গল করুন। বৎস! আমার সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন, যার জন্য বিন্ধ্যাচল হ'তে এখানে এসেছ?

হর্ষবর্দ্ধন। আপনার হারানিধি মহারত্ন প্রদান কর্‌বার জন্য।

ভৈরবানন্দ। আমার হারানিধি?

হর্ষবর্দ্ধন। আশ্চর্য্য হবেন না। আপনার পূর্ব্ব নাম মাধবচন্দ্র ছিল। আপনি বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন।

ভৈরবানন্দ। কে বল্‌লে এ কথা, কেমন ক'রে তুমি সে কথা জান্‌তে পার্‌লে? আর তাতেই বা কি হয়েছে?

হর্ষবর্দ্ধন। বৃন্দাবনের পথে কোন বৌদ্ধ মঠে আপনার একটী শিশু-কন্যা অপহৃতা হয়েছিল।

ভৈরবানন্দ। বৎস! আর সে পূর্ব্ব স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগিয়ে তুলো না। যা গেছে, আর তা ফিরে আস্‌বে না। উঃ, বৌদ্ধেরা কি নির্দ্দয়!

হর্ষবর্দ্ধন। ঐখানেই আপনার ভুল, আপনার কন্যাকে এক বৌদ্ধ-বেশী কাপালিক অপহরণ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি কাপালিকের হাত হ'তে আপনার কন্যাকে উদ্ধার করি। ঐ আপনার সেই অপহৃতা কন্যা। বনফুল! তোমার পরিচয় জান্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে, আজ তোমার পরিচয় প্রদান কর্‌লাম।

কমলিনী। বাবা! কন্যাকে চরণে স্থান দিন।

ভৈরবানন্দ। আবার সব গণ্ডগোল ক'রে দিলে, আমার সাজান ঘর এলোমেলো ক'রে দিলে। বেশ নিদ্রা যাচ্ছিলাম; সন্দেহের দামামা বাজিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে। আচ্ছা যুবক! বল তো তোমার পরিচয় কি?

হর্ষবর্দ্ধন। আমি থানেশ্বরের স্বর্গীয় মহারাজ প্রভাকর বর্দ্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র।

ভৈরবানন্দ। অর্থাৎ দাম্ভিকা রাজ্যশ্রীর সহোদর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, উত্তম মিলে গেছে। কুটচক্রী বৌদ্ধ, হিন্দু সেজে আমাকে প্রতারণা করতে এসেছ? দূর হ'য়ে যাও। এক অজ্ঞাতকুলশীলা স্বেচ্ছাচারিণী কুলটা রমণীকে আমার কন্যা সাজিয়ে আমাকে স্নেহমুগ্ধ ক'রে রাখ্‌তে চাও? উঃ, কি আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশল। দেখ্‌ছে পরাক্রান্ত গৌড় ও মালবের সম্মিলিত শক্তি, আমারই উত্তেজনায় কনোজ রাজ্য শ্মশানে পরিণত করেছে, রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেছে, রাজ্যবর্দ্ধন হয় তো এত দিন নিহত হয়েছে, বৌদ্ধ-সমাজে হাহাকার উঠেছে, তাই আমাকে এক মিথ্যা অপত্য-স্নেহে মুগ্ধ ক'রে প্রতিনিবৃত্ত করতে চায়। উঃ, আমার এ বিদ্যাসাধনা পণ্ড ক'রে দিয়েছে। দূর হও মায়াবিনী নারী!

[বেগে প্রস্থান।

হর্ষবর্দ্ধন। [পশ্চাৎ অনুসরণ ও পুনঃ প্রবেশ] না—কি বল্‌বো, তুমি বনফুলের জন্মদাতা পিতা। বনফুল! অবিলম্বে আমাকে কনোজে ফিরে যেতে হবে, ধর্ম্মের উপর একটা অত্যাচার হ'চ্চে। আমি মানুষ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পার্‌বো না। জীবন! আমার এক হাজার সৈন্য চাই। এই মুহূর্ত্তে আমায় যোগাড় ক'রে দিতে পার?

জীবন। আমার রেজা, তুই ভাবিস্ কেন রে; হামরা ছোট আদ্‌মি আছি, ধরমের উপর অবিচার শুন্‌লে হামাদের গায়ের লোম খাড়া হ'য়ে ওঠে। হামার এক ডাকে বিশ হাজার মানুষ তীর-কামটা লিয়ে ছুটিয়ে আস্‌বে। আহা, তুহার বহিনকে আট্‌কে রাখিয়েছে, চল্ রেজা! তুহার গোলাম বেটা তাকে খালাস করিয়ে আন্‌বে।

হর্ষবর্দ্ধন। চল জীবন! চল বনফুল!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারা-কক্ষ।

ধীরপদে নিত্যানন্দ ঠাকুরের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। এই তো ধীরে ধীরে কারাকক্ষের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হ'লাম। বিজয়চন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদে রাজাটার পাগলামী আজ যেরূপ বেড়ে উঠেছে, তাতে রাজ্যশ্রীর উপর একটা অমানুষিক অত্যাচার না হয়। আজকের ব্যাপারটায় একটু লক্ষ্য রাখ্‌তে হয়েছে।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। জ্যোতিষী ঠাকুর, প্রণাম হই। বলি এদিকে কি মনে ক'রে এসেছেন?

নিত্যানন্দ। তোরা নাসিকায় সর্ষপ তৈল প্রদান ক'রে নিদ্রা দিচ্ছিস্ কি না, তাই দেখ্‌তে এসেছি।

প্রহরী। আজ্ঞে, সেটা তো গুণে গেঁথে দেখ্‌লেই জান্‌তে পার্‌তেন; তা এতটা কষ্টস্বীকার কেন? বলি আদত কথাটা কি দয়া ক'রে বলুন না প্রভু!

নিত্যানন্দ। এখনই রাজা আস্‌বেন, তাই সংবাদ দিতে এসেছি।

প্রহরী। রাজা এখনই আস্‌বেন? সর্ব্বনাশ! তবে এখন আসি প্রভু!

নিত্যানন্দ। ওহে দাঁড়াও, বলি রাজ্যশ্রী এখন কি কর্‌ছেন বল্‌তে পার?

প্রহরী। তিনি কেবল ব'সে ব'সে ভাব্‌ছেন।

নিত্যানন্দ। অদ্ভুত বাবা স্ত্রী-চরিত্র! আশী হাজার নয় শো নিরানব্বই বার যদি এই ভবের হাটে ঘূরপাক করা যায়, তথাপি একটী স্ত্রী-চরিত্রও সম্যক চিনে উঠ্‌তে পারা যায় না।

প্রহরী। কেন ঠাকুর?

নিত্যানন্দ। এই দেখ না, গৌড়েশ্বরী কেমন আবার বিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ফেল্‌লে। বিজয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর পুলকেশী আদেশ প্রচার কর্‌লেন, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কনোজ রাজ্য পরিত্যাগ কর্‌বার জন্য। বুদ্ধিমতী নারী অমনি স্বশরীরে শত্রু-শিবিরে হাজির; মন্ত্রশক্তিতে রাজ্যবর্দ্ধন সর্পের ন্যায় একবার প্রতারিত হ'য়েও মুগ্ধ হ'য়ে পড়্‌লেন। যে সে মুগ্ধ নয়, প্রিয় বন্ধু পুলকেশীকে সসৈন্যে বিদায় দিয়ে একাই আতিথ্য স্বীকার কর্‌তে এখানে এসেছেন। তাই বল্‌ছি, স্ত্রী-চরিত্র চেনা ভার; দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্য।

প্রহরী। ঠাকুর! আসি, এখনই রাজা এসে পড়্‌বেন।

[প্রস্থান।

নিত্যানন্দ। ঐ যে রাজ্যশ্রী দ্বার উন্মোচন ক'রে এই দিকে আস্‌ছে, এখন একটু স'রে পড়া যাক্ বাবা।

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। কৈ—আজ তো মৃগাঙ্ক এখনও এলো না, তবে কি সে আজ আমাকে ভুলে গেল! আহা, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গগুলি কি সুন্দর! কত মধুর! তার নাম-সঙ্কীর্ত্তন এক অপার্থিব প্রেম-প্রবাহ! ঐ যে নাম কর্‌তেই ভাই আমার দেখা দিয়েছে।

সহচরগণ সহিত গীতকণ্ঠে মৃগাঙ্কের প্রবেশ।

মৃগাঙ্ক।—

গীত।

আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই হরি তাই হে।
তোমা ছাড়া এ জগতে আমার আর কেহ নাই হে॥
হরি তোমাতে আমি রহিব বিলীন তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস,
হরি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝারে আর কিছু নাহি চাই হে॥

রাজ্যশ্রী। মৃগাঙ্ক! এমন সুন্দর গান কোথা থেকে শিখেছিলে ভাই ?

মৃগাঙ্ক। দিদি! যখন বাঙ্গলায় ছিলাম, বাবা এক পণ্ডিত রেখেছিলেন, তিনি আমাকে বড় ভালবাসতেন, তাঁর কাছে থেকে শিখেছিলাম। উঃ, মা আমার কি নির্দ্দয়! তিনি উচিৎ কথা বল্‌তেন ব'লে তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

রাজ্যশ্রী। ছিঃ মৃগাঙ্ক! মাকে নির্দ্দয় ব'লে অভক্তি ক'রো না। মা যদি নির্দ্দয় হ'তেন, বল দেখি মৃগাঙ্ক! তুমি কেমন ক'রে বাঁচ্‌তে ? কোন্ শক্তিতে আজ শক্তিমান হ'য়ে এমন মধুরকণ্ঠে ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর্‌তে পার্‌তে ?

মৃগাঙ্ক। ওরে ভাই! তোরা এখন যা, আমি দিদির সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে যাচ্ছি। কাল অষ্টম প্রহর হবে, তোদের মনে আছে তো ?

সহচরগণ। আছে—আছে; তুমি ভাই শীঘ্র এস।

[প্রস্থান।

মৃগাঙ্ক। দিদি! তোমার এ কষ্ট আমি আর দেখ্‌তে পার্‌ছিনে।

রাজ্যশ্রী। কিসের কষ্ট ভাই ?

মৃগাঙ্ক। এই নির্জ্জন কারাবাস, প্রহরিণীদের হাতে বেত্রাঘাত, মালবরাজের কুৎসিৎ প্রস্তাব, আমার মায়ের লোমহর্ষণ অত্যাচার, এই এত কষ্ট দিনরাত ভোগ কর্‌ছো, তবু বল্‌ছো কিসের কষ্ট ? দিদি! তুমি মানুষ না দেবতা ?

রাজ্যশ্রী। ভাই ! আমি তোমার মতই মানুষ। এমন কি কাজ করেছি যে দেবতা হবো ? তুমি কেন আমার জন্য দুঃখ কর্‌ছো ; আমার কোন কষ্ট হ'চ্চে না।

মৃগাঙ্ক। না দিদি ! আমার মন কিছুতেই বুঝ্‌চে না, আমি উৎকোচের দ্বারা কারারক্ষীদের বশীভূত করেছি ; তুমি আমার সঙ্গে চ'লে এস, আমি তোমাকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসি।

রাজ্যশ্রী। ছিঃ মৃগাঙ্ক ! ও প্রস্তাব আমার সম্মুখে ক'রো না। আমি তাতে প্রাণে বড় ব্যথা পাবো।

মৃগাঙ্ক। তাতে দোষ কি ? আমার পিতা মাতা তোমাকে অন্যায় ক'রে কারারুদ্ধ করেছেন, আর আমি তার প্রতিবাদ কর্‌বো না ?

রাজ্যশ্রী। পিতামাতার কার্য্যের প্রতিবাদ সন্তানের কর্‌তে নেই যে ভাই !

মৃগাঙ্ক। তবে নীরবে সহ্য কর্‌বো ?

রাজ্যশ্রী। হ্যাঁ ভাই ! পিতা মাতার আদেশ পালন কর্‌বার জন্যই যে সন্তানের জন্ম। কেন তুমি রক্ষীদের উৎকোচ দান করেছো ; সামান্য অর্থে তাদের জীবনের অমূল্য রত্ন মানবত্বের নিষ্কলঙ্ক গরিমা ক্রয় ক'রে, তাদিগকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছ ; মৃগাঙ্ক ! তুমি বহুদূরে নেমে গেছ।

মৃগাঙ্ক। দিদি ! দিদি ! আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় ক্ষমা কর।

রাজ্যশ্রী। আমার কি শক্তি যে তোমাকে ক্ষমা করি ; ভগবানের নিকট আত্মশুদ্ধি প্রার্থনা কর।

উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে উন্মত্তভাবে শশাঙ্কের প্রবেশ।

শশাঙ্ক। রাজ্যশ্রী—রাজ্যশ্রী! পিশাচী! তোর জন্য আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে জানিস্, আমার অভিন্নহৃদয় প্রিয়তম বন্ধু বিজয়চন্দ্র শত্রুহস্তে নিহত হয়েছে। উঃ, আমার বুকের একখানা পাঁজরা খ'সে গেছে! এতদিন এ সংবাদ আমার কাছে চেপে রেখেছিল ; আজ বেরিয়ে পড়েছে,—সঙ্গে সঙ্গে আমিও উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে বেরিয়ে পড়েছি। হাঃ—হাঃ—হাঃ, আজ স্বহস্তে তোর শিরচ্ছেদ কর্‌বো—অশান্তির বিশাল মহীরুহ আজ সমূলে উৎপাটিত কর্‌বো।

রাজ্যশ্রী। রাজা—রাজা! আমায় হত্যা কর, তোমার হস্তস্থিত ঐ শাণিত কৃপাণ আমার বক্ষস্থলে আমূল বিদ্ধ ক'রে দাও। সত্যই রাজা! আমার জন্য মালবরাজ নিহত হয়েছেন ; আমার জন্যই কনোজের শান্তিময় জনপদ মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে, কত শত নর-নারী পতি-পুত্রহীনা হয়েছে। রাজা! রাজা! আমার কাতর প্রার্থনা, আমায় হত্যা কর, আমার বড় উপকার হবে। [বক্ষ পাতিয়া উপবেশন]

শশাঙ্ক। এঁ্যা—এঁ্যা—তুইও তা হ'লে অনুতপ্ত হয়েছিস্? তাই তো, কি করি,—তাই তো, এ যে মহা সমস্যা! পুত্র! পুত্র! ব'লে দিতে পার, আমার কর্ত্তব্য কি ?

গীত।

মৃগাঙ্ক। বাবা! ছেড়ে দাও প্রেমের পাখী।
তোমায় কব্বিবে শীতল মধুর তানে ডাকি॥

গীতকণ্ঠে অবধূত স্বামীর প্রবেশ।

অবধূত। প্রেম-অমৃত বাঞ্ছিত পূরিত আছে হৃদয়ে,
সুধাকর করে, ও সুধা না ক্ষরে, ভবক্ষুধা হরে দেখ না পিয়ে,

মৃগাঙ্ক। ঘুচিবে অশান্তি, যাবে মোহ-ভ্রান্তি সুযশের ভাতি,
ছড়াইবে সতী প্রেম-পীযূষ মাখি।

অবধূত। নন্দন ঝরিত, সুরভি-পূরিত ওর মধুময় গন্ধে,
ত্বরীত পাপরাশি উজল দশ দিশি সুরধুনী নিন্দিত ছন্দে,—

[প্রস্থান।

মৃগাঙ্ক। বিষয়-বিষপানে, কামিনী কাঞ্চনে, সতত বিষ জ্ঞানে,
স'রে থেকো দূরে তারে রাখি ॥

শশাঙ্ক। মৃগাঙ্ক! মৃগাঙ্ক! বাবা! একবার আমার বুকে আয় তো! [বক্ষে ধারণ] ওরে, নেমে পড়্—নেমে পড়,, ঐ যে—ঐ যে তোর গর্ভধারিণী এইদিকে ছুটে আস্‌ছে! [ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন]

মৃগাঙ্ক। বাবা! মা আস্‌ছেন, তা আমাকে কোল হ'তে নামিয়ে দিলেন কেন বাবা?

শশাঙ্ক। সর্ব্বনাশ! সে জান্‌তে পার্‌লে আমার শিরশ্ছেদ হবে। ওরে পাগল! এই রাজনীতি বুঝিস্‌নি—সর্ব্বনাশ! কি ক'রে খাবি? শেখ্—শেখ্, রাজনীতি শেখ্; বাপের বুকে ছুরি বসাবি, ভায়ের গলা কেটে ফেল্‌বি, ছেলেকে বনবাস দিবি, স্বার্থের জন্য তোর জননীকে ব্যাভিচারিনী সাজাবি,—এই যদি পারিস্, তবে রাজা হ'তে পার্‌বি।

রাজ্যশ্রী। রাজা—রাজা! আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে হত্যা করুন; নিজে না পারেন, জহ্লাদকে আদেশ করুন। উঃ—আমার জন্য শত শত প্রাণী ক্ষয় হ'চ্চে—স্নেহের ভাই বিজয়চন্দ্র

অকালে প্রাণ হারিয়েছে। না—না রাজা! আমাকে হত্যা কর্‌তেই হবে।

শশাঙ্ক। দাঁড়াও—দাঁড়াও; একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার ভাল ক'রে দেখে আসি, গৌড়েশ্বরী কতদূরে আস্‌ছেন। [প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ] না—না, কেউ আসেনি; এই সুযোগ, মহা সুযোগ! গৌড়েশ্বরী রাজ্যবর্দ্ধনের অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত, শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ আশ্রম বাঙ্গলায় ফিরে গেছেন; এ সুযোগ আমি ছাড়্‌বো না। রাজ্যশ্রী! কন্যা আমার! তুমি মুক্ত—তুমি মুক্ত—তুমি মুক্ত! ঐ—ঐ বুঝি বিদুষী এ'সে পড়্‌লো। কে আছ—কে আছ এখানে?

বেগে কারাধ্যক্ষের প্রবেশ।

কারাধ্যক্ষ। কি

শশাঙ্ক। [কম্পমান অবস্থায়] আমি রাজা, রাজার আদেশ রাজ্যশ্রী মুক্ত—রাজ্যশ্রী মুক্ত। মৃগাঙ্ক! আমার বুকে আয়, [বক্ষে ধরিয়া] নইলে রাজনীতির হাত হ'তে তোকে রক্ষা করতে পার্‌বো না।

[বেগে প্রস্থান।

কারাধ্যক্ষ। মা! রাজার আদেশে আপনি মুক্ত। কারাগার ত্যাগে আপনাকে কেউ বাধা দেবে না।

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? রাজার আদেশে কারাগার ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলে নিশ্চয়ই রাজা লাঞ্ছিত হবেন। কিন্তু আমি কারাগারে থাক্‌লে আমাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য দেশে প্রতিনিয়ত একটা যুদ্ধ চল্‌তে থাক্‌বে—প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী ক্ষয় হবে। তাই তো, এখন আমি কি করি?

গীতকণ্ঠে অবধূত স্বামীর পুনঃ প্রবেশ।

অবধূত।—

গীত।

ধীরে ধীরে চালাও তরী ঝড় বৃষ্টি সব গেছে চ'লে।
প্রেমের বাতাস বইচে ধীরে চেয়ে দেখ তোর অনুকূলে॥
জ্ঞান-সূত্রে বোনা যে পাল এইবার তাকে দেনা তুলে।
কর্ম্মপাকের যে সব দড়ী জুড়ে দে তোর ঐ ওড়া পালে॥
পাড়ী দেবার সময় এ যে এখন যেন যাস্‌নে এলে।
বিবেক-কর্ণ ধর্ না চেপে যদি পার হবি তুই অবহেলে॥

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। স্বামীজী—স্বামীজী! দয়া ক'রে একটু দাঁড়ান।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণ ও তৎপশ্চাৎ মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

এস হে নূতন রতন নূতন ভাবে করবো যতন।
বসাবো হিয়াপরে নূতন ভাবে মনের মতন॥

নূতন ফোটা কুসুম তুলি গেঁথেছি নূতন মালা,
নূতন জলে নূতন ফুলে ভরেছি ডালা,
নূতন ভাবে ব'সো তুমি পূজিব তোমার ঐ চরণ।
তুমি মোদের নূতন রাজা, আমরা গো নূতন প্রজা,
সব নূতনের মাঝে প'ড়ে দিও না নূতন সাজা,
নূতন নূতন বেসে ভাল (শেষে) ক'রো না হে অযতন॥

[রাজ্যবর্দ্ধনের গলায় মালা দিয়া উলুধ্বনি ও বরণ করিল]

রাজ্যবর্দ্ধন। তোমাদের অভ্যর্থনায় আজ আমি বড় প্রীত হ'লাম ; ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা যেন চির-আনন্দ ভোগ কর্‌তে পাও। [অদূরে অপর্ণাদেবীকে আসিতে দেখিয়া] আসুন গৌড়েশ্বরী ! আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

অপর্ণাদেবীর প্রবেশ।

অপর্ণা। এ আর কতটুকু সৌজন্য দেখাতে পেরেছি মহারাজ ! আপনি মহানুভব, তাই আমাদের এই সামান্য অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হয়েছেন।

রাজ্যবর্দ্ধন। না দেবী ! আপনি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। আপনি যখন আমার শিবিরে গিয়ে আকুল প্রার্থনায় আপনার প্রাণের ব্যাথা জানালেন, তখনই আমি মুগ্ধ হ'য়ে ছিলাম। প্রিয়তম বন্ধু পুলকেশীর উপদেশ এক প্রকার অমান্য ক'রেই আপনার সঙ্গে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত করেছি। আপনি কনোজ রাজ্য ও রাজ্যশ্রীকে ফিরিয়ে দেবেন, এই সন্ধির চুক্তি ; বন্ধু আমার কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌লেন না। আপনার স্বামী উন্মত্ত, সৈন্যবল বিধ্বস্ত, আপনার চক্ষে জল, বদনে মলিনতা, এ দৃশ্য দেখে আমি অবিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লাম না। আপনার সরলতায় আমি মুগ্ধ হ'য়ে পড়্‌লাম।

অপর্ণা। আপনার অশেষ করুণা! [নর্ত্তকীগণের প্রতি] যাও মা, তোমরা সব বিশ্রাম করগে যাও।

নর্ত্তকীগণ। জয় মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের জয়! জয় মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের জয়!

[প্রস্থান।

রাজ্যবর্দ্ধন। গৌড়েশ্বরী! আমার সহোদরা ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে বহু দিন দেখিনি, তাকে এইখানে একবার নিয়ে আসুন।

বেগে শশাঙ্কের প্রবেশ।

শশাঙ্ক। আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি, মুক্ত গগণের পাখী মুক্ত গগনে উড়িয়ে দিয়েছি।

অপর্ণা। কি করেছেন—আমার সর্ব্বনাশ করেছেন; আমার সমস্ত সঙ্কল্প, সমস্ত আয়োজন বন্যার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। কে আছ? এখানে কে আছ?

জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।

সৈন্যাধ্যক্ষ। কি আদেশ রাণী মা?

অপর্ণা। শীঘ্র এই উন্মত্ত রাজাকে বন্দী কর, আর চতুর্দ্দিকে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়ে দাও; যে কোন উপায়ে রাজ্যশ্রীকে বন্দী ক'রে আনুক। সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দাও—রাজ্যশ্রী পলাতক,—যে তাকে আশ্রয় দেবে, তার শিরশ্ছেদ হবে; যে তার সন্ধান ব'লে দেবে, সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাবে।

[বেগে প্রস্থান।

সৈন্যাধ্যক্ষ। আসুন রাজা! আমি হুকুমের দাস, অপরাধ নেবেন না। [শশাঙ্ককে বন্ধন]

রাজ্যবর্দ্ধন। একি হ'লো! আপনি স্বয়ং রাজা, আপনি বন্দী হ'লেন!

শশাঙ্ক। গুটীপোকা দেখেছেন, এই দেখুন—আপনার জালে আপনি বদ্ধ! এ শৃঙ্খল নয়—এ শৃঙ্খল নয়, এ গুটীপোকার ভিতর হ'তে সুতো বেরুচ্চে; কেয়া মজিদার! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

রাজ্যবর্দ্ধন। কি আশ্চর্য্য, আমি যে কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

শশাঙ্ক। সে কি! সে কি! তুমি অৰ্দ্ধ ভারতেশ্বর হ'য়ে রাজনীতি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না?

বিধুমুখে মধুর হাসি হৃদয়মাঝে হলাহল।
একেই ব'লে রাজনীতি, ঐ দুটী তার বুদ্ধি বল॥

বাবা, যখন এখানে এসে পদধুলি দিয়েছ, তখন রাজনীতি শিখে যেতেই হবে। হাঃ—হাঃ—হাঃ, কেয়া মজিদার! টানো—টানো!

চারিজন সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ ও সহসা রাজ্যবর্দ্ধনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ।

রাজ্যবর্দ্ধন। একি! একি! এ কোন্ দেশীয় ভদ্রতা? এ কোন্ মূর্ত্তিমতী সরলতা? আমি অতিথি, অতিথির প্রতি একি দুর্ব্ব্যবহার?

শশাঙ্ক! পাগল! এ দুর্ব্ব্যবহার নয়—দুর্ব্ব্যবহার নয়; এ রাজনীতি! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[সৈন্যাধ্যক্ষ শশাঙ্ককে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

শাণিত ছোরাহস্তে জল্লাদ ও অপর্ণাদেবীর প্রবেশ।

অপর্ণা। জল্লাদ! এই মুহূর্ত্তে বন্দীর হৃদ্‌পিণ্ড তুলে ফেলে দাও।

রাজ্যবর্দ্ধন। দেবি! সরলতার প্রতিমূর্ত্তি দেবি! এ কোন্

মূর্ত্তিতে আমাকে ছলনা কর্‌ছো মা ! আমি যে আজীবন সরলতার পূজা ক'রে আস্‌ছিলাম ! তাই কি আজ আমায় এরূপ পরীক্ষা কর্‌ছো জননী ?

অপর্ণা। না রাজা ! এ পরীক্ষা নয়। সত্যই আজ তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন হয়েছে। রাজ্যবিস্তার আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ; সে উদ্দেশ্য ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে সাধন কর্‌বো। রাজ্যই আমার ভদ্রতা, রাজ্যই আমার সরলতা, রাজ্যই আমার সর্ব্বস্ব। জল্লাদ ! তোমার কার্য্য শেষ কর !

রাজ্যবর্দ্ধন। না—না, তোমাকে অন্যরূপে চিন্তা কর্‌বো না ; তুমি যে সরলতার প্রতিচ্ছবি ধারণ ক'রে আমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলে, আমি সে অপার্থিব ছবি হৃদয় হ'তে অবিশ্বাসের খরস্রোতে ভাসিয়ে দেবো না। দেবি ! তুমি আমার রাজ্য নাও, আধিপত্য নাও—জীবন পর্য্যন্ত নাও—আমি অম্লানবদনে তোমার চরণে উৎসর্গ ক'রে দিচ্চি ; কেবল এইমাত্র কর দেবি ! আমার চক্ষুর সম্মুখেই সরলতার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে একবার দাঁড়াও—ছলনার মসীময়ী যবনিকা উৎসারিত ক'রে দাও, আমি আমার আজন্ম সাধনার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে মাথা রেখে আশু নিদ্রায় অভিভূত হই।

অপর্ণা। রাজা ! আমি বড়ই দুঃখিত যে তোমার শেষ প্রার্থনা রক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না। জল্লাদ ! [ইঙ্গিত করণ]

জল্লাদ। রাণী মায়ীকি হুকুম জলদি তামিল হো যায়েগা। [রাজ্যবর্দ্ধনের বক্ষে অস্ত্রাঘাত]

রাজ্যবর্দ্ধন। ভগবান ! ভগবান ! আমার শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত হৃদয় পবিত্র রেখো ; অহিংসার শ্বেত-চন্দনে অনুলিপ্ত রেখো।

[পতন ও মৃত্যু]

অপর্ণা। বাস্—কার্য্য শেষ হয়েছে, তোমরা আমার নিকট হ'তে পুরস্কার পাবে।

বেগে রক্তাক্ত সৈন্যধ্যক্ষের প্রবেশ।

অধ্যক্ষ। রাণী মা, পালিয়ে যান্—শীঘ্র পালিয়ে যান; সর্ব্বনাশ হয়েছে! কোন এক অজানা শত্রু এসে সহসা রাজপুরী আক্রমণ করেছে, চক্ষের পলকে দুর্গ দখল ক'রে নিয়েছে—সমস্ত সৈন্য রাজপুরী-মধ্যে প্রবেশ করেছে, আমি আহত হয়েছি।

অপর্ণা। এঁ্যা—এঁ্যা, কি বল্‌ছো সৈন্যাধ্যক্ষ? এ যে আমার স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'চ্চে। পুলকেশীর সৈন্য দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেছে; তবে এ আবার নূতন শত্রু কোথা হ'তে এলো? [নেপথ্যে কোলাহল] না—আর পলমাত্র চিন্তা কর্‌বার সময় নেই। সৈনিক! সৈনিক! শীঘ্র আমায় রাজার কাছ নিয়ে চল।

[বেগে সকলের প্রস্থান।

সহসা ব্যস্তভাবে হর্ষবর্দ্ধন ও যোদ্ধৃবেশিনী কমলিনীর প্রবেশ।

হর্ষবর্দ্ধন। বনফুল! বনফুল! সমস্ত রাজপুরী তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর্‌লাম, কোথাও রাজ্যশ্রীর সন্ধান পেলাম না। তবে কি তাকে হত্যা করেছে? তা যদি ক'রে থাকে, বনফুল—

কমলিনী। উত্তেজিত হবেন না রাজকুমার! চলুন, এখনও অনেক স্থান অনুসন্ধান করা হয়নি।

হর্ষবর্দ্ধন। [রাজ্যবর্দ্ধনকে দেখিয়া] বনফুল! একি সর্ব্বনাশ হয়েছে! এ যে আমারই জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজ্যবর্দ্ধনের মৃতদেহ! দাদা!

দাদা! আমি যে দ্বাদশ বৎসর তোমাকে দেখিনি। উঃ—কে আমার এ সর্ব্বনাশ কর্‌লে! [বক্ষে ধারণ] স্নেহের অবতার দাদা! একবার একটী কথা কও—চক্ষু মেলে তাকিয়ে দেখ, তোমার স্নেহের হর্ষ ফিরে এসেছে।

কমলিনী। রাজকুমার! আপনি শোকে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছেন, কিন্তু ধৈর্য্য হারাবেন না।

হর্ষবর্দ্ধন। ঠিক বলেছ বনফুল! ধৈর্য্য হারাবো না। দাদার মৃত-দেহের সৎকার কর্‌তে হবে! [মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া] প্রতিহিংসা! তুমি একবার দ্বাদশ সূর্য্যের মত আমার হৃদয়ে জ্ব'লে ওঠ—দয়া-মায়া স্নেহ-মমতা সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দাও,—সুকোমল বৃত্তিনিচয়! পাষাণে পরিণত হও। জীবন! জীবন!

বেগে জীবনসিংয়ের প্রবেশ।

জীবন। কেনো রে রেজা, তু চিল্লাচ্ছিস্ কেনো? তুহার কোন্ কাম তামিল কর্‌তে হবে রে?

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন! হিন্দুরা আমার ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়েছে। আগুন জ্বালাও—চারিদিকে আগুন জ্বালাও,—স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যাকে দেখ্‌তে পাবে, হত্যা কর—ভারতের বুক হ'তে হিন্দুর নাম মুছে ফেলে দাও।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচলের উপত্যকা।

রাজ্যশ্রী।

রাজ্যশ্রী। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পঞ্চবিধ অনুষ্ঠান যারা কর্‌তে সমর্থ, তারাই জীবন্মুক্ত, তারাই প্রকৃত বৌদ্ধ; এ কথা গুরুদেব বহুবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। কৈ, আমি তার কতটুকু পেরেছি! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি সামান্য মাত্র অনুষ্ঠান ক'রে, অপার্থিব সুখ অনুভব কর্‌ছি। আহা! ধর্ম্মপথ কি সুন্দর! কি মধুর! ভগবানের কি অসীম করুণা! আমি তাঁর নগণ্য সেবিকা, আমার জন্যও তিনি আলো ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—আমার সাধনার পথে স্বর্গের জ্যোতি ছড়িয়ে রেখেছেন। ও কে, মৃগাঙ্ক নয়?

[অদূরে মৃগাঙ্ককে দেখিয়া] মৃগাঙ্ক! মৃগাঙ্ক! ভাই! আমার তুমি কেন এখানে এলে?

মৃগাঙ্কের প্রবেশ।

মৃগাঙ্ক।—

গীত।

আমি কি থাক্‌তে পারি দূরে?
দিদি, তোমার তরে আস্‌ছি উড়ে, এই সারা দেশটী ঘুরে॥

তোমার গুণে মুগ্ধ হ'য়ে মায়ের মায়ার বাঁধন কেটে,
পরশমণির আকর্ষণে আস্‌তে হ'লো ছুটে,
কারাগারের গান বেজায় প্রাণের টান,
যমুনা যেন বইচে উজান ম'জে তোমার সুরে ॥

রাজ্যশ্রী। মৃগাঙ্ক! মৃগাঙ্ক! ছোট ভাইটী আমার, তুমি আমায় এত ভালবাস? [বক্ষে ধারণ]

মৃগাঙ্ক। কৈ দিদি! আমি আর তোমাকে কি ভালবাস্‌লাম! ভালবাসা শিখ্‌বো ব'লে, তোমার পেছু পেছু ছুটে এসেছি। দিদি! দিদি! আমাকে ভালবাসা শিখিয়ে দাও।

রাজ্যশ্রী। ভালবাসা স্বর্গীয় কুসুম, আমি কোথায় পাবো ভাই! ভগবানের নিকট করপুটে প্রার্থনা কর, তিনিই তোমাকে শিখিয়ে দেবেন। তুমি যতটুকু ভালবাস্‌তে শিখেছ, এই তাঁরই অনুগ্রহ। মৃগাঙ্ক! তোমার পিতামাতা কুশলে আছেন তো? কনোজ রাজ্যের শুভ তো?

মৃগাঙ্ক। দিদি! দেবতাকে পীড়ন কর্‌লে, কে কোথায় সুখে থাক্‌তে পারে? উঃ—মা আমার কি অন্যায় করেছেন, মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনে হত্যা করেছেন।

রাজ্যশ্রী। দাদা—দাদা! সরলতার প্রতিমূর্ত্তি দাদা আমার! আমার জন্য, এই হতভাগিনী রাক্ষসী ভগ্নীর জন্য অকালে প্রাণ হারিয়েছ! উঃ—অশ্রু—অশ্রু! সাবধান! পাষাণ ফেটে বেরিয়ে প'ড়ো না—সাবধান! চক্ষু সাবধান! এক বিন্দু অশ্রু যদি তোমার কোলে আশ্রয় দাও, এখনই উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো। তারপর কি হ'লো মৃগাঙ্ক?

মৃগাঙ্ক। না দিদি! আর আমি কিছু বল্‌বো না, তা শুন্‌লে প্রাণে বড় ব্যাথা পাবে।

রাজ্যশ্রী। না মৃগাঙ্ক! তোমাকে বল্‌তেই হবে। উপর্য্যুপরি ঘাত-প্রতিঘাতে আমার হৃদয় সুদৃঢ় না হ'লে, পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বো না—গুরুদেবের চরণদর্শন পাবো না। মৃগাঙ্ক! বল ভাই, তারপর কি হ'লো?

মৃগাঙ্ক। তারপর লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড, কনোজে হিন্দুর চিহ্ন মাত্র নেই। আমার পিতা মাতা প্রাণভয়ে কোথায় পালিয়ে গেছেন, তার সন্ধান নেই; আমি সে দৃশ্য দেখ্‌তে না পেরে, তোমার নিকটে ছুটে এসেছি!

রাজ্যশ্রী। এমন কে পাষণ্ড, এমন কে হৃদয়হীন যে হিন্দুদের এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি কর্‌লে!

মৃগাঙ্ক। শুন্‌লাম তাঁর নাম হর্ষবর্দ্ধন।

রাজ্যশ্রী। হর্ষবর্দ্ধন এখনও বেঁচে আছেন? উঃ—কি নির্দ্দয়, কি হৃদয়হীন; মৃগাঙ্ক! আমি কনোজে ফিরে যাবো। হর্ষবর্দ্ধন আমার সহোদর; তাঁর চরণ ধ'রে হিন্দুর হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌বো, লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড রোধ কর্‌বো, নইলে আমার অহিংসা-নীতি অস্তিত্ব হারাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদ।

হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ।

হর্ষবর্দ্ধন। চারিদিকে আগুন জ্বালিয়েছি! ভ্রাতৃশোকে উন্মত্ত হ'য়ে, হিন্দু জাতির উপর প্রতিহিংসাসাধন করেছি—হিন্দুর উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। হৃদয়, দৃঢ় হও—সবল হও—ভীষণ কঠোর মূর্ত্তি ধারণ কর, এখনও অনেক কর্‌তে হবে—অনেক বাকী আছে! রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে চর পাঠিয়েছি; যদি সন্ধান না পাওয়া যায়, তা হ'লে সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়ন কর্‌বো—হিন্দুর রক্তে ভারতের পাপ কালিমা মুছে ফেল্‌বো। ও কে? জীবন!

জীবনসিংয়ের প্রবেশ।

জীবন। হাঁ রেজা, হামি এসিয়েছে।

হর্ষবর্দ্ধন। গৌড়ের রাজা-রাণীকে ধর্‌তে পেরেছ?

জীবন। না রেজা, তারা বেমালুম সরিয়েচে।

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন! জীবন! কি করেছিস্? তাদের ধর্‌তে পার্‌লিনে? উঃ! না—না, কিছু আমি শুন্‌তে চাইনে। এই মুহূর্ত্তে তাদের রুধির চাই। সন্ধান কর—যে গ্রামে তারা প্রবেশ করেছে, সে গ্রাম একেবারে সমস্ত জ্বালিয়ে দাও! যে দেশে তারা পদার্পণ করেছে, সে দেশকে শ্মশানে পরিণত কর।

জীবন। রেজা, তু যে হামার দেবতা, তু এমনটী কেন হ'লি রে?

হামার কথা শোন্—তুহার দাদা আস্‌মানে চলিয়ে গেছে, সে তো আর ফিরিয়ে আস্‌বে না রেজা, উ সব বন্‌দো করিয়ে দে রেজা, বাঁচিয়ে থাক্‌তে চাস্ যদি, অবিচার কমিয়ে দে রেজা !

হর্ষবর্দ্ধন। মূর্খ ভীল ! তুমি আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে এসেছ, সাবধান ! কিসের অবিচার ? আমার ভগ্নী হিন্দুর কি অপকার করে-ছিল, তার সোনার হাট বস্‌তে না বস্‌তে কোন্ ন্যায় বিচারে ভেঙ্গে দিলে ? আমার দাদা—সরলতার প্রতিমূর্ত্তি আমার দাদা ! উঃ—কোন্ বিবেক-বুদ্ধিতে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনে, পশুর মত হত্যা কর্‌লে ! জীবন ! যদি আমার আদেশ পালন কর্‌তে অসম্মত হও, এই মুহূর্ত্তে তোমার ভীল সৈন্য নিয়ে আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'য়ে যাও। আর এক কথা, তোমার ইচ্ছা হয়, হিন্দুদের রক্ষা কর্‌বার জন্য আমার বিপক্ষে দাঁড়াতে পার।

জীবন। তু কি কথা বল্‌ছিস্ রে রেজা ! হামি যে তুহার প্রেমে পাগল হইয়ে আছি, তু যে আমার দেবতা আছিস্। তা নইলে এমন শক্তি কার আছে রে যে—

বেগে কমলিনীর প্রবেশ।

কমলিনী। জীবনসিংকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে রাজকুমার আমার জীবনকে দুর্ব্বাক্য ব'লো না। বুকে তুলে নাও, বুক জুড়িয়ে যাবে। জীবন ! জীবন ! আয় বাবা, রাগ করিস্‌নে, তোর মায়ের বুকে আয়। [বক্ষে ধারণ]

হর্ষবর্দ্ধন। কমলিনী উপযুক্ত পিতার পুত্রী বটে।

কমলিনী। ছিঃ—ছিঃ রাজকুমার ! অমন পবিত্র মন এমন ভাবে কলুষিত ক'রো না।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। ধর্ম্মাবতার! আপনার প্রেরিত দূত ফিরে এসেছে, রাজ্যশ্রী দেবীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এখন আপনার আদেশ—

হর্ষবর্দ্ধন। অকর্ম্মণ্য! যাও—দূর হ'য়ে যাও। [দূতের প্রস্থান] স্থাবর-জঙ্গম, সাগর-ভূধর, দেব-নর, জলচর-খেচর, যে যেখানে আছ, আমার প্রতিজ্ঞা শোন—যে কোন উপায়ে আমি হিন্দুকুল নির্ম্মূল কর্‌বো; যে জাতি অবিচার করে, তার ধ্বংস করাই আজ হ'তে আমার ইষ্ট মন্ত্র।

কমলিনী। ওগো, তোমার চরণে ধরি, আমার প্রাণে ব্যাথা দিও না।

হর্ষবর্দ্ধন। আর তা হয় না, পাহাড় ফুড়ে এ প্রবাহ ছুটেছে, কারও শক্তি নেই যে গতিরোধ করে। তোমার কোন কথা শুন্‌বো না; একবার তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে কাপালিককে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তার ফল হাতে হাতে ভোগ করেছি. পরমায়ু ছিল কোন গতিকে বেঁচে গেছি; আর ভুল কর্‌ছি না। তুমি ভৈরবানন্দের কন্যা, যার নিষ্ঠুর কার্য্যের ফলে আমার স্নেহের ভ্রাতা-ভগ্নীকে হারিয়েছি, তুমি সেই বৌদ্ধদ্বেষীর কন্যা। উঃ—তোমাকে বড় ভালবাস্‌তাম, কিন্তু আর তোমাকে বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।

কমলিনী। দেবতা! দেবতা! আমাকে অবিশ্বাস কর্‌লেন?

হর্ষবর্দ্ধন। কোন ফল হবে না; ও নিষ্ফল রোদনে কোন ফল হবে না। হর্ষবর্দ্ধনের এ হৃদয় উত্তপ্ত মরুভুমি, এখানে দু এক ফোঁটা চক্ষের জলে কোন ফল হবে না। উঃ—যারা আমার ভ্রাতার বক্ষে

ছুরী বসিয়েছে, যারা আমার ভগ্নীকে স্বামীহারা রাজ্যহারা ক'রে কাঙ্গালিনী করেছে, আমি তাদের ক্ষমা করতে পারি নে।

জীবন। তু ভুল করছিস্ কোন রেজা! একজন পাপ করিয়েছে, তাতে দেশশুদ্ধ লোক সাজা পাবে কেনো রে? তুহার শক্তি থাকে, বাঙ্গলার রেজা রাণীকে শাস্তি দে, হামার রাণী মাইজীর বুড়ো রাজাটাকে সাজা দে, দেশশুদ্ধ লোক মারিয়ে ফেলে কোন ফয়দা হবে না বাবা!

হর্ষবর্দ্ধন। আমি ভুল কর্‌ছি? আরে আরে মূর্খ ভীল! দেখ্‌ছি তোর স্পর্দ্ধা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতক! মনে করেছ, আমি তোমাদের অভিসন্ধি বুঝ্‌তে পারিনি, তোমরা কৌশলে বাঙ্গলার রাজা-রাণীকে সরিয়ে দিয়েছ। এই পদাঘাত তার পুরস্কার!

[পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

জীবন। [সহসা ধনুকে বাণ জুড়িয়া] আরে আরে সয়তান! তবে দেখিয়ে লে হামার তীরের বহরটা! [তীর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে কমলিনী সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দণ্ডায়মান হইলেন]

কমলিনী। পুত্র! পুত্র! আগে আমাকে হত্যা কর—আগে আমাকে হত্যা কর।

জীবন। না—না, [ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া করযোড়ে] তু যে হামার দেবী, তু যে হামার সাধনা, তু যে হামার স্বরগ্, তু যে আমার মা!

কমলিনী। [জীবনকে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া] জীবন! জীবন। দুঃখিত হ'য়ো না বাপ! যদি রাজাকে কোন দিন ভালবেসে থাক, তা হ'লে মনে কর, তার পদাঘাতে তোমার অঙ্গ পবিত্র হ'য়ে গেছে। পুত্র! ভালবেসে প্রতিদান চেও না—পূজা ক'রে বরপ্রার্থনা ক'রো না।

জীবন। ঠিক বলিয়েছিস্ মা, ঠিক বলিয়েছিস্। উঃ—হামি কি করিয়েছি, হামি কি করিয়েছি, হামার হাত বুঝি খসিয়ে যাবে! বাৎলে দে মা, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাৎলে দে।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

কমলিনী। কি সংবাদ দূত ?

দূত। কনোজেশ্বরীর সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, তিনি বিন্ধ্যাচলে অবস্থান কর্‌ছেন।

হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ।

হর্ষবর্দ্ধন। দূত! দূত! সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাবে। শ্রী! শ্রী! তোমাকে বহু দিন দেখিনি। চল দূত, আমাকে বিন্ধ্যাচলে নিয়ে চল।

[দূতের সহিত বেগে প্রস্থান।

কমলিনী। পুত্র, এইবার তোমার প্রায়শ্চিত্তের স্বুসময় উপস্থিত হয়েছে। তোমার রাজা ভগ্নীর শোকে যেরূপ আচ্ছন্ন হয়েছেন, তাতে এই মুহূর্ত্তেই বিন্ধ্যাচলে ছুটে যাবেন। কনোজ ও থানেশ্বরের সিংহাসন এখন শূন্য, এই শূন্য সিংহাসনের তুমিই একমাত্র রক্ষী! এই তোমার প্রায়শ্চিত্ত—এই তোমার দেবপূজা।

[প্রস্থান।

জীবন। মা! মা! এ হামার মাথায় কি চাপিয়ে দিলি! না—না, এ যে হামার প্রায়শ্চিত্ত—এ যে হামার সাধনা! হামার ভীল ভেইয়া সব, ছুটিয়ে আয়, হামার উপর গুরু ভার পড়িয়েছে। দুটো রেজার আসন হামাকে পাহারা দিতে হোবে।

গীতকণ্ঠে ভীলগণের প্রবেশ।

ভীলগণ।—

গীত।

হোঃ হোঃ হোঃ ফুর্ত্তিসে সব চল্।
গোড়ের দাপে দরিয়ার পানি করবে টলমল॥
তীর কামটা বাঁধিয়ে লে ভাই ডাক্‌ছে সর্দ্দার ঐ,
লড়াই দিতে যেতে হবে রৈ রৈ রৈ রৈ রৈ,
ফিরিয়ে যা ফিরিয়ে যা যাদের নেইকো কলিজায় বল।
কাপড়া চোপড়া গুচিয়ে লে ভাই কসিয়ে লে সব মাজা,
দুনো আসন শুন্থি আছে নেইকো কোন রেজা,
দেখিস্ যেন লেয় না কেড়ে সয়তানদের দল॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

চিন্তামগ্ন ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরবানন্দ। সত্যই কি বৌদ্ধবেশী কাপালিক আমার শিশু কন্যাকে অপহরণ করেছিল? হর্ষবর্দ্ধনের কথায় অবিশ্বাস কর্‌বার সহস্র যুক্তি থাক্‌লেও, আমার হৃদয় হ'তে কে যেন উঁকি মেরে বল্‌ছে, ওরে ভ্রান্ত! ভ্রমের ভিত্তির উপর আর ভ্রমের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিস্‌নে। উঃ,

তাই যদি হয়, তবে আমি কি করেছি! প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে, আমার জন্মভূমিকে শ্মশানে পরিণত করেছি! কন্যাপহারীর উচ্ছেদ-সাধনই যদি আমার মূল নীতি হয়, তবে আবার নূতন প্রতিহিংসা জাগাতে হবে—আবার কপালিককুল নির্ম্মূল কর্‌তে হবে। না—না, তা হ'তে পারে না। কাপালিক যে আমার হিন্দু, সে যে আমার স্বজাতি, সে কি আমার কন্যা অপহরণ কর্‌তে পারে? সন্দেহ অধিক দিন পুষে রাখা উচিৎ নয় বিবেচনা ক'রে বিন্ধ্যাচলের পার্ব্বত্য প্রদেশে কাপালিকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছি। মা! মা! আমার এ সন্দেহের নিরাকরণ ক'রে দে মা! আর যে পারি না জননী!

ছদ্মবেশী কপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক। উঃ—কি আশ্চর্য্য! এত চেষ্টা ক'রেও হর্ষবর্দ্ধনকে নিহত কর্‌তে পার্‌লেম না; মাঝে থেকে কমলিনীর পরিচয়টা প্রকাশ হ'য়ে গেল। হর্ষবর্দ্ধন নিশ্চয়ই আমার শত্রুবৃদ্ধি করিয়ে দেবার জন্য কমলিনীর পরিচয় ভৈরবানন্দকে ব'লে দেবে; ভৈরবানন্দের সমগ্র ক্রোধ আমার উপর পড়্‌বে। উঃ—চারিদিকে শত্রু! চারিদিকে শত্রু! [হঠাৎ ভৈরবানন্দকে দেখিয়া] কে মহাশয় আপনি?

ভৈরবানন্দ। আপনি কে মহাশয়?

কাপালিক। আগে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছি, আপনি আগে উত্তর দিন।

ভৈরবানন্দ। না—না, আপনি বলুন আপনার পরিচয়, তারপর আমি বল্‌ছি।

কাপালিক। আপনি আমার শত্রু কি মিত্র, না জেনে আমার পরিচয় আপনাকে কেমন ক'রে বল্‌বো?

ভৈরবানন্দ। শত্রুকে যে অত ভয় ক'রে চলে, সে কাপুরুষের পরিচয় শুন্‌তে চাই না।

কাপালিক। কাপুরুষ আমি একা নই, আপনিও—

ভৈরবানন্দ। আমি কোন দিনই কাপুরুষ নই।

কাপালিকা। তা পরিচয় গোপনেই বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে।

ভৈরবানন্দ। আপনি রাগ কর্‌ছেন! তবে শুনুন আমার পরিচয়; আমি বাঙ্গলার প্রধান তান্ত্রিক শ্রীপাদ ভৈরবানন্দ আশ্রমের শিষ্য। এখন দয়া ক'রে আপনার পরিচয় বলুন।

কাপালিক। আমি বিন্ধ্যাচলের রুদ্রানন্দ কাপালিকের একজন নগণ্য শিষ্য।

ভৈরবানন্দ। [ব্যস্ততার সহিত] বল্‌তে পারেন, কাপালিক ঠাকুর এখন কোথায় আছেন ?

কাপালিক। কেন মহাশয়, অত ব্যস্ত কেন ?

ভৈরবানন্দ। বিশেষ প্রয়োজন আছে। সে, যে সে প্রয়োজন নয়; আমার জীবন-মরনের প্রয়োজন। আপনি প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুভব কর্‌তে পার্‌বেন না; সে সাগরের চেয়েও গভীর, আকাশের চেয়েও বিস্তৃত।

কাপালিক। আপনার প্রয়োজনের যেরূপ গুরুত্ব বল্‌ছেন, তাতে আমার ভয় হ'চ্ছে—যদি আপনার সে প্রয়োজন সিদ্ধ না হয় অর্থাৎ কপোলিকের যদি দর্শন না পান।

ভৈরবানন্দ। দর্শন আমাকে পেতেই হবে; যে কোন উপায়ে তাঁর দর্শন আমার চাই। আচ্ছা, বল্‌তে পারেন, তিনি কোথায় থাকেন ?

কাপালিক। আপনি যে বড় অধীর হ'য়ে পড়্‌ছেন—স্থির হোন্‌, আমি এখনই তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দিচ্ছি।

ভৈরবানন্দ। আপনাকে ধন্যবাদ! আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনি এখানে কতদিন আছেন?

কাপালিক। বহু কাল—বহু কাল; তখন ঐ পাহাড়ের চূড়োগুলো সব ছোট ছোট ছিল—ঐ সব গাছপালা তখন জন্মায় নি!

ভৈরবানন্দ। আচ্ছা—বল্‌তে পারেন, আপনার গুরুদেবের আশ্রমে কখনও কোন রাজার ছেলে এসেছিলেন?

কাপালিক। হাঁ—জানি বৈ-কি; এক রাজার ছেলে তার নাম হর্ষবর্দ্ধন, বহু দিন এই দেশে বাস করেছেন।

ভৈরবানন্দ। আচ্ছা, আপনার গুরুদেবের আশ্রমে কোন বালিকা থাক্‌তো?

কাপালিক। অনেক—অনেক, এখনও দু-দশটা প'ড়ে রয়েছে।

ভৈরবানন্দ। [স্বগত] হয় তো হর্ষবর্দ্ধন এই সকল সন্ধান জেনে, আমার কন্যাহরণের সন্ধান জেনে, সুন্দর একটা সামঞ্জস্য ক'রে কল্পনা ক'রে থাক্‌তে পারে। আচ্ছা; আরও অগ্রসর হওয়া যাক্।

কাপালিক। মহাশয়! আপনি কি ভাব্‌ছেন, প্রকাশ ক'রে বলুন না, শোনা যাক্।

ভৈরবানন্দ। আচ্ছা মহাশয়! দয়া ক'রে বল্‌তে পারেন, একটা অতি শিশুকন্যা আপনার গুরুদেবের আশ্রমে প্রতিপালিত হ'তো কি?

কাপালিক। সে বালিকার অনুসন্ধানে আপনার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?

ভৈরবানন্দ। ওঃ—সে অনেক কথা; হয় তো আমার হৃদয়-কাননে নন্দনের সুষমা ছড়িয়ে পড়্‌বে—হয় তো বা ভীষণ শ্মশানের মূর্ত্তিমতী ছবি এসে সমস্ত সৌন্দর্য্য আত্মসাৎ কর্‌বে।

কাপালিক। ওঃ—বোধ হয় আপনার একটী শিশুকন্যা অপহৃত

হয়েছিল, তাই তার সন্ধান কর্‌ছেন। আচ্ছা, যদি ঐ কাপালিকই আপনার শিশুকন্যা অপহরণ ক'রে থাকে, তা হ'লে কি কর্‌বেন ?

ভৈরবানন্দ। তা হ'লে যে কোন্ উপায়ে তার শিরশ্ছেদ কর্‌বো।

কাপালিক। [সহসা ভৈরবানন্দকে বন্ধন করিয়া] ভৈরবানন্দ! তুমি আমাকে চিন্‌তে পারনি, কি আমি তোমাকে চিন্‌তে পেরেছি; তোমারই পূর্ব্ব নাম মাধবচন্দ্র; বৃন্দাবনের পথে আমিই সেই বৌদ্ধবেশী কাপালিক তোমার কন্যা অপহরণ করেছিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমার শিরশ্ছেদের পূর্ব্বে তোমারই শিরশ্ছেদ সাধিত হবে।

ভৈরবানন্দ। কাপালিক! কাপালিক! তুই কি করেছিস, উঃ— আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্! না—না বন্ধু! বড় উপকার কর্‌লে,— আমার প্রেমের নেশা ভেঙ্গে দিলে—আমাকে মহা নরকের পথ হ'তে ফিরিয়ে আন্‌লে। জীবন ভিক্ষা—দয়া ক'রে জীবন ভিক্ষা দাও। মৃত্যু আমার শাস্তি নয়, জীবনধারণই আমার কঠোর শাস্তি; অনুতাপের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার আমাকে সুযোগ দাও! উঃ, আমি কি করেছি—আমি কি করেছি!

কাপালিক। কপালিনী যখন সুযোগ দিয়েছেন, তাঁর অনুগ্রহে যখন আমার বাঞ্ছিত শিকার আপনা হ'তেই আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে, তখন এ সুযোগ কোন মতে ছাড়্‌তে পারিনে। বৎসগণ! কে আমার অনুসরণ কর্‌ছো ?

খড়গহস্তে কাপালিক-শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। এ দাস আপনার পশ্চাতে ছিল।

কাপালিক। উত্তম; দাও—খড়্গ দাও।

ভৈরবানন্দ। কাপালিক! কাপালিক! অনুগ্রহ কর—আমাকে

বিশ্বাস কর; আমাকে জীবন ভিক্ষা দাও। আজ তোমার চরণপ্রান্তে বাঙ্গলার প্রধান তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ আশ্রম নতজানু হ'য়ে জীবনভিক্ষা চাচ্ছে; একটা বৎসরের জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার সময় দাও। [নতজানু হইয়া] ওঃ—আমি কি করেছি—আমি কি করেছি!

কাপালিক। জয় মা কালী কৈবল্যদায়িনীর জয়! [খড়্গোত্তোলন]

রাজ্যশ্রী ও মৃগাঙ্কের প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। [নেপথ্য হইতে] মৃগাঙ্ক! মৃগাঙ্ক! ভাই! ছুটে আয়। [প্রবেশ করিয়া] একি! একি! এ যে বাঙ্গলার গুরু ভৈরবানন্দ আশ্রম নতজানু হ'য়ে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছে। কে তুমি নিষ্ঠুর কাপালিক? তুমি জান না, কাকে হত্যা কর্‌ছো! আজ যে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ ভক্তকে গুরুহীন ক'রে পথের কাঙ্গাল ক'রে দিচ্ছ। তাদের পারের তরণী-খানিকে ভেঙ্গে চুরমার কর্‌তে যাচ্ছ। না—না, তা আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। বাবা! বাবা! আপনি আমার কোলে আসুন। [ক্রোড়ে লইয়া] মৃগাঙ্ক! তুমি ঐ খাঁড়ার তলায় দাঁড়াও। [মৃগাঙ্ক খাঁড়ার তলায় দণ্ডায়মান হইল] কাপালিক! এইবার এক আঘাতে আমাদের সব শেষ ক'রে দাও।

কাপালিক। কে তুমি সুন্দরী; অনুপম রূপের ডালি নিয়ে বিন্ধ্যাচল আলো ক'রে বেড়াচ্ছ? এমন রূপ তো কখনও দেখিনি; এমন আকাশভরা সৌন্দর্য্য জীবনে কখনও কল্পনা করিনি। বল সুন্দরী, তুমি কে?

রাজ্যশ্রী। কাপালিক! আমার পরিচয়ে কোন প্রয়োজন নেই; তুমি আমাদের হত্যা কর।

কাপালিক। আমার শত্রুকে আমি নিশ্চয়ই হত্যা কর্‌বো;

কিন্তু তুমি তো আমার শত্রু নও। তুমি যে সুন্দরী—অনিন্দ্যনীয় সুন্দরী, তোমাকে কি হত্যা কর্‌তে পারি! আমার অনুরোধ রাখ, আমার শত্রুকে এই মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ কর।

রাজ্যশ্রী। যদি না করি, তথাপি আমাকে হত্যা কর্‌বে না?

কাপালিক। না; বিরক্ত ক'রো না সুন্দরী! এই মুহূর্ত্তে উঠে পড়।

রাজ্যশ্রী। কাপালিক! করযোড়ে কাতর প্রার্থনা, বাঙ্গলার গুরুকে আজ জীবনদান কর্‌তেই হবে; নতুবা আমাকে হত্যা না কর্‌লে, আমি কিছুতেই এখান হ'তে উঠ্‌বো না।

কাপালিক। সুন্দরী! যদি স্বেচ্ছায় আমার বন্দিনী হও, তা হ'লে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে পারি।

রাজ্যশ্রী। কাপালিক! কাপালিক! আমাকে বন্দিনী কর— আমাকে বন্দিনী কর। [করযোড়ে দণ্ডায়মান]

কাপালিক। না, তোমাকে বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে, তোমাকে বন্ধন কর্‌বো। [বন্ধন করণ] ভৈরবানন্দ! তুমি মুক্ত। [বন্ধন খুলিয়া দিলেন] বৎস! তুমি এই শিশুকে বন্ধন কর। উৎসৃষ্ট নরবলি যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ ক'রে মাকে রুধির দান কর্‌তে পারিনি, মনে মনে বড় আপেক্ষ ছিল; কপালিনী আবার সুযোগ দিয়েছেন,—আবার নরবলি প্রদান কর্‌বো। [শিষ্য মৃগাঙ্ককে বন্ধন করিল] চল, এখন আশ্রমে চল।

রাজ্যশ্রী। মৃগাঙ্ক! কনোজযাত্রায় বাধা পড়্‌লো; ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, আমি এখন কনোজে ফিরে যাই। ভগবান্! ভগবান! বিপন্ন হিন্দুকুলকে রক্ষা কর।

[ভৈরবানন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ। ওঃ—একি হ'লো! এর চেয়ে যে আমার মৃত্যুই ভাল ছিল। রাজ্যশ্রী! তুমি দেবী—তুমি দেবী! ভৈরবানন্দের পশুবল অস্ত্রবল আজ কোথায়? সব নিষ্প্রভ! উঃ—আমি কি করেছি—আমি কি করেছি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পল্লীপথ।

ভিক্ষুকবেশী শশাঙ্কের প্রবেশ।

শশাঙ্ক। তাই তো, সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, কোথায় যাই—আজ রাত-টুকুর মত কোথায় মাথাটা লুকাই? সব অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে! জমাট আঁধার হৃদয়ের মধ্যে ঢুক্‌তে পাচ্চে না। যেখানে দাউ-দাউ ক'রে আলো জ্বল্‌ছে, সব দেখ্‌তে পাচ্ছি।

অর্দ্ধদগ্ধশরীরে ভিখারিণীবেশী অপর্ণাদেবীর প্রবেশ।

অপর্ণা। রাজা! রাজা! একটু দাঁড়ান, আর যে চল্‌তে পাচ্চিনে! উঃ—বড় যন্ত্রনা! [উপবেশন]

শশাঙ্ক। এ্যাঁ—এ্যাঁ! কোথায় তোমার অধিক যন্ত্রণা হ'চ্চে? বাইরের পোড়া ঘায়ে—না অন্তরের ক্ষত স্থানে? বল—বল, আমি বাতাস কর্‌ছি, বাইরের যন্ত্রনাটা কতকটা কমিয়ে দিচ্চি।

অপর্ণা। রাজা! রাজা! আমার ভিতর বার্ জ্ব'লে যাচ্চে।

[দণ্ডায়মান হইয়া রাজার করে ধরিয়া] আমায় বাঁচাও, যে কোন উপায়ে আমাকে বাঁচাও,—বাইরের চেয়ে অন্তরের যাতনা আরও ভীষণ!

শশাঙ্ক। তাই তো—তাই তো, কি করি! তোমার ভিতরের যাতনা কেমন ক'রে দূর ক'রে দিই? অর্পণা! একটী দিনও তো ভিতরে যাবার সন্ধান ব'লে দাওনি, চিরদিনই বাইরে বাইরে রেখেছ; আজ যদি তোমার ভিতরের সন্ধান জান্‌তুম, এমন প্রলেপ লাগিয়ে দিতুম, তুমি শীতল হ'য়ে যেতে। হাঃ—হাঃ—হাঃ, আমি এখন আর কি কর্‌বো!

অর্পণা। আমার কল্পনাময়ী বিরাট অট্টালিকা ভূমিসাৎ হ'য়ে গেছে। ওঃ—আমি দাঁড়াই কোথা? রাজা! রাজা! আমায় ক্ষমা কর—আমায় মার্জ্জনা কর।

শশাঙ্ক। ওকি কথা বল্‌ছো—ও কথা কি আমায় বল্‌তে আছে! তুমি ভারতেশ্বরী, আর আমি ভিখারী—আমি কি তোমায় ক্ষমা কর্‌তে পারি! বরং দয়া ক'রে আমায় ক্ষমা কর—আমার সঙ্গ ছাড়, আমি ছুটে পালাই।

অর্পণা। রাজা! আমি চরণের দাসী, দয়া ক'রে আমায় চরণছাড়া কর্‌বেন না।

শশাঙ্ক। না—না, ও কথা ব'লো না, আমার পাপ হবে। সেই বিবাহের দিন, তুমি একদিন মাত্র আমার চরণের দাসী ছিলে বটে; তারপর আত্মীয় স্বজনেরা জোর ক'রে তোমাকে আমার কোলে বসিয়েছিল—তারপর আমি দেবী জ্ঞানে বুকে তুলে নিলাম—তুমি সুযোগ পেয়ে কাঁধে চেপে বস্‌লে, কারণ হ'লো তুমি একটী পুত্র প্রসব করেছিলে। তারপর আমার অজ্ঞাতসারে এক লাফ দিয়ে মাথায়

চেপেছিলে; এমন চেপে ছিলে যে, এখনও পর্য্যন্ত শত চেষ্টা ক'রেও নামাতে পারিনি। অঙ্কুশচালিত ঐরাবতের মত তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মাহুত! মাহুত! তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার আজ্ঞাবাহী হস্তী। দেখ—দেখ, আমি ঠিক চলেছি, একটুও বেচাল হইনি; আর যেন আমাকে অঙ্কুশাঘাত ক'রো না।

অর্পণা। রাজা! রাজা! আমাকে আর ব্যথা দেবেন না; আমার যথেষ্ট হয়েছে। উঃ—সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যাচ্ছে! উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় মোহে আমি আত্মহারা—আমি আকাশ থেকে পাতালে প'ড়ে গেছি। আমায় ক্ষমা করুন। আপনি ক্ষমা না কর্‌লে আমি আর দাঁড়াবো কোথা? উঃ, মৃগাঙ্ক! মৃগাঙ্ক! তুমি আজ কোথায় বাপ!

শশাঙ্ক। ওকি—ওকি! শোক ক'রো না; তুমি যে বিদূষী, তোমার কি শোক কর্‌তে আছে? চুপ কর—চুপ কর, লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি! আমি মূর্খ! আমি একটু মৃগাঙ্কের জন্য শোক করি। উঃ—হর্ষবর্দ্ধন! তুমি কি নির্দ্দয়! নিরপরাধ পিতামাতার বক্ষের নিধি কেড়ে নিয়েছ। হর্ষবর্দ্ধন! তোমার ভাল হবে না, ধার্ম্মিক পিতা মাতার চক্ষে জল পড়্‌ছে, তোমার শুভ হবে না। হাঃ—হাঃ—হাঃ, শোক কর্‌বো কি মহিষী, আমার হাসি আস্‌ছে।

অপর্ণা। প্রাণেশ্বর! আমাকে ক্ষমা করুন; ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতে আর আমার ক্ষত স্থানে আঘাত কর্‌বেন না। আপনার চরণ ধ'রে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌ছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

শশাঙ্ক। [বাধা দিয়া] ছিঃ—ছিঃ, কর কি! তুমি জ্ঞানময়ী বিদূষী, আমি মূর্খ দুর্ব্বল পুরুষ, আমার চরণস্পর্শ কর্‌লে আমি মহাপাতকে ডুবে যাবো। কি করি—কি করি, আমি পালাই—ছুটে পালাই।

আমি পাগল হয়েছি ব'লে কি আমার লঘু গুরু জ্ঞান নাই! নারায়ণী! আমাকে রক্ষা কর।

[বেগে প্রস্থান।

অপর্ণা। রাজা—রাজা! আমায় ত্যাগ ক'রে যাবেন না! আমার যে কেউ নেই! [পশ্চাদনুসরণ করিতে যাইয়া পতিত হইলেন] ওঃ—বাবাগো, ম'রে গেছি,—উঃ—

বেগে বৌদ্ধবেশী নিত্যানন্দ ঠাকুরের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। কে চীৎকার কর্‌লে? আমার পরিচিত কণ্ঠস্বর ব'লে বোধ হ'চ্ছে! তবে কি যাঁদের অনুসন্ধানে আমি দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্চি, তাঁদের কেউ হবেন? একি—একি! এ যে তাই! এ যে গৌড়েশ্বরী মূর্চ্ছিতা। রাণী মা! রাণী মা!

অপর্ণা। রাজা—রাজা! প্রভু এসেছেন? দয়া ক'রে ফিরে এসেছেন?

নিত্যানন্দ। মা! আমি আপনার রাজা নই, একটী দীন প্রজা।

অপর্ণা। কে আপনি? আপনাকে তো বৌদ্ধ ব'লে বোধ হ'চ্চে। বৌদ্ধ—বৌদ্ধ! অহিংসা-ব্রতাবলম্বী বৌদ্ধ! আমাকে ক্ষমা করুন।

নিত্যানন্দ। মা! আপনার এ দশা কেমন ক'রে হ'লো? কে আপনার সোনার অঙ্গ পুড়িয়ে দিয়েছে মা?

অর্পণা। উঃ—সে অনেক কথা বাবা! এক জ্বলন্ত গৃহে আমার পুত্রের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম; দু'হাতে ক'রে জ্বলন্ত অঙ্গার সরিয়ে ফেল্‌লাম, বাছাকে খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌লাম না। ওহো! সে শিশু পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, আমি অভাগিনী অর্দ্ধদগ্ধশরীরে হতাশ হ'য়ে ফিরে এলাম। বাবা! বাবা! দয়া

ক'রে আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে চলুন, তিনি এই দিকে ছুটে গেছেন ; তাঁকে না দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হ'য়ে যাবে।

নিত্যানন্দ। কোন চিন্তা নেই মা! আপনি আমার সঙ্গে আসুন, যেমন ক'রে পারি, আপনাকে রাজার কাছে পৌঁছে দেবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিন্তামগ্ন কাপলিকের প্রবেশ।

পার্ব্বত্য পথ।

কাপালিক। উঃ—আর চিন্তা কর্‌তে পারিনে—চিন্তাজালে চতুর্দ্দিক হ'তে আমাকে সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেলে্ছে। কি কুক্ষণেই সুন্দরীকে আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার সর্ব্বনাশ করেছে; আমার চিরানুরক্ত ভক্ত শিষ্য সম্প্রদায়ের পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে এক অবিশ্বাসের বীজ রোপন করেছে। এখন একটী শিষ্যও আমার আর বাধ্য নয়। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তারা সকলেই সুন্দরীর বাধ্য—সকলেই তার আজ্ঞাধীন। জানি না, কে এ সুন্দরী! আশ্রমে বন্দী ক'রে রেখে এসেছি, কিন্তু সেখানেও আমার একটী মাত্র বিশ্বাসী রক্ষক নেই। আবার শুন্‌লুম, উদ্ধত হর্ষবর্দ্ধন পুনরায় বিন্ধ্যাচলে এসেছে; বোধ হয় আমার ছিন্ন শির তার উদ্দেশ্য। কোন্ দিক রক্ষা করি? এক দিকে অপরূপ ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য, অন্য দিকে দুর্দ্ধর্ষ

শক্তিমান মহাশক্র। মা—মা! আমায় বড় বিপদে ফেলেছিস্, বড় বিপদে ফেলেছিস্।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কিন্নর কিন্নরীর প্রবেশ।

গীত।

কিন্নর। আবার তোর প্রেমের পাখী পড়েছে ধরা।
কিন্নরী। ফুরুৎ ক'রে যাবে উড়ে মিছে যত্ন করা॥
কিন্নর। আদর ক'রে খাওয়াস্ তারে ছাতু কলা ছোলা,
কিন্নরী। কে শোনে তোর ছেঁদো কথা কানে দিলাম শোলা,
কিন্নর। তাইরে নারে ঘুরে ফিরে মনটি তার ভোলা,—
বেড়ে বেটী চুম্‌কী ঘটি দিস্‌নে ধরা ছোঁয়া,
কিন্নরী। ভয় কি গোপাল সাজিয়ে ভূপাল খেতে দেবো মোয়া,
কিন্নর। দেখিস্ যায় না যেন খোয়া,
কিন্নরী। না—না—না, ও সবার মনোচোরা॥

[কিন্নর কিন্নরী প্রস্থান।

বেগে হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ।

হর্ষবর্দ্ধন। পার্‌লেম না, আশ্চর্য্য ওদের শক্তি! কেবল বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল। মহাকবি কালিদাসের কবিতায় পড়েছিলাম—কিন্নর মিথুনের চরিত্র ঠিক এই প্রকার। বোধ হয়, এরাও তাই হবে। একি! এ কোথায় এসে পড়েছি! আমি যে পথ চিন্‌তে পার্‌ছি না! উঃ—আবার বুঝি বিপদ ঘটে! শরীর আসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে! অদ্ভুত! অদ্ভুত! দ্বাদশ বৎসর এই বিন্ধ্যাচলে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি, আজ পথ চিন্‌তে পার্‌ছি না। ওঃ—আর দাঁড়াতে পারি না, নিদ্রায় চক্ষু

অলস হ'য়ে আস্‌ছে—সর্ব্বশরীর শিথিল হ'য়ে পড়্‌ছে। ভাগ্যে যা আছে হবে, একটু নিদ্রা যাই। শ্রী! শ্রী! এ নিদ্রায় যদি আমার মহানিদ্রা না হয়, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, নইলে এই শেষ। [শয়ন ও নিদ্রামগ্ন]

ধীর পদসঞ্চালনে খড়্গহস্তে কাপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক। দেখেছি, ঠিক দেখেছি; এই পথে এসেছে। কোথায় গেল! আমার সন্ধান পেয়েছ না কি? না—না, তবে গেল কোথা? ঐ যে—ঐ যে, নিদ্রা যাচ্চে—নিদ্রা যাচ্চে! হাঁ—হাঁ, গভীর নিদ্রা যাচ্চে! সুযোগ! সুন্দর সুযোগ! এই আমার জীবনের শেষ চেষ্টা; আর বিলম্ব করা উচিৎ নয়। জয় মা!

[খড়্গ উত্তোলন]

ধনুর্ব্বাণহস্তে যোদ্ধবেশিনী কমলিনীর প্রবেশ।

কমলিনী। [সম্মুখে অঙ্গুলি উত্তোলনের দ্বারা ইঙ্গিতে বাধা প্রদান করিয়া] কাপালিক! যদি বাঁচ্‌তে চাও, স'রে যাও আস্তে আস্তে স'রে যাও, নিদ্রার ব্যাঘাত ক'রো না। ভগবান যার রক্ষক, তোমার শক্তি নেই তাকে নষ্ট করা।

কাপালিক। কে তুমি—কে তুমি!

কমলিনী। চীৎকার ক'রো না, নিদ্রায় ব্যাঘাত হবে। আমি হর্ষবর্দ্ধনের চরণসেবিকা কমলিনী।

কাপালিক। ওহো-হো!

[বেগে প্রস্থান।

কমলিনী। রাজকুমার! নির্ভয়ে নিদ্রা যাও, তোমার অলক্ষ্যে

ব'সে তোমার চরণসেবিকা ধনুর্ব্বাণ ধ'রে তোমার পাহারায় নিযুক্ত আছি; কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে নিদ্রা যাও।

[বেগে প্রস্থান।

ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরবানন্দ। যাঁর অপার্থিব আত্মদানে ভৈরবানন্দ জীবনলাভ করেছে, যাঁর দেবদুর্লভ চরিত্রবলে আমার মত পাষণ্ডের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হয়েছে, তিনি আজ পাষণ্ড কাপালিকের হস্তে বন্দিনী। অতি দূর হ'তে স্বচক্ষে দেখে এলাম, তিনি জ্বলন্ত অনলে জীবনত্যাগ কর্‌বার আয়োজন কর্‌ছেন। আশ্রমে কাপালিক নেই; কতকগুলি শিষ্যকে মন্ত্রমুগ্ধের যত বশীভূত করেছেন, তারা কাষ্ঠ সংগ্রহ কর্‌ছে। ওকি—ওকি! কে একজন বীর পুরুষ নিদ্রা যাচ্চে নয়! ঐ যে—ঐ যে ওর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে—ভগবান্ সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন।

হর্ষবর্দ্ধন। ওঃ—গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম। ও কে! কোথায় যেন দেখেছি! যাই হোক্, ওর সাহায্যে পথ চিনে নিতে হবে।

ভৈরবানন্দ। মহাশয়! আপনি আমাকে চিন্‌তে পারুন আর নাই পারুন, আমি আপনাকে বেশ চিন্‌তে পেরেছি। শুনুন্ রাজ-কুমার! আপনার ভগ্নী রাজ্যশ্রী ঐ নিকটবর্ত্তী কাপালিক-আশ্রমে বন্দিনী; তিনি আত্মহত্যার উদ্যোগ কর্‌ছেন। এই মুহূর্ত্তে আপনি যদি গিয়ে বাধা না দেন, তবে ধরিত্রীর বক্ষস্থল শূন্য ক'রে, পলকে এক পবিত্রতার মূর্ত্তিমতী আদর্শ প্রতিমা চির-অস্তগত হবে।

হর্ষবর্দ্ধন। কে আপনি? এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে আপনি হিতৈষী বন্ধুর কাজ কর্‌লেন। কিন্তু স্বার্থপর সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে

আমার হৃদয় এখন এমন নীরস হয়েছে যে, সহজে কোন কথা বিশ্বাস কর্‌তে আমার রুচি হয় না। বলুন, আপনার পরিচয় কি?

ভৈরবানন্দ। রাজকুমার! আমার পরিচয় শুনে বিস্মিত হ'য়ে উঠ্‌বে; আমি ভৈরবানন্দ।

হর্ষবর্দ্ধন। তুমিই সকল অনর্থের মূল ভৈরবানন্দ? ভগবান! ধন্য তোমার দয়া! আমার বাঞ্ছিত বস্তু আমার হাতে তুলে দিয়েছ। আরে—আরে পাষণ্ড! আজ তোকে হত্যা কর্‌বো।

ভৈরবানন্দ। রাজকুমার! তুমি অন্ধ! তুমি মূর্খ! তাই আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না। যে ভৈরবানন্দ সকল অনর্থের মূল—হিংসার অবতার, সে ম'রে গেছে। সেই মৃত দেহে তোমারই ভগ্নী রাজ্যশ্রী অহিংসার মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। ইচ্ছা হয় আমাকে হত্যা কর, অমি কোন বাধা দেবো না। কিন্তু রাজকুমার! তোমার চরণে ধরি, তুমি আর পলমাত্র বিলম্ব ক'রো না।

হর্ষবর্দ্ধন। উত্তম; এখন আমার চিন্তা কর্‌বার অবসর নেই; তোমাকে এইখানে বন্ধন ক'রে এক প্রস্তরখণ্ড তোমার বক্ষঃস্থলে চাপিয়ে রেখে যাবো। [বন্ধন করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া প্রস্তরখণ্ড বক্ষে রাখিয়া] বাস্, তোমার কথা যদি সত্য হয়, ফিরে এসে মুক্তি প্রদান কর্‌বো; হর্ষবর্দ্ধন আর সহজে হিন্দুকে বিশ্বাস কর্‌বে না।

[প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ। উঃ, বড় কষ্ট—প্রাণ যায়! দেবী! তুমি আমাকে ক্ষমা কর্‌লেও ঈশ্বর ক্ষমা কর্‌ছেন না। তোমাকে কারাগারে যে যন্ত্রনা দিয়েছি, ঈশ্বর তার সুদসমেত পরিশোধ ক'রে দেবেন। উঃ—মা! মা! আমায় রক্ষা কর মা! অবোধ সন্তান না বুঝে অন্যায় করেছে; তাকে ক্ষমা কর মা!

বেগে কমলিনীর প্রবেশ ।

কমলিনী । বাবা—বাবা ! কোন চিন্তা নেই বাবা ! আমি তোমাকে মুক্ত ক'রে দিচ্চি । [বন্ধন মোচন]

ভৈরবানন্দ । কে তুমি যুবক ? এমন প্রাণভরা বাবা ডাক তো কখনও শুনি নাই যুবক ! তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, এখন পরিচয় দাও ।

কমলিনী । আমি বনফুল, আপনি ফুটেছি—আপনিই ঝ'রে যাবো, আমার পরিচয়ে কোন প্রয়োজন নেই । [স্বগত] যাক্, এখন আমাকে কনোজে ফিরে যেতে হবে ।

[বেগে প্রস্থান

ভৈরবানন্দ । আশ্চর্য্য ! এই যুবকচরিত্র ! এক অমিয় পিতৃ-সম্বোধনে আমার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-আকাশে ক্ষণপ্রভার বিকাশ হ'য়ে গেল ।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাপালিক আশ্রম।

শিষ্যগণ চিতা প্রস্তুতকরণে রত, রাজ্যশ্রী ও মৃগাঙ্কের প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। বৎসগণ! চিতা প্রস্তুতকার্য্য এখনও তোমাদের শেষ হয় নি?

শিষ্যগণ। মায়ের আদেশ যথাসাধ্য পালন করেছি।

রাজ্যশ্রী। উত্তম! তবে এইবার অগ্নি প্রদান কর।

শিষ্যগণ। মা! মা! আমাদের কথা রাখ্‌বে না মা? এই যদি তোমার মনে ছিল মা, তবে দু-দিনের জন্য কেন আমাদের সন্তান ব'লে বুকে তুলে নিলে? উঃ! এখন আমরা দাঁড়াবো কোথায়?

রাজ্যশ্রী। বৎসগণ! ইতিপূর্ব্বে তোমাদের এত বোঝালাম, এরই মধ্যে আবার সব ভুলে গেলে? আজ যে আমি বিশ্বের কল্যাণের জন্য আত্মদেহ ত্যাগ কর্‌ছি। যে রূপের নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে মালবরাজ অকালে প্রাণ হারিয়েছে, যে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে কাপালিক জ্ঞান হারিয়েছেন, সে রূপ, সে সৌন্দর্য্য আর কি আমার বহন করা উচিৎ? ওহো! আমি যদি পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পার্‌তাম, তা হ'লে এই অকল্যাণকর রূপরাশি সেই মুহূর্ত্তেই ধ্বংস ক'রে ফেল্‌তাম। বৎসগণ! আর বিলম্ব ক'রো না, চিতা প্রজ্বলিত ক'রে দাও; এখনি কাপালিক ছুটে আস্‌বেন। মৃগাঙ্ক—মৃগাঙ্ক—ভাই! আমার তুমি বাঙ্গলায় ফিরে যাও।

মৃগাঙ্ক। না দিদি, আমিও তোমার সঙ্গে চিতানলে ঝাঁপ দেবো।

রাজ্যশ্রী। মৃগাঙ্ক! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, তাই আমার সঙ্গে চিতানলে প্রবেশ কর্‌তে চাচ্ছ। আমার এই ক্ষণস্থায়ী রূপ-যৌবন ধ্বংস কর্‌লে যদি বিশ্বের একটী জীবেরও কল্যাণ সাধিত হয়, তবে এ সুযোগ ত্যাগ করা আমার কোনমতে উচিৎ নয়। মৃগাঙ্ক! সত্যই যদি দিদি ব'লে একটী দিনও আমায় ভক্তি ক'রে থাক, তবে এ মহা কর্ত্তব্যপালনে আমাকে উৎসাহিত কর। বাঙ্গলায় ফিরে গিয়ে ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন তুলে দাওগে। বৎসগণ! মাতৃ-আদেশপালনে কেন অকারণ বিলম্ব কর্‌ছো?

শিষ্যগণ। কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না; যখন তোমাকে মা ব'লে ডেকেছি, তখন অবশ্যই তোমার আদেশ পালন কর্‌বো। [চিতায় অগ্নিপ্রদান] যাও জননী, জ্বলন্ত চিতায় নিঃস্বার্থ প্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ রেখে যাও।

রাজ্যশ্রী। [চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে] গুরুদেব—গুরুদেব! তোমার মূল্যবান উপদেশ যথাসাধ্য প্রতিপালন ক'রে চল্‌লাম; যদি কোনস্থানে ভ্রম বশতঃ শৈথিল্য ঘ'টে থাকে, ক্ষমা ক'রো প্রভু! ভগবান্! আমার মৃত্যুর পর কাপালিকের মন যেন পবিত্র হয়।

শিষ্যগণ: জয় মা রাজ্যশ্রীর জয়!

বেগে কাপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক। একি—একি! শ্রী! তুমি আমার ভয়ে চিতানলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ? যেও না দেবী! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, মহা পাষণ্ড হ'লেও মানুষের চাম্‌ড়া আমার গায়ে আছে। ক্ষান্ত হও, মুহূর্ত্তকাল ক্ষান্ত হও দেবী!

রাজ্যশ্রী। আর হয় না কাপালিক! এ আমার শেষ মুহূর্ত্ত।

[ঝম্প প্রদানোদ্যতা হইলে কাপালিক বাহু প্রসারণ দ্বারা চিতানল আচ্ছাদন করিলেন ।]

কাপালিক । মা ! মা ! সন্তানকে ক্ষমা কর মা ! নইলে তোর পূর্ব্বে আমিই চিতানলে ঝাঁপ দেবো । [নতজানু হইয়া] কে তুই জননী, মানবী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে পাষণ্ড কাপালিকের হৃদয় আলো ক'রে দিলি ? তুই বুঝি আমার সেই—

জয় মা, শিবে কালী কুণ্ডলিনী,
দিগ্বসনা শবাসনা শবশিরোমালিনী,
শোভিত কটীতটে অরিকরমেখলা,
দীপ্ত নয়ন মাঝে কোটী রবি করে খেলা,
গলিত রুধিরধারা রঞ্জিত-কলেবরা,
ত্বং হি পরমাপরা জীবে মুক্তিদায়িনী ।
তুই বুঝি আমার সেই—
হসিত শশধর করপদনখরে,
লোল রসনা হ'তে প্রেম-অমৃত ঝরে,
লম্বিত কেশরাশি, আবৃত মুখশশী,
ত্বংহি তত্ত্বমসী, সর্ব্বতত্ত্বশালিনী ॥

জননী ! জননী ! এইবার চিন্‌তে পেরেছি ; আদেশ কর্ মা, কি কর্‌তে হবে ?

রাজ্যশ্রী । পুত্র—পুত্র আমার, যদি জননী ব'লে আমাকে আহ্বান করেছ, তবে শোন, "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মন্ত্রে আজ হ'তে দীক্ষিত হও । যাও—জননীর আদেশ বেদবাক্যের ন্যায় প্রতিপালন কর । কিন্তু যে সঙ্কল্পে উপনীত হয়েছি, তা থেকে কিছুতেই বিরত হ'তে পারিনে । হয় তো, আবার কেউ আমার রূপের নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে

উঠ্‌বে! জয় ভগবান্!—[ঝম্প প্রদানোদ্যত এবং বেগে হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ ও বাধাদান]

হর্ষবর্দ্ধন। শ্রী! শ্রী! এ সঙ্কল্প তোমার ত্যাগ কর্‌তেই হবে। আমি বহুকষ্টে তোমায় সন্ধান পেয়েছি,—চেয়ে দেখ, আমি তোমার দাদা হর্ষবর্দ্ধন।

রাজ্যশ্রী। দাদা—দাদা! বড় সুসময়ে এসে দেখা দিয়েছেন; যাবার সময় ছোট ভগ্নীর একটা শেষ অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে হবে; [পদধারণ]

হর্ষবর্দ্ধন। ভগ্নী—ভগ্নী! বল তোমার কি অনুরোধ! আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা কর্‌বো।

রাজ্যশ্রী। দাদা! হিন্দুর প্রতি তোমার যে বিদ্বেষভাব আছে, তা হৃদয় থেকে মুছে ফেল্‌তে হবে।

হর্ষবর্দ্ধন। উত্তম। এখন তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর ভগ্নি!

রাজ্যশ্রী। আর তা হয় না দাদা! এইভাবে আত্মত্যাগ করতে হবে, এই আমার গুরুর উপদেশ।

দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। আর স্বয়ং যদি গুরু বলেন—এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌তে হবে?

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব—গুরুদেব! এত দিনে দয়া হয়েছে? [নতজানু হইয়া পদধারণ]

গীতকণ্ঠে অবধূত স্বামীর প্রবেশ।

অবধূত।—

গীত।

এইবার তোর তরীখানি লেগেছে ঘাটে।
অহিংসা-পেরেকে গাঁথা ছিল সংযম-শাল কাঠে॥

বেঁধে ভক্তির শৃঙ্খলে, মনকে নোঙ্গর দেনা ফেলে,
জয় গুরু শ্রী গুরু ব'লে উঠে আয় না প্রেমের হাটে।
প্রেমের হাটে বেচা কেনা, আছে যে সব লেনা-দেনা,
তাড়াতাড়ি সেরে নে না, আবার আয়ু-সূর্য্য বসবে পাটে ॥

দিবাকর। যাও মা শ্রী, কনোজে ফিরে যাও, এখনও তোমার অনেক কাজ বাকী আছে। এতদিনে তোমার কঠোর সাধনা সফল হয়েছে। এইবার সেবাধর্ম্মের অনাবিল উচ্ছ্বাসে ভারতের শুষ্ক বক্ষঃ-স্থল সরস ক'রে দাও মা! যে দিন এই ব্রত পূর্ণ হবে, সেই দিন আবার আমার দর্শন পাবে। যাও হর্ষবর্দ্ধন, তুমিই এই শ্রীর পরামর্শে ভারতে একছত্রী সম্রাট হবে। বৎস অবধূত স্বামী! তোমার কার্য্য শেষ হয়েছে; এইবার তুমি সমাধিস্থ হওগে।

[প্রস্থান।

অবধূত। যথা আজ্ঞা দেব!

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। বৎসগণ! গুরুর আদেশ পালন কর্‌বার জন্য আমাকে কনোজ যেতে হ'চ্ছে। আমার ইচ্ছা, তোমরাও আমার সঙ্গে এস। মৃগাঙ্ক! তোমার করুণ ক্রন্দনধ্বনি গুরুদেবের কর্ণে পৌঁছেছিল, তাই গুরুদেব আমায় দর্শন দিলেন। এস ভাই—[বক্ষে ধারণ]

হর্ষবর্দ্ধন। [চিন্তিতভাবে স্বগত] আমি ভারতসম্রাট হবো!

[চিন্তা করিতে করিতে হর্ষবর্দ্ধন ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কিন্নর ও কিন্নরীর প্রবেশ।

কিন্নরী। নাগর! শুন্‌লি কেমন গান?
কিন্নর। তাই তো ছুঁড়ী আওয়াজ ভাল, মিঠে মধুর তান ॥

কিন্নরী । তখন যাচ্ছিলি যে চ'লে,
কিন্নর । চুপ্ কর্—তোর চোখ্টা দেবো গেলে,
কিন্নরী । এই দেখ্ তোর কান্টা দিলাম ম'লে,
কিন্নর । ওহো ! দে না ছেড়ে বেজায় কড়া টান ।
কিন্নরী । আ-হা-হা, তোর বড় লেগেছে,
কিন্নর । তবে আমি করি মান, মর তুমি যেচে,
কিন্নরী । না—না, তোমায় ছেড়ে থাক্তে নারি বেঁচে,
কিন্নর । বা-বা-বা, গুরু মেরে কর জুতা দান ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কনোজ রাজপ্রাসাদ।

হর্ষবর্দ্ধন পদচারণা করিতেছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন। [স্বগত] আমি শত চেষ্টা ক'রে যে কাপালিককে নিজের মতাবলম্বী কর্‌তে পারি নাই, সেই দুর্দ্ধর্ষ কাপালিককে কেমন মন্ত্র-মুগ্ধ ক'রে ফেলেছে। যে তান্ত্রিক গুরু ভৈরবানন্দের পাষাণ হৃদয় অপত্য স্নেহের প্রবল কর্ষণে সিক্ত কর্‌তে পারিনি, আজ আমার শ্রী তাকে ভেঙ্গে-চুরে এক নবীন নবনীত মূর্ত্তি গঠন করেছে। আহা! বেচারীকে এত অনুসন্ধান কর্‌লাম, কোথাও খুঁজে পেলাম না। ধন্য বৌদ্ধধর্ম্ম, ধন্য তোমার অমানুষিক শক্তি! [প্রকাশ্যে] কে—জীবন?

জীবনসিংয়ের প্রবেশ।

জীবন। হাঁ রেজা! হামি এসিয়েছে।

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন! অবসর পাইনি বাপ তোর কাছে ক্ষমা চাইতে; জীবন! জীবন! আমার দুর্ব্ব্যাবহারের জন্য আমি নিজেই লজ্জিত হয়েছি। ক্ষমা কর বাপ্‌! [হস্তধারণ]

জীবণ। রেজা! তু কি কর্‌তে লেগিয়েছিস্‌? তুহার সন্তানকে পাপী করিয়ে মারিয়ে ফেলিস্‌ নে। তু হামার দেবতা আছিস্‌, হামার

মাইজী তুহাকে ভালবাস্‌তে শিখিয়ে দিয়েছে। তু হামাকে অপরাধী করিস্‌ নে রেজা ?

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন ! আমি ভাগ্যবান, তাই তোমার মত রত্ন লাভ করেছি ; যাক্‌, এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

জীবন। কি কথা রেজা ?

হর্ষবর্দ্ধন। বাঙ্গলার রাজরাণীর কোন সংবাদ পেয়েছ ?

জীবন। রাজা, তু যে দিন থেকে হামার উপর সন্দেহ করেছিলি, সেই দিন হ'তে আমি পরাণ পাত করিয়ে সেই রেজা-রাণীর সন্ধান করিয়েছে। সারা বাঙ্গলা দেশ হামি পাতি পাতি করিয়ে খুঁজিয়েছে ; কোথাও সন্ধান পেলাম না। হামার অদৃষ্টের কলঙ্ক রহিয়ে গেল।

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন ! আর সে পূর্ব্ব কথা উথাপিত ক'রে আমাকে লজ্জিত ক'রো না। বাঙ্গলার রাজা-রাণী নিশ্চয়ই গৃহদাহের সময় মারা পড়েছে। পাপীকে ভগবান শাস্তি দিয়েছেন—আর তাদের অনু-কোন প্রয়োজন নাই। হাঁ, তুমি আমার সামন্তগণকে সংবাদ দিয়েছ যে, আমি থানেশ্বর থেকে রাজধানী কনোজে নিয়ে এসেছি ?

জীবন। হাঁ প্রভু, আপনার আদেশ ঠিক ঠাক্‌ পালন করিয়েছে ?

হর্ষবর্দ্ধন। তুমি সেনাপতি হয়েছ, সে সংবাদ সকলে জান্‌তে পেরেছে ?

জীবন। তা সকলে শুনিয়েছে বৈ-কি প্রভু !

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন ! এক উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় আমাকে অধীর করেছে। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হ'লে, হৃদয়ে শান্তি নেই—চক্ষে নিদ্রা নেই—আহারে প্রবৃত্তি নেই—কর্ম্মে আসক্তি নেই। এক অসার ঔদাস্যে চারিদিক্‌ থেকে আমাকে ঘিরে রেখেছে। জীবন ! এর কোন উপায় কর্‌তে পার ?

জীবন। রেজা, তুহার কথা শুনিয়ে হামার মাথা ঘুরিয়ে যাচ্ছে। বল্—বল্—শিগ্‌গির বল্, তুহার কোন্ কাম তামিল কর্‌তে হবে? হামার পরাণ দিয়ে যদি তুহাকে এক লহমা সুখী কর্‌তে পারে, তব্ হামি হাস্‌তে হাস্‌তে, এই ছোট্টা আদ্‌মির ছোট্টা পরাণটী ছেড়িয়ে দিতে পারে। বল্ রেজা, তু শিগ্‌গির বল্!

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন! আমাকে ভারত-সম্রাট হতে হবে। বৌদ্ধগুরু দিবাকরের ভবিষ্যদ্বাণীতে আ উত্তেজিত হয়েছি। এ উত্তেজনার সাফল্য লাভ কর্‌তে না পার্‌লে বোধ হয় আমি ম'রে যাবো।

জীবন। আরে রেজা, তু কি বক্‌তে লেগেছিস্। হামি অত শত কুছু বোঝে না; তু কেবল বাত্‌লে দে, হামাকে কোন্ কাম কর্‌তে হোবে?

হর্ষবর্দ্ধন। আমার সঙ্গে তোমাকে দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর্‌তে হবে। জীবন! এ অনুরোধটি তোমাকে রক্ষা কর্‌তে হবে।

জীবন। হামি তো তুহার নফর আছে; তব্ অনুরোধ কেন কচ্ছিস রেজা? বাত্‌লে দে—কেতো সৈন্যি হামাকে নিতে হবে? হামি তৈয়ার আছে।

হর্ষবর্দ্ধন। উত্তম, তবে তুমি মাত্র দুই সহস্র সৈন্য সংগ্রহ কর; কল্য প্রাতেই যাত্রা কর্‌তে হবে। বুঝ্‌লে জীবন, অতি গোপনে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ কর্‌তে হবে।

জীবন। একি কথা বল্‌ছিস রেজা! বীর পুরুষ হ'য়ে গোপনে লড়াই কর্‌তে হোবে কেন? আগাড়ি রেজা পুলকেশীকে সংবাদ পাঠিয়ে দে যে হামরা লড়াইয়ে যাবে। ওর শক্তি থাকে, লড়াই দেবে; নইলে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে লেবে।

হর্ষবর্দ্ধন। তা হয় না জীবন! সুবিস্তৃত দক্ষিণাত্য যার রাজত্ব, নিজে

যে সুকৌশলী বীর, ন্যায় যুদ্ধে তাকে পরাজিত করা আমাদের শক্তিতে হবে না। আমি অনেক চিন্তা করেছি, এ ভিন্ন দাক্ষিণাত্যবিজয়ের অন্য কোন উপায় নাই।

জীবন। তবে হামায় মাপ করিয়ে দে। এমন পাপ কাম হামি কভি নেহি করিয়েছে, কভি নেহি করবে। হামি ছোট্টা আদমি বটে, চোট্টা আদমি নেহি।

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন! জীবন! আমার অনুরোধ রক্ষা কর্বে না?

[অশ্রুমোচন]

জীবন। ও কি রেজা! তু কাঁদতে লেগিয়েছিস্? তু চুপ কর্ রেজা! তুহার আঁখে পানী দেখ্‌লে হামার মাইজী বড় বেথা পাবে, মাইজীর আঁখ্‌সেও পানি গির্‌তে থাকবে, হামার ধরম করম সেই পানীমে সব ভেসে যাবে। রেজা! হামার মাইজীর দেবতা! হামার দেবতার দেবতা! তু চুপ কর্, হামি তুহার সঙ্গে যাবে।

হর্ষবর্দ্ধন। তবে যাও জীবন, এই মুহূর্ত্তে সৈন্যগণকে প্রস্তুত করগে যাও। কল্য প্রাতে এখান থেকে অতি গোপনে যাত্রা কর্‌তে হবে।

জীবন। তু কিবল কাঁদিস্‌নে—হামি তুহার তরে সব কর্‌তে পারি।

[বেগে প্রস্থান।

হর্ষবর্দ্ধন। [স্বগত] জীবনকে যখন স্বমতে আন্‌তে পেরেছি, তখন আর কোন চিন্তা নেই। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, পঞ্চনদ, রাজপুতনা, সমস্তই আমার অধিকারে আছে। এইবার দাক্ষিণাত্য জয় কর্‌তে পার্‌লেই, আমি ভারত-সম্রাট হবো।

কমলিনীর প্রবেশ।

কমলিনী। মহারাজ! দিদি আপনাকে ডাক্‌ছেন।

হর্ষবর্দ্ধন কে, বনফুল? শ্রী বেশ সুস্থ আছে তো? সে ডাক্‌ছে কেন, বল্‌তে পার?

কমলিনী। তিনি বেশ সুস্থ আছেন; কেন ডাক্‌ছেন, আমি জানিনে।

হর্ষবর্দ্ধন। আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি।

কমলিনী। তবে, আসি মহারাজ! [অভিবাদন করতঃ প্রস্থানোদ্যত]

হর্ষবর্দ্ধন। বনফুল! একটু দাঁড়াও।

কমলিনী। আদেশ করুন।

হর্ষবর্দ্ধন। বনফুল! ভ্রাতা-ভগ্নীর শোকে উন্মত্ত হ'য়ে তোমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেছিলাম, তার জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

কমলিনী। মহারাজ! মহারাজ! আমার এই জন্ম, এই ফল, আমায় আর অপরাধিনী কর্‌বেন না। আপনি এক সময়ে আমার উপর যে অপরিসীম দয়া-বারি বর্ষণ করেছেন, তাতে যদি আপনি সারা জীবন নির্দ্দয় মার্ত্তণ্ডকিরণ বর্ষণ করেন, তথাপি তা শুষ্ক হবে না। মহারাজ! আমি সে দিনের কথা এখনও ভুলিনি।

হর্ষবর্দ্ধন। তুমি আমাকে বার বার মহারাজ ব'লে সম্বোধন কর্‌ছো কেন বনফুল? আমি তো তোবার নিকট যা, তাই আছি।

কমলিনী। আপনি মহারাজ হয়েছেন, তাই বল্‌ছি; এতে আর আমি অন্যায় করেছি কি? বরং আপনার পদমর্য্যাদা রক্ষা ক'রেই যাচ্ছি।

হর্ষবর্দ্ধন। তবে আমিও তোমার পদমর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বো।

কমলিনী। দীন দুঃখিনীর আর পদমর্য্যাদা কি মহারাজ! চরণাশ্রিতের আর পদবী কি মহারাজ?

হর্ষবর্দ্ধন। বনফুল! হৃদয়ের গুরুভার আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি

না। শুন দেবী! তোমার পদবী—তুমি এখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের ধর্ম্মপত্নী—মহারাণী।

কমলিনী। [কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া] ছিঃ—ছিঃ—মহারাজ! দেব-চরিত্র কলুষিত কর্‌বেন না। আমি এখনও কুমারী, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও প্রস্তাব ক'রে ধর্ম্মগর্হিত কাজ কর্‌বেন না মহারাজ! মনে করুন, আমি পর-স্ত্রী, ভীলসর্দ্দার জীবনসিংয়ের যদি চিত্তবিশুদ্ধি না হ'তো, তা হ'লে মহারাজ, এতদিন আমাকে কোথায় পেতেন?

হর্ষবর্দ্ধন। তোমার সম্বন্ধে আমি বহু চিন্তা ক'রে দেখেছি, তোমার মত প্রতিমার প্রত্যাশা আমি কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌বো না। শোন বনফুল! আমার শেষ সিদ্ধান্ত—তুমিই আমার ধর্ম্মপত্নী।

কমলিনী। [স্বগত] হৃদয়, উদ্বেলিত হ'য়ো না,—সত্যই যদি হর্ষ-বর্দ্ধনকে ভালবেসে থাক, তবে তার চরিত্র কলুষিত ক'রো না, তোমার ভালবাসার গভীরতা তাকে বুঝ্‌তে দিও না। ওকি! হর্ষ-বর্দ্ধনের মোহ ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ছ না! কাঁদ্‌ছো! কাঁদ,—কেঁদে কেঁদে যখন অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌বে, তখন আপনা হ'তেই মোহ ছুটে যাবে।

[অশ্রুমোচন করিতে করিতে ধীর পদবিক্ষেপে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ্যশ্রীর আশ্রম।

রাজ্যশ্রী, কাপালিক, মৃগাঙ্ক, ও কমলিণী সমাসীনা।

রাজ্যশ্রী। বৎস রুদ্রানন্দ! আজ তোমাকে এক মহৎ কার্য্যের ভারার্পণ করবো; তুমি প্রস্তুত আছ?

কাপালিক। মা! মা! সন্তানের প্রতি দয়া করেছ, তবে এমন কার্য্যের ভার দাও, যাতে আমার পাপ ক্ষয় হয়।

রাজ্যশ্রী। বৎস! রোগীর শুশ্রূষা, বিপন্নের সহায়তা, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, এর চেয়ে মহৎ কার্য্য জগতে কিছু আছ ব'লে তো বোধ হয় না। জীবসেবার দ্বারা ভগবৎ-উপাসনা মহীয়সী সাধনা, আমি তোমায় সেই সাধনায় নিযুক্ত করবো। বৎস! তুমি স্বীকৃত আছ?

কাপালিক। জননীর আদেশ বেদবাক্যের ন্যায় প্রতিপালন করবো।

রাজ্যশ্রী। তবে যাও বৎস! বাঙ্গলার পথে পঞ্চাশটী পান্থশালা নির্ম্মাণ করেছি, তুমি সেইগুলির তত্ত্বাবধানের ভারগ্রহণ কর।

কাপালিক। ধন্য দয়াময়ী, তোমার অপার করুণা,—ওহো, আমার পরম সৌভাগ্য!

রাজ্যশ্রী। তুমি এই মুহূর্ত্তে যাত্রা কর বৎস! উপযুক্ত পরিচালক না থাকায় পথিকগণের কষ্ট হ'চ্ছে।

কাপালিক। উত্তম, তবে আসি। কমলিনী—কন্যা আমার!

কমলিনী। আদেশ করুন পিতা!

কাপালিক। যে পান্থশালায় তোমাকে অপহরণ ক'রে মহা-

পাতকের অনুষ্ঠান করেছি, আজ সেই পান্থশালায় পাপক্ষয়ের জন্য গমন করছি। মা! মা! তুই প্রসন্না হ'য়ে বল্ মা, যেন আমি পাপক্ষয় ক'রে আত্মশুদ্ধি লাভ কর্‌তে পারি।

কমলিনী। পিতা, আপনি সৌভাগ্যক্রমে যে কল্প-লতিকার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাতে আপনার কোন কামনাই অপূর্ণ থাক্‌বে না। যান পিতা, বিপন্ন পথিকের ধন-প্রাণ রক্ষা ক'রে ভগবানের তুষ্টিসাধন করুন গে।

কাপালিক। জয় মা কালী কৈবল্যদায়িনীর জয়! এত দিন তোমার মধ্যে দিয়ে সারা বিশ্বকে দর্শন কর্‌বার চেষ্টা করেছিলুম, এইবার বিশ্বের মধ্য দিয়ে তোমাকে দর্শন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বো। এই বোধ হয় স্বল্লায়ু কলির জীবের ব্রহ্মদর্শনের সুগম পন্থা।

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। কমল!

কমলিনী। দিদি।

রাজ্যশ্রী। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে ভগ্নী, কেন দাদা আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলেন না। আবার তুমি বল্‌ছো, আজ প্রাতে দু-হাজার সৈন্য নিয়ে কোথায় যাত্রা করেছেন। এতে আমার প্রাণে কেবল এক সংশয় জেগে উঠ্‌ছে; জানিনে, প্রভুর মনে আবার কি আছে।

কমলিনী। দিদি! আপনি কোনরূপ অশুভ চিন্তা কর্‌বেন না। আমার জীবনসিং যখন তাঁর সঙ্গে আছে, তখন তিনি যে অন্যায় কার্য্যে যাত্রা করেন নি, এ আমি সাহস ক'রে বল্‌তে পারি।

মৃগাঙ্ক। হাঁ দিদি, কোন ভয় নেই। জীবনসিং যদি হর্ষ দাদার সহচর না হ'তেন, তা হ'লে ভারতে হিন্দু নাম এতদিন লোপ পেয়ে যেতো।

রাজ্যশ্রী। মৃগাঙ্ক। ভাই! আমি পান্থশালা পরিদর্শন করতে আজ যাত্রা করবো,—তোমাদের উপর আমার এই আশ্রমের ভার রইলো। দেখো, যেন কোন অতিথি অসন্তুষ্ট হ'য়ে বিমুখ না হন।

মৃগাঙ্ক। দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাবো, দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গে নাও। [রাজ্যশ্রীর কটীদেশ জড়াইয়া ধরিল]

রাজ্যশ্রী। তোর আব্দার উপেক্ষা করা সহস্র রাজ্যশ্রীর শক্তিতে কুলাবে না। চল ভাই, আমার সঙ্গে চল। কমল! তুমিই আমার এই আশ্রমের একমাত্র রক্ষয়িত্রী।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

সিংহাসনে রাজা পুলকেশী, পার্শ্বে দুইজন পারিষদ দণ্ডায়মান।

পুলকেশী। নারায়ণীর ইচ্ছা নয় যে, আমি আর অধিক দিন রাজত্ব করি। না, আমি বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখেছি, বানপ্রস্থ গমনের এই উপযুক্ত অবসর।

১ম পারিষদ। মহারাজ! আপনি উতলা হবেন না; আপনি বীর, বীরের হৃদয় সামান্য কারণে এত চঞ্চল হয় না।

পুলকেশী। আপনি কি বল্‌ছেন? এইটে সামান্য কারণ? যার বিরুদ্ধে প্রায় অধিকাংশ সামন্ত রাজগণ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে, তার চিত্ত কেমন ক'রে সুস্থির থাক্‌বে। তারপর সংসারে কিছুমাত্র শান্তি নেই; পত্নী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্বেচ্ছাচারী, এমন কি দাস-দাসী পর্য্যন্ত আজ্ঞাধীন নয়। দিবারাত্র বাক্‌-বিতণ্ডা চল্‌চেই, মতদ্বৈধের জমাটী মেঘে সমস্ত রাজপ্রাসাদটী ঢেকে ফেলেচে। এতে আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, অচিরেই আমার রাজলক্ষ্মী এ স্থান ত্যাগ কর্‌বেন। সে দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না, তার পূর্ব্বেই আমিও বানপ্রস্থ-ব্রত গ্রহণ কর্‌বো।

১ম পরিষদ। [২য় পরিষদের প্রতি] আপনি সব নর্ত্তকীদের সংবাদ পাঠিয়েছেন তো?

২য় পরিষদ। নিশ্চয়, ঐ যে তারা আস্‌ছে।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

কেন তব বিরস বয়ান বারেক ফিরিয়া চাও না।
জুড়াবে মরম-জ্বালা রবে না আর বেদনা॥
প্রকৃতি-মুখরা মেদিনী, জোছনা-হসিত যামিনী,
মোরা প্রেমময়ী কামিনী, ঢালি সুধার ধারা ধর না।
সংসারে যত তাপ, হ'য়ে যাবে আপনি সাফ,
এতে নাইকো কোন পাপ, এ যে প্রেমচাঁদের কারখানা॥

সসৈন্য ধীরানন্দের প্রবেশ।

ধীরানন্দ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে—চণ্ডাল হর্ষবর্দ্ধন বহু সৈন্য নিয়ে রাজপুরী আক্রমণ করেছে। প্রায় সমস্ত সৈন্য পরিখা পার হ'য়ে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে।

১ম পরিষদ। ওগো, আমার স্ত্রী মহারাণীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে যে গো—[আর্ত্তনাদ]

পুলকেশী। আপনারা সব স্থির হোন—বিপদে ধৈর্য্য হারাবেন না। ধীরানন্দ! সৈন্যগণ কোন্ পথে প্রবেশ করেছে?

ধীরানন্দ। দক্ষিণ দিকের পরিখা পার হ'য়ে এসেছে, এইরূপ অনুমান হ'চ্চে।

পুলকেশী। উত্তম, তুমি সত্বর এই স্ত্রীলোকগুলিকে নিয়ে অন্তঃপুরে রেখে এস। অন্তঃপুরের পূর্ব্ব দ্বার রুদ্ধ রাখ্‌বে, আর পশ্চিম দ্বার মুক্ত ক'রে দেবে। তেমন তেমন হয়, নিম্নে খরস্রোতা গণ্ডকী নদী

আছে—বাস্! ধীরানন্দ! কিছুমাত্র ভীত হ'য়ো না; মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরে আস্‌বে।

ধীরানন্দ। যথা আজ্ঞা প্রভু! আপনি কোথায় থাকবেন?

পুলকেশী। এইখানেই—এই বিস্তৃত প্রাসাদ-চত্বরই আজ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত হবে। ধীরানন্দ! আজ যদি পুলকেশীর যুদ্ধ-কৌশল দেখতে চাও, সত্বর ফিরে এস।

ধীরানন্দ। মুহূর্ত্তমধ্যে আমি ফিরে আস্‌ছি প্রভু!

[নর্ত্তকীগণকে লইয়া প্রস্থান, তৎসঙ্গে পারিষদদ্বয় প্রস্থানোদ্যত।

পুলকেশী। আপনারা কোথায় যাচ্চেন? অন্তঃপুরে আপনারা কেমন ক'রে যাবেন?

পারিষদদ্বয়। দোহাই মহারাজ! আপনার পায়ে পড়ি, আমরা স্ত্রীলোক।

পুলকেশী। স্থির হোন, আপনারা কোন ভয় কর্‌বেন না। সৈন্যগণ! যাও, ঐ দক্ষিণ দ্বারে মুক্তকৃপাণে দাঁড়িয়ে থাকগে—একপদ পেছিয়ে এলে, আমার হস্তে তোমাদের শির যাবে।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজকি জয়! [প্রস্থানোদ্যত]

সহসা হর্ষবর্দ্ধনের সৈন্য আসিয়া বাধা দিল।

[উভয় দলের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

জীবনসিংয়ের প্রবেশ।

জীবন। সারা মহলটা হাম পাতি পাতি করিয়ে তল্লাস করিয়েচে, লেকিন পুলকেশীর সন্ধান কুছুতেই মিল্‌ছে না। তব্ কি সে পালিয়ে গেছে? [অগ্রসর] আরে, এ কে বসিয়ে আছে? ওহো

—এই তো রেজা পুলকেশী, আঁখ মুদিয়ে কি ভাব্‌তে লেগিয়েছে। আঁখসে ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়ে পানি ঝর্‌চে কেন রে? তব্‌ কি ভগবানকে ধ্যেয়ান কর্‌তে লেগিয়েচে? হাঁ—হাঁ, তাই বটে! রেজা, তু কুছ ডর্‌ করিস্‌নে, হামি দাঁড়িয়ে আছি, তু পরাণ ভরিয়ে ডাকিয়ে লে।

ধনুর্ব্বাণহস্তে হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ।

হর্ষবর্দ্ধন। পেয়েছি—পেয়েছি, সন্ধান পেয়েছি, ঐ যে অদূরে রাজা পুলকেশী ব'সে রয়েছে। ভীরু জীবনসিংয়ের সাহসে কুলাচ্চে না, স্থির হ'য়ে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। আমিই আমার পথের কণ্টক উৎপাটিত করি। [ধনুকে শরযোজনা]

জীবনসিং। [দুই বাহু উত্তোলন করিয়া] রেজা—রেজা! সাম্‌লে যাস্‌; এ ভগবানের ধ্যেয়ান কর্‌তে লাগিয়েছে,—দোহাই রেজা! ধরম কামে বাধা দিস্‌নে।

হর্ষবর্দ্ধন। বর্ব্বর! আমি তীর্থদর্শনে আসিনি। [তীর নিক্ষেপ ও তৎক্ষণাৎ জীবনসিংয়ের বক্ষ পাতিয়া সেই তীরগ্রহণ ও পতন]

জীবনসিং। রেজা! রেজা! এ দফা আমি সাম্‌লে নিয়েছে, এইবার তু সাম্‌লে যা।

হর্ষবর্দ্ধন। ওহো! আমি কি সর্ব্বনাশ কর্‌লাম। [বেগে নিকটে উপস্থিত ও উচ্চকণ্ঠে] জীবন! জীবন! আমি কি কর্‌লাম! ও যে বিষাক্ত শর!

পুলকেশী। [সহসা চক্ষু উন্মিলিত করিয়া] কে রে—কে রে তুই দুরাচার, আমার জগজ্জননী ব্রহ্মময়ীর চরণচিন্তায় বাধা প্রদান কর্‌লি? [দণ্ডায়মান হইয়া] একি! কে এই শরাহত যুবক? বল্‌—শীঘ্র বল্‌, তোদের পরিচয় কি?

জীবনসিং। ওঃ—বড় পিয়াস্, একটু জল!

হর্ষবর্দ্ধন। অর্দ্ধ ভারতেশ্বর! আমি আপনার আততায়ী হর্ষবর্দ্ধন, আমার সেনাপতি ঐ মহাত্মা বীর যুবক যদি আমার নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত শর নিজের বুক পেতে গ্রহণ না কর্‌তো, তা হ'লে আপনার জীবন-প্রদীপ এতক্ষণ—ওঃ—মহারাজ! মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া ক'রে এক বিন্দু জল দান করুন। ওঃ, জীবন! জীবন! আমি কি করেছি!

পুলকেশী। আরে আরে নরকের কীট! আজ তোকে উচিত মত শিক্ষা দেবো। এই ঘোর নিশীথে অবৈধ আক্রমণ কর্‌তে যার হৃদয় একবারও কেঁদে ওঠেনি, তাকে আমি ক্ষমা কর্‌বো? অসম্ভব! আরে—আরে অর্ব্বাচীন! আয়—[দৃঢ়মুষ্টিতে হর্ষবর্দ্ধনের হস্তধারণ করিয়া] এই মুহূর্ত্তেই আর্য্যাবর্ত্তের কলঙ্ক-কালিমা—

হর্ষবর্দ্ধন। [নতজানু হইয়া] মহারাজ! এই মুহূর্ত্তে আপনার ঐ শাণিত কৃপাণে আমার শিরশ্ছেদ করুন, আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দিচ্চি; কিন্তু তার পূর্ব্বে হে করুণার খনি নরমণি! এক বিন্দু—একবিন্দু জল ঐ জীবনের শুষ্ককণ্ঠে প্রদান করুন। ওঃ—ও যে স্বর্গের দেবকুমার!

পুলকেশী। যার জ্যেষ্ঠ সহোদর আমার অভিন্নহৃদয় ছিল, তার আজ এই বিশ্বাসঘাতকতা—এই নৃশংসতা! কুলকলঙ্ক! আমি তোদের প্রতি কিছুমাত্র সৌজন্য দেখাবো না। এই দেখ্, তোর জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্য! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

জীবন। [টলিতে টালিতে উঠিয়া বাধা দিয়া] দোহাই—দোহাই রেজা, হামার দেবতাকে মাপ করিয়ে দে। তা যদি না পারিস্, তব্ আগাড়ি হামার শিরটা সাফ করিয়ে দে।

পুলকেশী। ভাল, সর্দ্দার! তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তুমি এ কার্য্যে আমাকে বাধা প্রদান ক'রো না।

জীবন। রেজা—রেজা! তু জানিস্‌নে, এর শিরটা কাটিয়ে ফেল্‌লে হামার মাইজীর পরাণটী উড়িয়ে যাবে, সেটী হামি কুছুতেই হ'তে দেবে না। দোহাই রেজা! হামার মাথা ঘুরূচে—বিষের জ্বালায় শরীরটে পুড়িয়ে যাচ্চে। দোহাই রেজা!

হর্ষবর্দ্ধন। জীবন—জীবন!

জীবন। দেবতা—দেবতা! কুচ ডর করিস্‌নে, তু হামার বুকে আয়—[হর্ষবর্দ্ধনকে জড়াইয়া] রেজা পুলকেশী! তু জানিস্‌নে, এ যে হামার দেবতার দেবতা।

পুলকেশী। আর হয় না। ভীলসর্দ্দার, কি বল্‌বো, তুমি আমার জীবনরক্ষক, তাই আজ অধর্ম্মাচারী হর্ষবর্দ্ধনের জীবনরক্ষা হ'লো। যাও মূর্খ! এই মুহূর্ত্তে এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে যাও; আর শিক্ষা ক'রে যাও, জীবনে এমন ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হ'য়ো না।

জীবনসিং। রেজা! রেজা! উঃ—পরাণ কাটিয়ে গেল, হামি চ'ল্লাম—[পতন] উঃ—বড় পিয়াস!

হর্ষবর্দ্ধন। উঃ—আমার কল্পনার প্রাসাদ ভেঙ্গে চূরমার হ'য়ে গেল।

[প্রস্থান।

জীবন। চলিয়ে যা রেজা, চলিয়ে যা; হামার মাইজীকে দেখিস্। উঃ—বড় পিয়াস!

পুলকেশী। স্থির হও জীবন! আমি তোমাকে জল দিচ্ছি। [জলদান]

জীবন। আঃ—মাইজী!—[মৃত্যু]

পুলকেশী। যাক্, প্রেমের ছবি আকাশে মিশে গেল।

সসৈন্য ধীরানন্দের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ পুলকেশীর জয়!

ধীরানন্দ। মহারাজ! করুণাময়ীর অপার করুণায় শত্রুসৈন্য সমস্ত নিঃশেষিত হয়েছে। একি! মহারাজ! কে এই বীর পুরুষ?

পুলকেশী। ধীরানন্দ! এই মহাত্মা আজ আমার জীবন রক্ষা করেছেন, নতুবা এতক্ষণ হর্ষবর্দ্ধনের নিক্ষিপ্ত শাণিত বিষাক্ত শরে আমার জীবনলীলার অবসান হ'তো। চল বীর! এই পবিত্র দেহের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া স্বহস্তে সমাধা করিগে।

ধীরানন্দ। চলুন মহারাজ! এস সৈন্যগণ! সকলে মিলে এ পবিত্র দেহ বহন করি এস।

[জীবনের মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

বেগে ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরবানন্দ। এক এক ক'রে কত স্থান অন্বেষণ করলেম, তথাপি সে দেবকুমারের দর্শন পেলাম না। উঃ—সেই যুবক যদি সেদিন আমার বক্ষঃস্থল হ'তে প্রস্তরখণ্ড অপসারিত ক'রে আমার বন্ধনমোচন না ক'রে দিত, তা হ'লে—ভাবতে আমার মাথার শিরগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে, ওঃ—তা হ'লে এত দিন ধ'রে এমন অনুতাপানলে দগ্ধ হবার সুযোগ পেতাম না—তা হ'লে আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হ'তো না। ওঃ—কিন্তু সেই দেবকুমারের মুখচ্ছবি আমি এখনও ভুলতে পারিনি। আমার সেই অভাগিনী কন্যার মুখের সঙ্গে কি সৌসাদৃশ্য! শত চিন্তার মাঝখানেও আমার এই তপ্ত হৃদয়ে সেই কমলকান্তি মুখখানি আপনা হ'তে ভেসে ওঠে! ও কে? কে একজন উন্মাদ ছুটে আসছে নয়!

বেগে শশাঙ্কের প্রবেশ।

শশাঙ্ক। সুপ্রভাত—সুপ্রভাত! গুরুদেব, প্রণাম হই।

ভৈরবানন্দ। কে তুমি উন্মাদ? তোমাকে তো চিনতে পাচ্ছি না।

শশাঙ্ক। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঠিক মিলেচে। আপনি তো এখন আর চিনতে পারবেন না, আপনি মানুষ হ'লে আমাকে চিনতে পারতেন। আপনি যে গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ, সুতরাং আপনি

হ'চ্চেন দেবতার দেবতা, কেমন ক'রে আমাকে চিন্‌তে পারবেন? কুলগুরু ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষা নিয়েছিলাম, হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঠিক মিলেচে।

ভৈরবানন্দ। কে—কে তুমি উন্মাদ? দয়া ক'রে তোমার পরিচয় দাও।

শশাঙ্ক। দোহাই গুরুদেব! আমি শিষ্য, অনুগত শিষ্য, তাতে আবার উন্মাদ,—আমাকে অপরাধী করবেন না। ঠাকুর! একটু চিন্তা ক'রে দেখুন, আগাগোড়া একটু ভেবে দেখুন দেখি, আমার মত লোক কোথাও দেখেছিলেন কি না?

ভৈরবানন্দ। দেখেছিলাম—দেখেছিলাম বৎস! অবিকল তোমার মত আকৃতি,—সে আমার বড় ভক্ত ছিল। ওঃ—আমি মহা পাষণ্ড! আহা! বেচারির সোনার হাটে আমি স্বহস্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েচি। কিন্তু উন্মাদ আকৃতি অবিকল হ'লেও তুমি সে হ'তে পার না।

শশাঙ্ক। পার্থক্য কি দেখ্‌ছেন? যদি আমি উন্মাদ না হ'তাম?

ভৈরবানন্দ। তা হ'লেও আকাশ পাতাল পার্থক্য। অঙ্গের সে কমনীয়তা নাই, চক্ষের সে দীপ্ত জ্যোতিঃ নাই, কণ্ঠের সে মধুময় স্বর নাই, মস্তকে সে ভ্রমরকৃষ্ট কুণ্ডল নাই; তা যদি থাক্‌তো—

শশাঙ্ক। তা হ'লে বাঙ্গলার রাজা শশাঙ্ক ব'লে মনে করতেন!

ভৈরবানন্দ। এঁ্যা—এঁ্যা—তুমিই শশাঙ্ক? বৎস! ক্ষমা কর—ক্ষমা কর। বৌদ্ধবেশী কাপালিক কর্ত্তৃক আমার শিশু কন্যার অপহরণে শোকে দুঃখে বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলুম, তাই মিথ্যা ধারণার প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হ'য়ে ছিলাম। সত্যের আলোক যখন আমি সব দেখ্‌তে পেলাম, তখন আমিও স্থির হ'য়ে গেলাম। এই আমার অপরাধ;

বৎস! ক্ষমা কর। উঃ—জ্ব'লে গেল! কন্যা আমার—একটীবার যদি তোকে পাই,—আঃ—

শশাঙ্ক। গুরুদেব! ক্ষমা কর্‌বেন—ক্ষমা কর্‌বেন। আপনাকে অনুতপ্ত দেখে, আমার অর্দ্ধেক পাগলামি ছুটে গিয়েছে। চলুন গুরু-দেব! শশাঙ্কের মত শিষ্য বেঁচে থাক্‌তে আপনি কন্যাশোকে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্চেন? পুত্র-কন্যার শোক যে কি দারুণ—কি মর্ম্মন্তুদ, তা আমি বেশ বুঝেছি। বলুন গুরুদেব! কোথায় আপনার কন্যা?

ভৈরবানন্দ। যে তোমার মস্তকের মূল্য লক্ষ মুদ্রা নির্দ্ধারিত করেছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ হর্ষবর্দ্ধনের রাজপ্রাসাদে আমার কন্যা অবরুদ্ধা।

শশাঙ্ক। ভয় কি প্রভু! শশাঙ্ক এই মস্তকের বিনিময়ে আপনার চক্ষের জল মুছিয়ে দেবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নিত্যানন্দ অপর্ণা দেবীকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবেশ।

অপর্ণা। বাবা! আর যে চল্‌তে পাচ্চিনে; পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে আস্‌ছে—শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌চে।

নিত্যানন্দ। রাণী মা! একটু স্থির হোন্‌। নিকটে নিশ্চয়ই পান্থশালা আছে। একটু কষ্ট ক'রে আমার গায়ে ভর দিয়ে চ'লে চলুন, তারপর আমি সব ব্যবস্থা কর্‌ছি।

অপর্ণা। উঃ, চল—বড় কষ্ট! [কিঞ্চিৎ অগ্রসর] না—না, আর চল্‌তে পাচ্চিনে। একটু দাঁড়াও বাবা! উঃ—আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না। বাবা! তুমি বলেছিলে, মহারাজের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবে, কৈ বাবা, তা বুঝি আমার ভাগ্যে আর ঘট্‌লো না।

উঃ—মহারাজ! আমার গুণের দেবতা! আজ কোথায়? [অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন]

নিত্যানন্দ। মা! বিদুষী গৌড়েশ্বরী হ'য়ে সামান্য নারীর মত ধৈর্য্য হারাবেন না। আর দু এক দিন অপেক্ষা করুন, নিশ্চয়ই মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো।

অপর্ণা। বাবা! বাবা! জানি না তুমি কে? যেই হও, পরের জন্য যে নিজেকে ভুলতে পারে, সেই মহাত্মা। তবে কেন বাবা! আমাকে বিদুষী গৌড়েশ্বরী ব'লে পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্চ? বাবা! বাবা! বড় পিপাসা—একটু জল! আর যে দাঁড়াতে পাচ্চিনে! মহারাজ—মহারাজ! এখনও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? উঃ—জল—জল, এক বিন্দু জল!

নিত্যানন্দ। রাণী-মা! চতুর্দ্দিক লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌ছি, এ পথের ধারে কোথাও জলাশয় দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কেবল ধূ-ধূ কর্‌ছে। মা! এখানে কোথায় জল পাবো দেবী! তবে একান্তই যদি না চল্‌তে পারেন, তবে এই গাছতলায় একটু অপেক্ষা করুন; অনুসন্ধান ক'রে দেখি, কোথাও যদি একটু জল পাই।

অপর্ণা। বাবা! প্রাণটা বড় আন্‌চান কর্‌চে; যদি তোমার জল আন্‌তে অধিক বিলম্ব হয়, তবে বোধ হয় আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না!

নিত্যানন্দ। আদেশ করুন রাণী-মা! কি আমাকে বল্‌তে চান?

অপর্ণা। যদি এত দয়া করেছ, তবে দয়া ক'রে বল, স্বর্গের কোন মণিময় সিংহাসন শূন্য ক'রে, মর জগতে নিঃস্বার্থ প্রেম ঢেলে দিতে এসেছ? দয়া ক'রে বল বাবা, তোমার পরিচয় বল; তবু মৃত্যুর পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ শান্তি পাবো।

নিত্যানন্দ। রাণী মা! মনে করেছিলাম, এ অধীনের পরিচয় আরও কিছু দিন গোপনে রেখে দেবো। আজ দেখ্‌ছি, ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়। শুনুন দেবী! আমি বৌদ্ধ নই, আমি কনোজের অদ্ভুত জ্যোতিষী।

অপর্ণা। জ্যোতিষী! জ্যোতিষী! তবে দয়া ক'রে ব'লে দাও, আমার মহারাজ কোথায়? তিনি বেঁচে আছেন তো?

নিত্যানন্দ। মা! মা! আমি মিথ্যা জ্যোতিষী, আমার আর একটী পরিচয় আছে।

অপর্ণা। পিপাসায় কণ্ঠ অবশ হ'য়ে আস্‌ছে, তবু যেন তোমার পরিচয় শোন্‌বার জন্য আমার হৃদয়ে এক নূতন আশার ঢেউ খেল্‌চে; বল বাবা! তোমার পরিচয় কি?

নিত্যানন্দ। রাণী-মা! আমার দ্বিতীয় পরিচয়, আমি আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত—আমার নাম নিত্যানন্দ বাচস্পতি।

অপর্ণা। [দণ্ডায়মান হইয়া] আমা কর্ত্তৃক বিতাড়িত, তথাপি চিরানুরক্ত হে মহাত্মন পণ্ডিতজী! আমাকে ক্ষমা করুন। উঃ—বড় মাথা ঘুর্‌চে—[উপবেশন] পণ্ডিতজী! এক বিন্দু জল—এক বিন্দু জল! ওঃ—[শয়ন]

নিত্যানন্দ। দেবী! দেবী! না, দারুণ পিপাসায় দেবীর চৈতন্য লুপ্ত হ'য়ে আস্‌ছে; আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব কর্‌লে দেবী আমার প্রাণে মারা যাবে। যে কোন উপায়ে এক গণ্ডূষ জল সংগ্রহ কর্‌তেই হবে। ভগবান—ভগবান্! একমাত্র তোমার দয়ার উপর নির্ভর ক'রে অনাথাকে পথের ধারে ফেলে রেখে চ'ল্লাম, দেখো প্রভু! আমার নিরাশ্রয়া প্রভুপত্নীকে রক্ষা ক'রো।

[বেগে প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী ও মৃগাঙ্কের প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। মৃগাঙ্ক! মৃগাঙ্ক! কেন তুমি আমার সঙ্গে এলে? ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছে রৌদ্র, এতে কি পথ চল্‌তে পার? এখনও অনেকটা পথ চল্‌তে হবে ভাই!

মৃগাঙ্ক। তা হোক্‌, আমার কোন কষ্ট হ'চ্চে না। তুমিই তো বলেছ দিদি, সুখ-দুঃখ মানুষের কল্পনা; এর চেয়েও অনেককে অনেক বেশী পথ হাঁট্‌তে হ'চ্চে; তার তুলনায় আমরা ঢের সুখী। আহা—ঐ দেখ, কে একজন রৌদ্রে কাতর হ'য়ে গাছতলায় শুয়ে পড়েছে!

রাজ্যশ্রী। তাই তো, তাই তো মৃগাঙ্ক! লোকটীর বড় কষ্ট হ'চ্ছে; চল ভাই দেখিগে। [অপর্ণাদেবীর নিকট গমন]

মৃগাঙ্ক। দিদি! দিদি! ইনি যে স্ত্রীলোক! কি আশ্চর্য্য, সঙ্গে কেউ নেই।

রাজ্যশ্রী। আহা—তাই তো, বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন; বোধ হয় নিদ্রা যাচ্চেন। ওহো ভগবান! জীবের এত কষ্ট কেমন ক'রে দেখ্‌বো প্রভু?

মৃগাঙ্ক। দেখ দিদি! এঁকে দেখ্‌তে অবিকল আমায় মায়ের মত; তফাতের মধ্যে ইনি রোগা—আর কাল; নয় দিদি?

রাজ্যশ্রী। হ্যাঁ ভাই! দেখ মৃগাঙ্ক। এঁকে অবস্থাপন্ন ঘরের স্ত্রীলোক ব'লেই বোধ হ'চ্চে। দেখ—দেখ, মুখের ভাব কেমন মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন হ'চ্চে,—বোধ হয় কোন স্বপ্ন দেখ্‌চেন।

মৃগাঙ্ক। ডাক্‌বো দিদি?

রাজ্যশ্রী। ডাক না ভাই!

মৃগাঙ্ক। কি ব'লে ডাক্‌বো দিদি? মা ব'লে ডাকি, তাতে আর

দোষ কি? মা! ও মা! তুমি কে মা! ওঠো না মা! দিদি! ইনি যে সাড়া দিচ্ছেন না।

রাজ্যশ্রী। [অঙ্গে হাত দিয়া] দেখি—সর্ব্বনাশ! মৃগাঙ্ক! এখানে এক বিন্দু জলও পাওয়া যাবে না। চল, নিকটে পান্থশালা আছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে পার্‌লে হয় তো এঁর জীবন রক্ষা হ'তে পারে।

[অপর্ণাকে লইয়া রাজ্যশ্রী ও মৃগাঙ্কের প্রস্থান।

জলপাত্রহস্তে নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। বহুকষ্টে ভগবানের দয়ায় এক পাত্র জল সংগ্রহ করেছি। একি! দেবী কোথায় গেল? এই তো সেই গাছ, আমার ভ্রম হ'চ্ছে না তো? না—না, এ গাছটা নয়। ওই তো সেই বড় গাছ—[বেগে প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ] কৈ, ওখানেও তো নেই! কোথায় গেলেন? শৃগাল কুকুরে টেনে নিয়ে গেল না তো? সর্ব্বনাশ! না—না, আমি যে ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তিনি বেঁচে আছেন। নিশ্চয়ই ভগবান তাঁকে নিরাপদ স্থানে রেখেছেন। আমি হিন্দু হ'য়ে এ বিশ্বাস কিছুতেই নষ্ট কর্‌বো না। মা! মা! এই বিশ্বাসে নিত্যানন্দ আজ তোমার অনুসন্ধানে বহির্গত হ'লো।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আশ্রম।

কমলিনী পদচারণ করিতে ছিলেন।

কমলিনী। এক দিন দুদিন ক'রে অনেক দিন চ'লে গেল—দিদি এখনও পান্থশালা পরিদর্শন ক'রে ফিরে এলেন না; না আসুন আমি আজ এ আশ্রম ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো! একবার মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ফিরে এলেই আমাকে নিশ্চয়ই তিনি বিবাহ কর্‌তে চাইবেন, তখন তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেবার আমার শক্তি থাক্‌বে না। অনেক কষ্টে মনটাকে প্রস্তুত করেছি; এই সুযোগ—যাবার পূর্ব্বে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে যাওয়া উচিত, তাই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একখানা পত্র লিখে রাখ্‌তে বাধ্য হ'লাম,—দেখি, ঠিক হয়েছে কি না! [পত্রপাঠ] প্রিয়তম! ভেবেছিলাম, আমার মনের কথা তোমাকে বল্‌বো না, কিন্তু আজ বাধ্য হ'লাম; আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে যদি তুমি জগতের উপকার কর্‌তে বিরত হও, এই ভয়ে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। আমাকে কাপালিকহস্ত থেকে রক্ষা ক'রে যে গৌরব লাভ করেছ, যে মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ ক'রে নিঃস্বার্থের জ্যোতির্ম্ময়ী ছবি জগতের চক্ষের সমক্ষে ধরেছ, তাতে যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর, তা হ'লে তোমার অপার্থিব গৌরব, তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র স্বার্থের কালিমায় বিবর্ণ হ'য়ে যাবে। আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে ভালবাসি, তাই তোমার চরিত্রবল অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য আমি চির-বিদায় গ্রহণ কর্‌লাম। যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, ক্ষমা ক'রো প্রভু! ইতি

—তোমার চরণসেবিকা বনফুল। জীবন! জীবন! তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো না।

বেগে হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ।

কমলিনী। একি! একি মহারাজ! আপনি এখন হঠাৎ কোথা হ'তে এলেন? ঈশ্বর! শক্তি দাও।

হর্ষবর্দ্ধন। বনফুল! সর্ব্বনাশ হয়েছে—দাক্ষিণাত্যের রাজধানীতে আমার অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। উঃ—জীবন! জীবন!

কমলিনী। কি করেছেন মহারাজ, জীবনকে হারিয়ে এসেছেন? উঃ, বলুন—বলুন মহারাজ, ভারতে এমন বীর কে আছে যে আমার জীবনের প্রাণনাশ করেছে?

হর্ষবর্দ্ধন। দেবী! দেবী! বল্‌তে জিহ্বা জড়িয়ে আস্‌ছে, ক্ষমা—ক্ষমা কর দেবী! এই মহাপাতকের নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত শর জীবন আমার বুক পেতে নিয়ে ভগবদ্ধ্যাননিরত পুলকেশীর জীবন রক্ষা করেছে। বনফুল! বনফুল! আমাকে ক্ষমা কর। [নতজানু হইলেন।]

কমলিনী। মহারাজ! আমি চরণসেবিকা, আমাকে অপরাধী কর্‌বেন না,—উঠুন। মানব পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে সংসারে উদ্ভূত হয়, জীবন সে উদ্দেশ্য সফল ক'রে গেছে। তার জন্য কিছু ভাব্‌বেন না, বরং আপনার জন্য আপনি ভাবুন।

হর্ষবর্দ্ধন। উঃ—বড় যন্ত্রণা! বনফুল! প্রাণেশ্বরী! তোমার অনুতপ্ত স্বামীকে যত্ন ক'রে বুকে তুলে নাও। [হস্তধারণে উদ্যত হইলেন।]

কমলিনী। [পিছাইয়া গিয়া] মহারাজ! আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, আমি বিবাহিতা—আমি পরস্ত্রী।

হর্ষবর্দ্ধন। সে কি---সে কি! কে তোমার বিবাহ দিলে, আর কোন্ ভাগ্যবান তোমাকে লাভ কর্‌লে?

কমলিনী। কাপালিকের হাত হ'তে আপনাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা দেবো না ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, সেই মহাপ্রাণ ভীলসর্দ্দারের ইচ্ছাই এ বিবাহের কর্ত্তা,—এর অধিক আর আমি বল্‌বো না।

হর্ষবর্দ্ধন। ওঃ—কি ষড়যন্ত্র! উঃ—মানবচরিত্র কি দুর্ব্বোধ্য! এখনও অনুরোধ কর্‌ছি, বল নারী! তোমার প্রণয়পাত্রটীর পরিচয় কি? ওকি! ওকি! কার পত্র তোমার হাতে রয়েছে? দেখি—দেখি! [পত্র দেখিতে উদ্যত হইলেন।]

কমলিনী। আমার প্রণয়পাত্রের পত্র আপনাকে দেখাবো কেন? যদি বেশী বাড়াবাড়ি করেন—এই নিন্। [পত্র ছিন্ন করিয়া নিক্ষেপ] অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না; বনফুল যার তার চরণে আত্মদান করে নাই; সে এক উদার পবিত্র আদর্শ নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক যুবকের চরণরেণুতে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে—নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। মহারাজ! হিন্দুনারী স্বামীর নাম উচ্চারণে অসমর্থ। [প্রস্থান।

হর্ষবর্দ্ধন। উঃ, যাকে আমি এত ভালবাস্‌তাম, সে একটীবারও আমার কথা ভাব্‌লে না। যাকে আমি করুণার মূর্ত্তিমতী মনে ক'রে এক পলক চক্ষের আড়ালে রাখ্‌তেম না, উঃ—জান্‌তেম না, সে এত নিষ্ঠুর—এত হৃদয়হীন! উঃ—কি করি! জীবনের শোক, পুলকেশীর অপমান, বনফুলের বিরহ, উঃ—এইবার বুঝি মাথাটা খ'সে পড়ে!

ভৈরবানন্দ ও শশাঙ্কের প্রবেশ।

হর্ষবর্দ্ধন। একি! কে আপনারা?

শশাঙ্ক। আমরা রাজ্যশ্রী দেবীর দর্শন প্রত্যাশায় এখানে এসেছি, তিনি কোথায় ?

হর্ষবর্দ্ধন। বাঙ্গলার পথে পান্থশালা পরিদর্শন কর্‌তে গেছেন ; মহাশয়দের পরিচয় জান্‌তে পারি কি ?

ভৈরবানন্দ। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন! বর্ত্তমানে আমাদের পরিচয় দেবার কিছুই নাই। নামমাত্র যদি পরিচয় হয়, তবে আমি কন্যাশোকে সন্তপ্ত কাঙ্গাল ভৈরবানন্দ ; আর ইনি পত্নী-পুত্রহীন মর্ম্মাহত শশাঙ্ক।

হর্ষবর্দ্ধন। এঁ্যা! যার মস্তকের মূল্য লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ছিল, ইনিই সেই শশাঙ্ক ?

শশাঙ্ক। হাঁ মহারাজ! আজ স্বেচ্ছায় সেই মস্তক অক্ষতভাবে বহন ক'রে নিয়ে এসেছি,—নতজানু হ'য়ে আপনার চরণে উৎসর্গ ক'রে দিচ্চি। লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে, একটী মাত্র রত্ন আপনার ভাণ্ডারে আছে, করুণার সেই রত্ন দান ক'রে আমার গুরুদেবের জীবন রক্ষা করুন। হে অর্দ্ধ ভারতেশ্বর! যাচকের প্রার্থনা সফল করুন। [করজোড়ে নতজানু হইলেন]

হর্ষবর্দ্ধন। গৌড়েশ্বর! ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন ; আজ আমার অবস্থা আপনাদের চেয়ে শোচনীয়। আপনারা জানেন না, আজ আমি কি মর্ম্মন্তুদ যাতনায় দগ্ধ হ'চ্চি। বন্ধু! পার্‌লেম না,—আপনাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে পার্‌লাম না। আপনাদের আসবার পূর্ব্বেই সে রত্ন আমায় ভাণ্ডার আঁধার ক'রে চ'লে গেছে। যদি পারেন, ছুটে যান,—এই পথে সে চ'লে গেছে।

ভৈরবানন্দ। বৎস শশাঙ্ক! তবে আর পল মাত্র অপেক্ষা কর্‌বো না। কন্যা—কন্যা আমার!

[বেগে প্রস্থান

শশাঙ্ক। ভগবান! ভগবান! আমার গুরুদেবের জীবন রক্ষা করুন।

[বেগে প্রস্থান।

হর্ষবর্দ্ধন। শশাঙ্ক! তুমি আজ আমাকে বিস্মিত ক'রে তুলেছ। নিজের পত্নী-পুত্রের বিরহ, বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে রেখে গুরুকন্যার উদ্ধারের জন্য নিজের মস্তক নিজে দিতে এসেছ; ধন্য গৌড়েশ্বর! দেখ্‌ছি, আজ তুমি আমার চেয়ে অনেক উচ্চে আরোহণ করেছ।

রাজ্যশ্রী, মৃগাঙ্ক ও অপর্ণাদেবীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। দাদা! রাজধানীর মঙ্গল তো?

হর্ষবর্দ্ধন। ভগ্নি! তোমার কাছে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার আর শক্তি নেই। আমি জ্যেষ্ঠ হ'য়ে কনিষ্ঠের কাছে মহা অপরাধ করেছি। আমি হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি, ওঃ—তাতে আবার অবৈধ আক্রমণ!

রাজ্যশ্রী। কেন এমন কাজ করেছেন দাদা? অবৈধ আক্রমণ! তাতে এমন কি লাভ করেছেন?

হর্ষবর্দ্ধন। লাভ করেছি পুলকেশীর মর্ম্মভেদী অপমান, আর লাভ করেছি মহাপ্রাণ বীরকেশরী ভীলসর্দ্দারের চির-অভাব। উঃ, শ্রী! বড় যন্ত্রণা! মনে করেছিলাম, দাক্ষিণাত্যের শাসনভার নিজ হস্তে নিয়ে সেখানে শান্তিস্থাপন কর্‌বো, ওঃ—

রাজ্যশ্রী। দাদা! দাদা! কেন আপনি দাক্ষিণাত্য আক্রমণ কর্‌তে গিয়েছিলেন? জগতের নিয়ম অগ্রে পালন, তারপর শাসন। পিতামাতা পুত্রকে প্রতিপালন করে, তাই পুত্র তাদের শাসন মেনে নেয়; শিক্ষক ছাত্রদের প্রাণ খুলে শিক্ষাদান করেন, তাই ছাত্র শিক্ষ-

কের শাসন মেনে নেয়। দাদা! বিদ্বেষমূলক শাসন শাসন নয়, তার নাম অত্যাচার; আর সে অত্যাচার মানুষেও সহ্য করে না। মানুষে যা সহ্য করে না, জেনে রাখ্‌বেন দাদা, ঈশ্বরেও তা সহ্য করেন না।

মৃগাঙ্ক। দাদা! দাদা! কমল দিদি কোথায়? তাঁকে তো দেখ্‌তে পাচ্চি না।

হর্ষবর্দ্ধন। মৃগাঙ্ক! তোমার দিদি আমাদের সংসর্গ ত্যাগ করেছেন।

রাজ্যশ্রী। কমল একবারে চ'লে গেছে, আর আস্‌বে না?

হর্ষবর্দ্ধন। না; তবে রাজা শশাঙ্ক ও গুরু ভৈরবানন্দ তাঁর সন্ধানে এখানে এসেছিলেন, আমি তার অন্বেষণে তাঁদের পাঠিয়েছি।

অপর্ণা। মহারাজ এখনও বেঁচে আছেন? আঃ—দূরাগত মিলন-সঙ্গীতের ন্যায় এ সুখ-সংবাদে আমার কর্ণ সুশীতল হ'লো।

হর্ষবর্দ্ধন। ইনি কে?

রাজ্যশ্রী। ইনি গৌড়েশ্বরী, মহারাজ শশাঙ্কের ধর্ম্মপত্নী।

হর্ষবর্দ্ধন। শ্রী! শ্রী! আমি বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যাচ্চি; এঁকে তুমি কোথা থেকে পেলে?

মৃগাঙ্ক। দাদা! দেবচরিত্রে সবই সম্ভব হয়। বাঙ্গলার পথে ইনি মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছিলেন, বিপন্ন পথিক জ্ঞানে দিদি এঁকে নিকটস্থ পান্থশালায় নিয়ে যান। তখন মধ্যাহ্ন কাল, দিদি আমার তখনও জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নি। ওঃ—তখন থেকে কি শুশ্রূষা; অনাহারে, অনিদ্রায় দুই দিন এঁর শয্যাপার্শ্বে ব'সে কাটিয়ে দেন। তারপর যখন এঁর জ্ঞান হয়, তখন আমরা বুঝ্‌তে পার্‌লেম, ইনি গৌড়েশ্বরী—আমার জননী।

হর্ষবর্দ্ধন। শ্রী! শ্রী! সত্যই তুমি দেবী-প্রতিমা, আমার বিস্তা-

বুদ্ধি জ্ঞান-গরিমা সমস্তই অহমিকার প্রচণ্ড ধূমে সমাচ্ছন্ন। বল দেবী! আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? আমাকে মোহের অন্ধকূপ হ'তে বিবেকের আলোকে তুলে নাও। ওঃ—কি নিদারুণ যাতনা—কি মর্ম্মভেদী হাহাকার! নাও দেবী, দয়া ক'রে আমার অশান্তির বর্ম্ম খুলে নিয়ে শান্তির গৌরিক বসন পরিয়ে দাও।

রাজ্যশ্রী। দাদা! দাদা! স্থির হোন্; ঐ শুনুন, পরম কারুণিক ভগবান আশ্বাস দিচ্চেন।

হর্ষবর্দ্ধন। কৈ—কৈ দেবী, আমি তো কিছুই শুন্তে পাচ্চিনে—আমি তো কিছুই বুঝ্তে পাচ্চি না।

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব বলেছেন, ভগবানের ভাষা বুঝ্তে হ'লে ভাষা শিখ্তে হয়, আর সে ভাষা শিখ্তে হ'লেই ত্যাগই তার বর্ণপরিচয়।

হর্ষবর্দ্ধন। ধন, জন, বসন, ভূষণ, রাজত্ব, প্রভুত্ব, সর্ব্বস্ব আমি ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছি; বল দেবী! কোন্ উপায়ে কোন্ ভাবে, কোন্ বস্তু ত্যাগ কর্‌লে ভগবানের ভাষা বুঝ্তে পার্‌বো, মহাশান্তির কণিকা মাত্র প্রসাদ লাভ কর্‌তে পার্‌বো?

রাজ্যশ্রী। দাদা! নালন্দায় এক বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করুন; যাতে দশ সহস্র অনাথ বালককে বিদ্যাদান অন্নদান কর্‌তে পারেন, তার ব্যবস্থা করুন; তারপর প্রয়াগ তীর্থে এক মহা মেলার অনুষ্ঠান ক'রে সমবেত দীন, দরিদ্র অন্ধ, খঞ্জ, ফকির বৈষ্ণবদিগকে তাদের ইচ্ছানুরূপে দান করুন—যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ করুন—কাঙ্গালের চোখের জল মুছিয়ে দিন।

হর্ষবর্দ্ধন। আমি তোমার প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন কর্-

লাম। চল ভাই মৃগাঙ্ক! মহা মেলার অনুষ্ঠানে যোগ দেবে চল। আসুন মা!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রয়াগের পথ।

গৈরিক বসনধারী ছদ্মবেশী পুলকেশী।

পুলকেশী। [স্বগত] আজ সপ্তাহকাল কনোজের সমস্ত স্থান এই ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ কর্‌লাম, কৈ—আমার সন্দেহের কিছুই তো লক্ষ্য হ'লো না। তবে কি হর্ষবর্দ্ধন অতখানি অপমান বেমালুম হজম ক'রে ফেল্‌লে! না—না, এ অসম্ভব! নিশ্চয়ই সে সৈন্য সংগ্রহ কর্‌ছে, নিশ্চয়ই সে আমার সামন্তগণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কর্‌ছে। দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হ'য়ে যে অবৈধ আক্রমণ করতে একটু ইতঃস্তত করেনি, সে যে এত শীঘ্র এই বলবতী আকাঙ্ক্ষা হৃদয় হ'তে বিসর্জ্জন দেবে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। উঃ—কি অন্যায় করেছি! হর্ষবর্দ্ধনকে মুক্তি না দিয়ে আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল তাকে অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ করা। যাক্‌, অনুমানে যা বোঝা গেল, হর্ষবর্দ্ধন প্রয়াগে যাত্রা করেছে। শুন্‌লাম এক মহামেলার অনুষ্ঠান কর্‌ছে, জানি না কি উদ্দেশ্য! এও হয় তো আমার সামন্তগণকে একত্রিত ক'রে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এক নূতন পন্থা।

ঐ যে, কারা গান গাইতে গাইতে এই দিকে আস্‌ছে নয়! দেখা যাক্, যদি কিছু সংগ্রহ করা যায়।

গীতকণ্ঠে অন্ধ, খঞ্জ, দীন-দুঃখীগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

জয় জয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন।
সে যে দীনের হর্ষবর্দ্ধন আতুর জনপালন॥
যিনি কাতর জন শরণে, কাঁদেন ব্যথিতপরাণে,
ত্যজি ঐহিক রাজ্যধনে করেন কৌপিন দণ্ড ধারণ।
যিনি প্রয়াগ তীর্থে সৃজিয়া মেলা, খেলিছেন এক প্রেমের খেলা,
দেখ্‌বি যদি আয় এই বেলা সে যে সবার হর্ষবর্দ্ধন॥
দুঃখী কাঙ্গাল থাক্‌বে না আর, সদাই সেথা অবিরত দ্বার,
সে যে ছদ্মবেশে প্রেম-অবতার তিনি দীন-দুঃখতারণ॥

[প্রস্থান।

পুলকেশী। এত অল্প সময়ে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যখন এসেছি, তখন এর শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে ভৈরবানন্দ ও শশাঙ্কের প্রবেশ।

ভৈরবানন্দ। না শশাঙ্ক! তুমি আর আমাকে নিষেধ ক'রো না, এত অনুসন্ধানেও যখন আমার হৃদয়নিধি আমার হারানিধি কন্যারত্ন পেলাম না, তখন আর আমি কার জন্য বেঁচে থাক্‌বো?

শশাঙ্ক। প্রভু—প্রভু! স্থির হোন্। আমি বল্‌ছি, নিশ্চয়ই আপ-

নার কন্যা পাওয়া যাবে ; এখনও আমাদের চেষ্টার অনেক বাকী আছে।

ভৈরবানন্দ। শশাঙ্ক! কি বল্‌ছো, এখনও চেষ্টার বাকী আছে? সারা ভারতবর্ষ ছুটোছুটী ক'রে বেড়িয়েছি, অসংখ্য জীবের প্রাণনাশ করেছি, কত সোনার হাট শ্মশান ক'রে দিয়েছি, তোমার মত ভক্তকে উন্মাদ ক'রে দিয়েছি ; এতেও যদি চেষ্টার বাকী থাকে, তবে সে বাকী থেকেই যাবে।

শশাঙ্ক। প্রভু! তবে আপনি এত কাতর হ'চ্চেন কেন?

ভৈরবানন্দ। কেন হ'চ্চি? বৎস! তুমি দেখনি—সে কি এক করুণ দৃশ্য! বৃন্দাবনের পথে বৌদ্ধ মঠে যে সময়ে আমার স্ত্রী বিসূচীকা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করে, ওঃ—সে কি মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য! সেই অন্তিম সময় সে আমার শিশু কন্যাটীকে অতিকষ্টে একবার বক্ষে তুলে নিয়ে সজলনয়নে আমার হাতে তুলে দিলে, সেই ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু-বিন্দুতে সে আমাকে কত কথা ব'লে গেল, ওঃ—তার আমি একটাও প্রতিপালন করতে পার্‌লেম না। কন্যা—কন্যা আমার! তোর জননীর সৎকার ক'রে ফিরে এসে আর তোকে দেখ্‌তে পেলাম না। ওঃ, শশাঙ্ক! বুক ফেটে গেল! [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

শশাঙ্ক। একি হ'লো! গুরুদেব! গুরুদেব! না—মূর্চ্ছা গেছেন। সর্ব্বনাশ! কে আছ নিকটে, দয়া করে ছুটে এস।

বেগে নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। একি! একি! মহারাজ—আপনি? বল্‌তে পারেন, আমার রাণী-মা কোথায়?

শশাঙ্ক। কে—পণ্ডিতজী! এখনও আপনি বেঁচে আছেন?

বড় অসময়ে দেখা দিয়েছেন, গুরুদেব আমার কন্যাশোকে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছেন। দয়া ক'রে এঁকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলুন, তারপর অন্য কথা।

নিত্যানন্দ। কোন ভয় নেই মহারাজ! চলুন, নিকটেই এক পান্থশালা আছে।

[উভয়ে ভৈরবানন্দকে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

প্রয়াগে মহামেলা।

বহু সন্ন্যাসী পরিবৃত হর্ষবর্দ্ধন, রাজ্যশ্রী, মৃগাঙ্ক, অপর্ণাদেবী, অবধূত স্বামী ও ছদ্মবেশী পুলকেশী আসীন।

হর্ষবর্দ্ধন। শ্রী! তোমায় পরামর্শ অনুসারে প্রথম দিন পরম কারুণিক ভগবান বুদ্ধদেবের চরণপূজা করেছি। দ্বিতীয় দিন হিন্দুর প্রতি আর আমায় বিদ্বেষ ভাব নেই, তাই জানাবার জন্য শিবপূজার অনুষ্ঠান করেছিলাম। তৃতীয় দিন বা শেষ দিন আজ, আজ কোন্ মূর্ত্তির স্থাপন কর্‌বো ভগ্নি?

রাজ্যশ্রী। দাদা! আজ ভগবান সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করুন; হিন্দু ধর্ম্মের উপর অত্যধিক অনুরাগ দেখিয়ে সাধারণ প্রজার হর্ষবর্দ্ধন ক'রে হর্ষবর্দ্ধন নামের স্বার্থকতা রক্ষা করুন।

হর্ষবর্দ্ধন। দাও মৃগাঙ্ক! ভাস্কর মূর্ত্তি আমার হাতে দাও, আমি স্বহস্তে এই মহা মেলার মধ্যস্থলে স্থাপন করি।

মৃগাঙ্ক। এই নিন্ মহারাজ! ধন্য—ধন্য মহারাজ আপনার সত্যানুরাগ।

হর্ষবর্দ্ধন। জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্ন প্রণতোঽস্মি দিবাকরম॥

[মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন] হে রাজভক্ত হিন্দু প্রজাবর্গ! যদিও আমি বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপাসক, তথাপি আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করেছি, হিন্দুর প্রতি বিন্দু মাত্র আমার বিদ্বেষ নাই ; এখানে সব সমান, সকলের সমান অধিকার।

সাধু-সন্ন্যাসীগণ। জয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের জয় !

হর্ষবর্দ্ধন। অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, যে যেখানে আছ ছুটে এস, আজ শেষ দিন কারও প্রার্থনা অপূর্ণ থাক্‌বে না।

অবধূত। মহারাজ ! আমি প্রার্থী ; আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

হর্ষবর্দ্ধন। হে সর্ব্বত্যাগী মহাত্মন ! আদেশ করুন, কি আপনার প্রার্থনা ?

অবধূত। মহারাজ ! আপনার অবারিত দানে দীন, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, সকলেই আশাতীত সন্তোষলাভ করেছে ; এই কয় দিন হ'তে দেখ্‌ছি, এখানে সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হয়েছে, কেউ অসন্তুষ্ট হ'য়ে ফিরে যায়নি। অতএব রাজন ! আমার প্রার্থনা, এই মেলা আজ হ'তে সন্তোষক্ষেত্র নামে অভিহিত হোক্।

হর্ষবর্দ্ধন। তথাস্তু। হে সমাগত সুধীমণ্ডলী ! আজ হ'তে এই মহা মেলার নাম সন্তোষ-ক্ষেত্র হোক্।

সকলে। জয় সন্তোষ-ক্ষেত্রের জয় ! জয় হর্ষবর্দ্ধনের জয় !

জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। হে কল্পতরু মহারাজ ! আপনার পরিহিত মহামূল্য রাজ-পরিচ্ছদ আমাকে দান ক'রে সন্তোষ-ক্ষেত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

অর্পণা। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! মহারাজকে সন্ন্যাসী সাজাবেন না, ওর বিনিময়ে দ্বিগুণ অর্থ প্রার্থনা করুন।

রাজ্যশ্রী। মা গৌড়েশ্বরী ! ওঁকে আর সন্ন্যাসী সাজাতে হবে না, উনি ভিতরে সন্ন্যাসী সেজেই আছেন।

হর্ষবর্দ্ধন। হাঁ মা, যে শুভ মুহূর্ত্তে এই গঙ্গা যমুনার মহাসঙ্গমে পদার্পণ করেছি, সেই সময়েই সন্ন্যাসী সেজে ব'সে আছি; ব্রাহ্মণের এ প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌বার জন্য বহু পূর্ব্বেই প্রস্তুত হয়েছি। ব্রাহ্মণ! দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন। মৃগাঙ্ক! আমার পরিচ্ছদ খুলে দাও।

মৃগাঙ্ক। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য! [বস্ত্র উন্মোচন করিল]

সকলে। জয় দানবীর হর্ষবর্দ্ধনের জয়!

হর্ষবর্দ্ধন। ব্রাহ্মণ! দয়া ক'রে গ্রহণ করুন। [পরিচ্ছদ দান]

ব্রাহ্মণ। মহারাজের জয় হোক্।

[প্রস্থান।

হর্ষবর্দ্ধন। আর কে কোথায় প্রার্থী আছ—ছুটে এস, এ সন্তোষ-ক্ষেত্র, এখানে কেউ অসন্তুষ্ট হ'য়ে ফির্‌বে না।

বেগে ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরবানন্দ। কত বন, উপবন, পর্ব্বত, কানন, কত প্রাসাদ, চত্বর, প্রান্তর, মরুভূমি এক এক ক'রে অনুসন্ধান ক'রে ফিরে এলাম, কোথাও তার দেখা পেলাম না; মহারাজ! তাই আপনার সন্তোষ ক্ষেত্রে ছুটে এলাম। এখন আমি প্রার্থী; কন্যাহারা পিতাকে তার কন্যা দিয়ে আপনার সন্তোষ-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য রক্ষা করুন।

হর্ষবর্দ্ধন। উঃ—সর্ব্বনাশ! শ্রী! শ্রী! এইবার ভগবান আমার দর্প চূর্ণ কর্‌লেন।

রাজ্যশ্রী। দাদা! কেন আপনি বিষণ্ণ হ'চ্ছেন? কে ইনি?

ভৈরবানন্দ। হতভাগ্য ভৈরবানন্দকে চিন্‌তে পার্‌ছো না মা! দেবী! করুণার স্রোতস্বিনী! জ্ব'লে পুড়ে গেলাম; এক বিন্দু

করুণাদানে সন্তানের তপ্ত হৃদয় শীতল ক'রে দে মা! [করযোড়ে নতজানু হইলেন।]

রাজ্যশ্রী। পিতা! পিতা! উঠুন, কন্যাকে অপরাধিনী কর্‌বেন না; আমাকেই আপনার কন্যা মনে করুন।

ভৈরবানন্দ। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা, তা ব'লে কি কনিষ্ঠের কথা ভুলে যাবো? না—তা হবে না। ঐ তার জননী আমাকে রোষ-কষায়িতনেত্রে ভৎর্সনা কর্‌ছে! না—আমি শুন্‌বো না। রাজা! এ সন্তোষ-ক্ষেত্রে আমার কন্যা চাই,—আমি প্রার্থী।

হর্ষবর্দ্ধন। শ্রী! শ্রী! এ যে বড় বিপদে পড়্‌লুম!

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! গুরুদেব! একি কর্‌লে প্রভু! তোমারই ইচ্ছায় যে আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হ'য়েছিলাম।

ভৈরবানন্দ। আমি আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ছিনে রাজন! আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌বে কি না? কি—নীরব হ'য়ে রইলে যে! তবে এ সন্তোষ-ক্ষেত্র নাম দিয়ে ভণ্ডামি কর্‌বার কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজন! ভণ্ডামি বেশীক্ষণ চ'লে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তোমার সন্তোষ-ক্ষেত্র থেকে যাচক অসন্তুষ্ট হ'য়ে চ'লে যাচ্চে। [প্রস্থানোদ্যত]

কমলিনীকে লইয়া ভিক্ষুক দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। না যাচক! অসন্তুষ্ট হ'য়ে যেতে হবে না; এই নিন্ আপনার কন্যা; বলুন যাচক! এ সন্তোষ-ক্ষেত্র।

ভৈরবানন্দ। [সোল্লাসে] এ সন্তোষ-ক্ষেত্র! কন্যা—কন্যা আমার! [বক্ষে ধারণ]

সকলে। জয় শ্রীগুরুর জয়! জয় শ্রীগুরুর জয়।

রাজ্যশ্রী। গুরুদেব! কমলিনীকে আপনি কোথায় পেলেন?

দিবাকর। মা! সমস্তই ভগবানের দয়া; গতকল্য যখন আমি এখান হ'তে আশ্রমে ফিরে যাই, তখন একে পথের ধারে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখ্‌তে পাই। যত্ন ক'রে আশ্রমে নিয়ে গেলাম, বহু শুশ্রূষায় চৈতন্য সম্পাদন ক'রে এর পরিচয় জানতে পার্‌লাম। যা কিছু দেখ্‌ছো মা! সবই করুণাময়ের করুণার দান। এখন আমি আসি মা!

বেগে শশাঙ্ক ও নিত্যানন্দের প্রবেশ।

শশাঙ্ক। গুরুদেব! গুরুদেব! আপনি এখানে এসেছেন?

ভৈরবানন্দ। বৎস শশাঙ্ক! আমি হারানিধি পেয়েছি, এ সন্তোষ-ক্ষেত্র, এখানে কেউ অসন্তুষ্ট থাক্‌বে না।

নিত্যানন্দ। সন্তোষ-ক্ষেত্রে যদি হারানিধি পাওয়া যায়, তবে হে কল্পতরু! আমি প্রার্থী, আমার রাজাকে তাঁর হারানিধি দান করুন।

রাজ্যশ্রী। দাদা! চিন্‌তে পেরেছেন? ইনিই মহারাজ শশাঙ্কের চিরহিতৈষী বন্ধু পণ্ডিত নিত্যানন্দ বাচস্পতি; এঁরই দয়ায় রাণীমার জীবন রক্ষা হয়েছে। দাদা! যাচকের প্রার্থিত বস্তু যখন আমাদের ভাণ্ডারে আছে, তখন দান করুন।

হর্ষবর্দ্ধন। গৌড়েশ্বর! এই নিন আপনার পত্নী পুত্র গ্রহণ করুন।

শশাঙ্ক। এও কি সম্ভব! দেখ্‌ছি—গঙ্গা যমুনার মহাসঙ্গমে স্বর্গ নেমে এসেছে। পণ্ডিতজী! আমি এঁদের কি ব'লে সম্বোধন কর্‌বো, ভাষা খুঁজে পাচ্চিনে।

নিত্যানন্দ। ভাষার কোন প্রয়োজন নেই; কেবল বলুন, জয় সন্তোষ-ক্ষেত্রের জয়!

শশাঙ্ক। জয় সন্তোষ-ক্ষেত্রের জয়!

হর্ষবর্দ্ধন। আর কে কে আছেন, দয়া ক'রে আসুন, সময় চ'লে যায়।

পুলকেশী। আমি একজন প্রার্থী আছি মহারাজ!

হর্ষবর্দ্ধন। আপনি তো বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, কেন কষ্ট পাচ্ছেন! বলুন, আপনার কি প্রার্থনা?

পুলকেশী। কোন্ দ্রব্য প্রার্থনা কর্‌লে সকল প্রার্থীর চেয়ে লাভবান হ'তে পারি, তাই এতক্ষণ ভাব্‌ছিলাম।

হর্ষবর্দ্ধন। কি স্থির করেছেন, আদেশ করুন।

পুলকেশী। আপনার মস্তকের ঐ রাজমুকুট, যার মূল্য অর্দ্ধ ভারতের আধিপত্য।

হর্ষবর্দ্ধন। শ্রী! এখন আমার কর্ত্তব্য?

রাজ্যশ্রী। দাদা! সন্তোষ-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কায়মনোপ্রাণে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বেন।

হর্ষবর্দ্ধন। উত্তম! [রাজমুকুট খুলিয়া] আমি সানন্দে আপনাকে অর্দ্ধ ভারতের আধিপত্য দান কর্‌লাম। [পুলকেশীর মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন।]

সকলে। জয় সন্তোষ-ক্ষেত্রের জয়!

পুলকেশী। ধন্য হর্ষবর্দ্ধন! ধন্য তোমার চরিত্র! জানি না, কোন্ অপার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে তুমি দেবতার চেয়ে বড় হ'লে হর্ষবর্দ্ধন! আমি প্রকৃত যাচক নই, আমি পরীক্ষক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ; তোমার দেবোজ্জ্বল চরিত্রকলায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার আধিপত্য তুমি ফিরিয়ে নাও। [নিজ মস্তক হইতে মুকুট খুলিয়া হর্ষবর্দ্ধনের মস্তকে পরাইয়া দিলেন] দেখ্‌ছি, তুমিই ভারতের সম্রাট হবার একমাত্র যোগ্য

ব্যক্তি ; তাই দাক্ষিণাত্যের অধিপতি পুলকেশী আজ নতজানু হ'য়ে তার আধিপত্য তোমাকে দান কর্‌ছে। তোমাকে সে আজ ভারতের একছত্রী সম্রাট ব'লে স্বীকার কর্‌ছে।

হর্ষবর্দ্ধন। উঠুন—উঠুন ! হে দাক্ষিণাত্যের অধিপতি ! আমাকে অপরাধী কর্‌বেন না। আমি এখানে দান কর্‌তে এসেছি, দান গ্রহণ কর্‌তে আসিনি।

পুলকেশী। তা আমি জানি নে। আমার আধিপত্য তোমাকে গ্রহণ ক'রে তোমাকে সম্রাট হ'তে হবে, এই আমার প্রার্থনা ; সন্তোষ-ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অসন্তুষ্ট করা বিধেয় নয়।

সকলে। জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয় !

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক ;

কালচক্র শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কৃত। প্রসিদ্ধ "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়। ইহাতে সেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের প্রতিযোগিতা, সৌদাসের রাক্ষসত্বপ্রাপ্তি, বশিষ্ঠের শতপুত্র ধ্বংস, পরাশরের রক্ষসত্র, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ প্রভৃতি আছে। ৫ খানি চিত্রশোভিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

পৃথিবী উক্ত ভোলানাথ বাবুর কৃত। "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়। প্রতিষ্ঠানপতি অঙ্গের বিরুদ্ধে মৃত্যুর ভীষণ ষড়যন্ত্র, পৃথিবীবক্ষে বেণের অবাধ স্বেচ্ছাচার, অঙ্গরাজের নির্ব্বাসন, অচলেন্দ্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বেণের বিরুদ্ধে অভিযান, পৃথু ও অর্চ্চির উৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনার মহা সমাবেশ। ইহাতেই সেই অলকা, সুনীথা, প্রাণময়ী, চিন্তারাম, যোগময়, অঙ্গিরা প্রভৃতি আছে। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

পঞ্চনদ শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। গণেশ অপেরা-পার্টিতে অভিনীত। সেই মামুদের ভারত আক্রমণ, দুর্জ্জয়পালের ষড়যন্ত্র, জয়পালের পরাজয়, সোমনাথের মন্দির আক্রমণ, সোমেশ্বরসিংহের অদ্ভুত কীর্ত্তি, দস্যুসর্দ্দার দয়ালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, আর সেই অনঙ্গ, তরঙ্গ, রহমন, নেয়ামৎ, নীলিমা, ইব্রাহিম, কামবক্সকে মনে আছে তো? মূল্য ১৷৷০ টাকা।

তাম্রধ্বজ পণ্ডিত হারাধন রায় কৃত। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। বালক তাম্রধ্বজের নন্দদুলাল সাধনা, তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের ষড়যন্ত্র, তাম্রধ্বজের করে ভীমার্জ্জুনের পরাজয়, শিখিধ্বজের দান পরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অতিকায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু প্রণীত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলের অভিনয়। তরণীপতনে বিভীষণের হৃদয়ভেদী বিলাপ, অতিকায়ের রামভক্তি, মেঘনাদের তিরস্কার, সীতার কাতরোক্তি, অতিকায়ের ছিন্নমুণ্ডের রামনাম উচ্চারণ প্রভৃতি ঘটনাবলীতে পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

চিত্রাঙ্গদা শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। নিতাই-অপেরা ও ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে অভিনীত। মণিপুর-সেনাপতি চণ্ডসিংহের ভীষণ চক্রান্ত, অর্জ্জুনের প্রতি জাহ্নবীর জ্বালাময় অভিশাপ, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের যজ্ঞাশ্ব ধৃত করণ ও লাঞ্ছনা, পিতা-পুত্রে মহাসমর, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা, মণিস্পর্শে অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন লাভ, শোভার আত্মত্যাগ প্রভৃতি আছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

মাল্যবান শ্রীঅভয় চরণ দত্ত প্রণীত। ভূষণ চন্দ্র দাস ও শশীভূষণ হাজরার দলে অভিনীত। দেব-রাক্ষসের প্রলয় রণ, দেবগণের পরাজয়, মাল্যবানের স্বর্গাধিকার, মালীর ভক্তিযুদ্ধ, বসুদার সহিত নারায়ণের যুদ্ধ, মাল্যবানের পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি। সহজে অভিনয় উপযোগী। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীবৎসচিন্তা সুকবি শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রসিক চক্রবর্ত্তী ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের দলে অভিনীত। সেই শনি-লক্ষ্মীর বিবাদ, শনির পরাজয়, সৌতিরাজের সহিত যুদ্ধ, শ্রীবৎসের রাজ্যচ্যুতি, কাঠুরিয়া বেশে বনে বনে ভ্রমণ, দেবতাদের ষড়যন্ত্র, শিবদুর্গার যুদ্ধোদ্যোগ, ভদ্রাবতীর সহিত শ্রীবৎসের বিবাহ, রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি। প্রত্যেক গানই মর্ম্মস্পর্শী। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক ঃ

বিন্ধ্য-বলি শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। গণেশ-অপেরা-পার্টির মহা যশের অভিনয়। ইহাতে দেখিবেন—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীরসাধক অনুহ্লাদের অভিনব সাধনা, বলির অত্যাশ্চর্য্য দানব্রত, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের সংঘর্ষ, প্রেমিক সাধক বিরোচনের নির্ব্বাণ, বিন্ধ্যার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মী ও পুষ্পের করুণ সঙ্গীত, তর্ক ও মীমাংসার ভাবপূর্ণ নৃত্যগীত। তারপর সেই শ্বেতাঙ্গ, কালিন্দী, কাল. ময়, মহানাদ প্রভৃতি তো আছেই। বহু সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল ১৷৷৹ টাকা।

বাচস্পতি শ্রীরামদুর্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। দেবগুরু বৃহস্পতির বাচস্পতিরূপে জন্মগ্রহণ, ভারতের লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার, রাজপুত্র মধুমঙ্গলের হত্যারহস্য, কম্বোজপতির সিন্ধু আক্রমণ, সিন্ধুরাজের পলায়ন, কাপালিক কর্ত্তৃক মধুমঙ্গলকে অপহরণ, সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক নিজপুত্র মধুমঙ্গলের বলিদান চেষ্টা ও অদ্ভুত উপায়ে মুক্তি, আশালতা ও কিরাতকুমারী বীরার রণ-নৈপুণ্যে সিন্ধুরাজ্য উদ্ধার প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

সমুদ্র-মন্থন শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত। দুর্ব্বাসার অভিশাপ, লক্ষ্মীর স্বর্গত্যাগ, ইন্দ্রের স্বর্গচ্যুতি, দেবাসুরের সংগ্রাম, চণ্ডচূড়ের স্বর্গজয়, দেবগণের অভ্যুত্থান, দেব ও অসুরগণ কর্ত্তৃক সমুদ্রমন্থন, সুধার উৎপত্তি, শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ, অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবগণকে সুধা দান, মহাদেবের কালকূট পানে মূর্চ্ছা, ভগবতীর শুশ্রূষা ও দেবগণের স্বর্গলাভ প্রভৃতি। সেই জম্ভ, কুম্ভ সবই আছে। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

দুষ্মন্ত-কীর্ত্তি ভাবুক কবি শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় কৃত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে যশের সহিত অভিনীত হইতেছে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সেই চির-মধুর কাহিনী। সেই দুর্ব্বাসা, কালকেয়, প্রসেন, ভাবানন্দ, মালব্য, বক্রেশ্বর, হংসবতী, অমিয়া, উর্ব্বশী, সুদর্শনা, মেনকা প্রভৃতি সবই আছে। নাচে গানে [illegible] পরিমাণ। অল্প লোকে সহজে অভিনয় হয়। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

ধর্ম্মের জয় পণ্ডিত হারাধন রায় প্রণীত। গণেশ-অপেরা-পার্টি কর্ত্তৃক যশের সহিত অভিনীত। সেই কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ, ভীম কর্ত্তৃক অন্যায় রণে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, অশ্বথামা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নাশ, ভীমের প্রতি বলরামের ক্রোধ, গান্ধারী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ প্রদান, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

প্রাণে-প্রাণে গণেশ-অপেরার গীতিনাট্যের কোহিনুর। বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতার সেই চির-নূতন বিদ্যাসুন্দরের সরস কাহিনী। বিদ্যার গান, সুন্দরের গান, মালিনীর গান, রাজপুত্রের গান, রাণীর গান, দাসীর গান, ফিরিওয়ালার গান, কোটালের গান। (সচিত্র) মূল্য ৷৷৹ আনা।

ছিদ্র-কলস গণেশ-অপেরায় অভিনীত ২৫ খানি সুমধুর গীতিপূর্ণ সচিত্র গীতি-নাট্য। শ্রীকৃষ্ণের সেই 'বাজরে মোহন মুরলী', শ্রীরাধার 'ঐ বাজে বাঁশী বাধালে গোল', যশোদার সেই 'আর দেবো না গোপালে গোধনে যেতে' প্রভৃতি করুণ সঙ্গীতে [illegible] হইবেন। (সচিত্র) মূল্য ৷৷৹ আনা।

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক :

ভাগ্যদেবী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের থিয়েট্রিকেল যাত্রা-পার্টি কর্তৃক যশের সহিত অভিনীত। বরাহ, মিহির ও খনার অদ্ভুত জীবনী পাঠে মুগ্ধ হইবেন। সেই নেত্রবান,ইন্দুনাথ, গোলোকচাঁদ,বিক্রমাদিত্য, শান্তশীল, বাঁশরী, বিজলী. অলকা, লম্বাদেড়ী সবই দেখিতে পাইবেন। বেতাল ও বাঁশরীর প্রত্যেক গানই মধুর। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

দময়ন্তী প্রবীণ নাট্যকার শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বহু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রার দলে অভিনীত হইতেছে। ইহাতে সেই নল, পুষ্কর, কলি, রণজিৎ, গুণাকর, সুধাকর, বজ্রনাদ, ধনুর্দ্ধর, বাদল, সুনন্দ, মনোরমা, সুলোচনা প্রভৃতি সবই দেখিতে পাইবেন। বিশে পাগলা, মুরলীধর ও নিয়তির সুললিত সঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেন। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

পাষাণী শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সুবিখ্যাত সতীশ মুখার্জ্জীর যাত্রার "বিজয়-বৈজয়ন্তী"। স্বামী-দেবতার অভিশাপে অহল্যা কিরূপে পাষাণী হইলেন, আবার শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শে পাষাণী অহল্যা কেমন করিয়া মানবী হইলেন, তাহার জীবন্ত চিত্র দেখুন। অভিনয় দর্শনে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, পাঠ করিলে পাষাণ প্রাণও বিগলিত হয়। সহজে অভিনয় হয়। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

অজাদেবী শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। অযোধ্যার রাজপুত্র নন্দের ছদ্মবেশে শুক্রাচার্য্যের কন্যা অজার পাণিগ্রহণ, অজার পুত্রপ্রসব, শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশাপ প্রদান, পিতা-পুত্রীর দারুণ সংঘর্ষ, মন্ত্রী আশাগুপ্ত কর্ত্তৃক রাজ্যাপহরণ, শুক্রাচার্য্যের ভীষণপ্রতিহিংসা, অজার আত্মদান প্রভৃতি ঘটনায় পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

রত্নাকর শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জীর যাত্রাদলে যশের অভিনয়। দস্যু রত্নাকর কিরূপে মহাকবি বাল্মিকী হইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব ঘটনাবলী পাঠ করুন। নিষ্ঠুরতার মধ্যে দয়া, অত্যাচারের মধ্যে উদারতা, দস্যুতার মধ্যে অপার্থিব মহত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ইহাতেই সেই রতনদাস, সবিতা, তর্কানন্দ, সোণামণি, করুণাময়ী সবই আছে। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

রাখীবন্ধন শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই ঐতিহাসিক নাটকখানি অভিনয় করিয়াই বীণাপাণি-নাট্যসম্প্রদায় নাট্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। চিড়িমারপুত্র মন্নুলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষ্মীর বিবাহ, বিলাসী রাণার ঔদাসীন্যে মালবাধিপতি বাহাদুরসার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মন্নুলালের যুদ্ধ, সুর্য্যমলের কুট অভিসন্ধি,সা-সুজার বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

রাজ্যশ্রী শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত। প্রসিদ্ধ মুখার্জ্জি-অপেরায় যশের সহিত অভিনীত হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভীষণ সংঘর্ষণ, বৌদ্ধ কাপালিকগণের ভীষণ অত্যাচার, বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিপুল যুদ্ধায়োজন, শশাঙ্কের পত্নী অর্পণাদেবীর প্রবল সাম্রাজ্যলালসা, যুদ্ধে রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মার পতন ও রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ, হর্ষবর্দ্ধনের পলায়ন. ভৈরবানন্দের ভীষণ প্রতিহিংসা প্রভৃতি। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

জ্ঞানীর সম্বল—ত্যাগীর মুক্তি—সংসারীর শিক্ষা—সাধকের কণ্ঠহার—
আর্য্য ঋষিগণের অমর অবদান—জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অপূর্ব্ব গ্রন্থ

গুপ্ত-সাধন-রহস্য

যে সাধনবলে আর্য্যঋষিগণ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিতেন—যে সাধনার গূঢ় রহস্য সকল অবগত হইয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেন, সেই গুপ্ত সাধন-রহস্য নানা শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া ২৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম।

কোন্ খণ্ডে কি কি আছে?

১। সাধন-তত্ত্ব—সাধনার প্রয়োজন, সাধনপ্রণালী। ২ আত্মদর্শন—আত্মা, পরমাত্মা, আত্মজ্ঞান। ৩। দীক্ষা ও আরাধনা—গুরুকরণ—মন্ত্রগ্রহণ—আরাধনা। ৪। শরীরতত্ত্ব—দেহমধ্যস্থ যন্ত্রাদির বিবরণ। ৫। যোগতত্ত্ব—আসন, মুদ্রা, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, মন্ত্রযোগ, হটযোগ ইত্যাদি। ৬। বিভূতি-বিদ্যা—অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্য। ৭। জন্মান্তরবাদ—জন্ম, মৃত্যু, পরলোক, প্রেততত্ত্ব। ৮। তন্ত্র-সাধন—ডাকিনী, যোগিনী, পরী, কিন্নরী ও শবসাধন প্রভৃতি। ৯। মন্ত্রশক্তি—জলপড়া, বাটীচালা, নলচালা, রোগশান্তি ইত্যাদি। ১০। ভৌতিক-বিদ্যা—ভূত নামান, ভূত ছাড়ান, উপদেবতাশান্তি ইত্যাদি। ১১। ইন্দ্রজাল-বিদ্যা—পশুপক্ষীর রূপধারণ, অদৃশ্য হওন, অগ্নিস্তম্ভন ইত্যাদি। ১২। ষটকর্ম্ম—বশীকরণ, স্তম্ভন, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, মারণ ইত্যাদি। ১৩। সম্মোহন-বিদ্যা—যোগনিদ্রায় লোককে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জানিবার উপায়। ১৪। যাদু-বিদ্যা—কাটামুণ্ডের কথাকহন, অগ্নিভক্ষণ, টাকা উড়ান, বিনা অগ্নিতে রন্ধন ইত্যাদি। ১৫। ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষার সহজ উপায়। ১৬। স্বরোদয়-বিজ্ঞান—শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধি, নাড়ীতত্ত্ব। ১৭। জ্যোতিষ—জাতক-প্রকরণ, কালাকাল বিচার, নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার প্রভৃতি। ১৮। সামুদ্রিক—ললাট ও হস্তপদাদির চিহ্ন দেখিয়া গণনা। ১৯। শাকুনবিদ্যা—পশু-পক্ষীর শব্দজ্ঞান। ২০। দৈবজ্ঞান—কাকচরিত্র, স্পন্দনচরিত্র ও স্বপ্নফল। ২১। দ্রব্যগুণ—বিবিধ দ্রব্যের গুণাগুণ। ২২। ভৈষজ্যতত্ত্ব—রোগ ও ঔষধাবলী। ২৩। মুষ্টিযোগ—পরীক্ষিত টোট্‌কা ঔষধাবলী। ২৪। বিষ-চিকিৎসা—কুক্কুর, বিড়াল, শৃগাল, বৃশ্চিক ও সর্পচিকিৎসা। ২৫। স্বভাব-চিকিৎসা—বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য। সুরম্য বাঁধাই, মূল্য ২৲ টাকা।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

ইহাতে কি কি আছে?

ব্রহ্মচর্য্য কি? প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য্য—আধুনিক শিক্ষা—পাশ্চাত্য ব্রহ্মচর্য্য—শুক্র কি?—ওজঃধাতু কাহাকে বলে? শুক্রক্ষয়ের ভয়াবহ পরিণাম—বাল্যজীবনে কদভ্যাস—বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা যায় কি না? দাম্পত্যধর্ম্ম পালন—সহবাস—সন্তানোৎপাদনে দায়িত্ব—কামপত্নী—নারী মুক্তিপথের কণ্টক কি না? চিরকৌমার্য্য ন্যায্য কি অন্যায্য—ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও পালন—মনোবৃত্তি ও তাহাদের কার্য্য, আহার—আসন—মুদ্রা—প্রাণায়াম প্রভৃতির সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সম্বন্ধ ইত্যাদি। ইহা পাঠ করিয়া সাধনা করিলে বুদ্ধির প্রাচুর্য্য—ধারণাশক্তির বৃদ্ধি—চিত্তের প্রসন্নতা—শরীর নির্ব্যাধি ও চিরযৌবন লাভ হয়। প্রত্যেক বালক-কিশোর ও যুবকের এই গ্রন্থখানি পাঠ করা উচিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

সাধক-জীবনী

ইহাতে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, নিত্যানন্দ, রামানুজ, জয়দেব গোস্বামী মীরাবাই, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, সাধু তুকারাম, কবীর, নানক, সাধক রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ স্বামী, তুলসীদাস, পওহারী বাবা, রূপ ও সনাতন গোস্বামী, বামাক্ষেপা, যবন হরিদাস, করেমতি বাঈ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত, স্বামী রামতীর্থ, গণপতিভট্ট, রামদাসস্বামী, রায় রামানন্দ, বাল্মিকী রুহিদাস, সাধু হরিদাস, মৌনিবাবা, লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু সাধু ও মহাপুরুষের অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ জীবনী, অমৃতোপম উপদেশাবলী ও বহু সুরঞ্জিত ফটোচিত্র আছে। স্বর্ণাক্ষরে সুরম্য বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সশিষ্য শ্রীচৈতন্য

ইহাতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এবং অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, রূপ-সনাতন নিত্যানন্দ, হরিদাস, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ গোস্বামী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রামানন্দ রায়, নরহরি সরকার, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি বহু শিষ্যগণের বিস্তৃত জীবনী লিখিত হইয়াছে। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।